	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	,,
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism ?"	3	,,
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	৴০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	<১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৴১০
তত্ত্বপ্রকাশ	৴১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৴১৫
ব্রহ্মোপাসনা	<১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	<১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৴০
প্রবচন সংগ্রহ ...	<১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	৴
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে ...	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৶০
কুমারশিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	<১০
প্রভাত-কুসুম	৶১০
ধর্ম্মদীক্ষা	<১৫
ব্রহ্মসাধন	৴০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	<১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ ...	<১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	<১০
উপদেশ	<৫
দুর্গোৎসব	<১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	<২০
সঙ্গীত মঞ্জরী	৴০

	Rs	As	P.
Ontology	1	,,	,,
Hindoo Theism	,,	,,	6
Theist's Prayer Book	,,	,,	6
Signs of the Times	,,	,,	6
Doctrine of Christian Resurrection	,,	1	,,
Physiology of Idolatry	,,	1	,,
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	,,	4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	৴০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	<১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭০, ১৭৭৪, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

অশুদ্ধ সংশোধন।

গত সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠায়।

"প্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ"

ইহার পরিবর্ত্তে

"শ্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ"

হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ,
১৮০৪ শক,
১০ অগ্রহায়ণ। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৯। কলিগতাব্দ ৪৯৮৩। ১ পৌষ শুক্রবার।

Registerd N O 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭৪ সংখ্যা শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতি-মেয়ায় তং হ প্রবাহণোজৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাশিষৎপিতা ইত্যনু হি ভগব ইতি ॥১॥

'শ্বেতকেতুঃ' নামতঃ অরুণস্যাপত্যমারুণিস্তস্যাপত্যং 'আরুণেয়ঃ' 'পঞ্চালানাং' জনপদানাং 'সমিতিং' সভাং 'এয়ায়' আজগাম। 'তং হ' আগতবন্তং 'প্রবাহণঃ' নামতঃ জীবলস্যাপত্যং 'জৈবলিঃ' 'উবাচ' উক্তবান্। হে 'কুমার' 'ত্বা' ত্বাং 'অনুশিষৎ পিতা ইতি'। কিমনুশিষ্টস্ত্বং পিত্রেত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ স আহ। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'অনু হি ইতি' অনুশিষ্টোঽস্মি ॥১

শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালবাসীদিগের সভা-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে কুমার! তোমাকে কি তোমার পিতা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন? তাহাতে, আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! বলিয়া তিনি উত্তর করিলেন।১

বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রয়ন্তীতি ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্ত৩ ইতি ন ভগব ইতি। বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্ত্তনা৩ ইতি ন ভগব ইতি॥২॥

'বেত্থ' 'ইতঃ' অস্মাল্লোকাৎ 'যৎ অধি' ঊর্দ্ধং যৎ 'প্রজাঃ' 'প্রযন্তি' গচ্ছন্তি। তৎ কিং জানীষ ইত্যর্থঃ। 'ন ভগব ইতি' আহ ইতরো ন জানেঽহং ভগবৎপৃচ্ছসি। এবং তর্হি 'বেত্থ' জানীষে 'যথা' যেন প্রকারেণ 'পুনঃ আবর্ত্তন্তাঃ' তাঃ প্রজাঃ 'ইতি' 'ন ভগব ইতি'। 'বেত্থ' 'পথোঃ' মার্গয়োঃ সহ প্রযাণয়োঃ 'দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ' 'ব্যাবর্ত্তনা' ব্যাবর্ত্তনং ইতরেতরবিয়োগস্থানং সহ গচ্ছতামিত্যর্থঃ 'ইতি' 'ন ভগব ইতি' ॥২॥

প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতু আরুণেয়কে প্রশ্ন করিলেন—মৃত্যুর পরে লোকেরা ইহলোক হইতে ঊর্দ্ধে কোথায় গমন করে তাহা কি তুমি জান? শ্বেতকেতু বলিলেন না মহাশয়। যে প্রকারে পুনরাবর্ত্তন করে তাহা জান। না মহাশয়। "দেবযান এবং পিতৃযান পথের বিচ্ছেদ কোথা হইতে হইয়াছে তাহা জান"। "না মহাশয়"।২

বেথ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতা ৩ ইতি ন ভগব ইতি। বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি ॥৩॥

'বেত্থ' 'অসৌ লোকঃ' পিতৃযানসম্বন্ধী 'যথা' যেন কারণেন 'ন সম্পূর্য্যতা ইতি' ন সম্পূর্য্যতে। 'ন ভগব ইতি' প্রত্যাহ। 'বেত্থ' 'যথা' যেন ক্রমেণ 'পঞ্চম্যাং' পঞ্চসংখ্যায়াং 'আহুতৌ' হুতায়ামাহুতিনির্বৃত্তা আহুতি সাধনাশ্চ 'আপঃ' 'পুরুষবচসঃ' পুরুষবাচ্যা 'ভবন্তি' পুরুষাখ্যাং লভন্ত ইত্যর্থঃ 'ইতি' 'ন এব ভগব ইতি' ॥৩॥

তুমি কি জান কি কারণে ঐ পিতৃযান সম্বন্ধীয় লোক পূর্ণ হয় না? না মহাশয়। তুমি কি জান কি প্রকারে পঞ্চম আহূত জল পুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হয়? না মহাশয়।৩

অথ নু কিমনুশিষ্টোঽবোচথা যোহীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায় তং হোবাচাঽননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনুত্বাশিষমিতি ॥৪॥

'অথ নু' এবমজ্ঞঃ সন্ 'কিং অনুশিষ্টঃ' অস্মি ইতি 'অবোচথা' উক্তবানসি। 'যঃ হি ইমানি' ময়া পৃষ্টানার্থজাতানি 'ন বিদ্যাৎ' ন বিজানীয়াৎ 'কথং সঃ' বিদ্বৎসু 'অনুশিষ্টঃ' অস্মীতি 'ব্রবীত ইতি'। এবং 'সঃ হ' শ্বেতকেতু রাজ্ঞা 'আয়স্তঃ' আয়াসিতঃ সন্ 'পিতুঃ' 'অর্দ্ধং' স্থানং 'এয়ায়' গতবান্ 'তং' পিতরং 'হ উবাচ' 'অননুশিষ্য' অনুশাসনমকৃত্বৈব 'মা' মাং 'বাব কিল' 'ভগবান্' সমাবর্ত্তনকালে 'অব্রবীৎ' উক্তবান্ 'অনু ত্বা অশিষং ইতি' অন্বশিষং ত্বামিতি ॥৪

তবে তুমি কি শিক্ষিত হইয়াছ বলিতেছিলে? যে এই সকল বিষয় জানে না সে কি প্রকারে আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেয়? অনন্তর শ্বেতকেতু প্রত্যাগমন করত পিতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে মহাশয়! আমাকে শিক্ষা না দিয়াই বলিয়াছিলেন যে শিক্ষা দিয়াছি।৪।

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীত্তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাঽহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবদিষ্যং কথং তেনাবক্ষ্যমিতি ॥৫॥

যতঃ 'পঞ্চ' পঞ্চসংখ্যাকান্ 'প্রশ্নান্' 'মা' মাং 'রাজন্যবন্ধুঃ' রাজন্যাঃ বন্ধবোঽস্যেতি রাজন্যবন্ধুঃ স্বয়ং দুর্বৃত্ত ইত্যর্থঃ 'অপ্রাক্ষীৎ' পৃষ্টবান্ 'তেষাং' প্রশ্নানাং 'ন একং চ' নৈকমপি 'ন অশকং' ন শক্তবানহং 'বিবক্তুং ইতি' বিশেষেণার্থতো নির্ণেতুমিত্যর্থঃ। 'সঃ হ উবাচ' পিতা 'যথা মা' মাং 'ত্বং' 'তদা' আগমনমাত্রমেব 'এতান্' প্রশ্নান্ 'অবদঃ' উক্তবানসি তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং বিবক্তুমিতি তথা মাং জানীহি ত্বদীয়াজ্ঞানেন লিঙ্গেন মম তদ্বিষয়মজ্ঞানং জানীহীত্যর্থঃ। কথং 'যথা অহং এষাং ন একঞ্চন বেদ' ন জানে ইতি। 'যদি অহং' 'ইমান্' প্রশ্নান্ 'অবদিষ্যং' বিদিতবানস্মি 'কথং তে' তুভ্যং প্রিয়ায় পুত্রায় সমাবর্ত্তনকালে পুরা 'ন অবক্ষ্যম্ ইতি' নোক্তবানস্মীতি ॥৫॥

রাজন্যবন্ধু ক্ষত্রিয় আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার আমি একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই। তাহাতে তাহার পিতা বলিলেন যে যেমন তুমি আসিয়াই আমাকে বলিলে যে আমি ইহার একটিও জানি না, সেইরূপ তুমি আমাকেও জান। যদি আমি ইহা জানিতাম তবে তোমাকে আমি কেন না বলিতাম।৫

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি ॥৬॥

এবং উক্ত্বা 'সঃ হ গৌতমঃ' 'রাজ্ঞঃ' জৈবলেঃ 'অর্দ্ধং' স্থানং 'এয়ায়' গতবান্ 'তস্মৈ হ' গৌতমায় 'প্রাপ্তায়' 'আর্হাং' অর্হাং 'চকার' কৃতবান্ 'সঃ হ' গৌতমঃ কৃতাতিথ্য উষিত্বা পরেদ্যুঃ 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'সভাগে' সভাং গতে রাজ্ঞি 'উদেয়ায়' উদ্গতবান্। 'তং হ উবাচ' রাজা 'মানুষস্য' মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ 'বিত্তস্য'

প্রসাদেঃ 'বর' হে 'ভগবন্ গৌতম' 'বৃণীথাঃ ইতি' প্রার্থ-যেথাঃ। 'সঃ হ উবাচ' গৌতমঃ 'তব এব' হে 'রাজন্' 'মানুষং বিত্তং' 'যাং এব' 'কুমারস্য' মম পুত্রস্য 'অন্তে' সমীপে 'বাচং' পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণাং 'অভাষথাঃ' উক্তবানসি 'তাং এব' বাচং 'মে' মহ্যং 'ব্রূহি' ইতি' কথ-য়তি ॥৬॥

এই বলিয়া গৌতম রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে আগন্তুক জানিয়া সৎকার করিলেন। প্রাতঃকালে সেই গৌতম সভাস্থ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্ গৌতম! মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিত্তের বর গ্রহণ করুন। গৌতম বলিলেন হে রাজন্, মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিত্ত আপনারই থাকুক। আমার কুমারের নিকট যে বাক্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাই আমাকে বলিয়া দেন।৬

সহ কৃচ্ছ্রী বভূব তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার। তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাহবদো যথেয়ন্ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ ॥৭॥

'সঃ হ' রাজা 'কৃচ্ছ্রী' দুঃখী 'বভূব'। 'তং হ' গৌতমং 'চিরং' দীর্ঘকালং 'বস ইতি' এবমাজ্ঞাপয়াঞ্চকার আজ্ঞপ্তবান্। 'তং হ উবাচ' রাজা 'যথা' যেন প্রকারেণ 'মা' মাং হে 'গৌতম' 'অবদঃ ত্বং' তামেব বিদ্যালক্ষণাং বাচং মে ব্রূহীতি। তত্রাস্তি বক্তব্যং 'যথা' যেন প্রকারেণ 'ইয়ং' বিদ্যা 'প্রাক্ ত্বত্তঃ ব্রাহ্মণান্' 'ন' 'গচ্ছতি' ন গতবতী। ন চ ব্রাহ্মণা অনয়া বিদ্যয়াহনুশাসিতবন্তঃ। তথৈতৎ প্রসিদ্ধং লোকে যতঃ 'তস্মাৎ উ' 'পুরা' পূর্ব্বং 'সর্ব্বেষু লোকেষু' 'ক্ষত্রস্য এব' ক্ষত্রজাতেরেব অনয়া বিদ্যয়া 'প্রশাসনং' প্রশাস্তৃত্বং শিষ্যাণাং 'অভূৎ' বভূব। তস্মৈ হ উবাচ' বিদ্যাং রাজা ॥৭

ইহাতে রাজা দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে দীর্ঘকাল বসিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার পরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে গৌতম, তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে "সেই বিদ্যা আমাকে বলুন" তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে এই বিদ্যা তোমার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে যায় নাই, যেহেতু পূর্ব্বে ইহা একমাত্র ক্ষত্রিয়দিগেরই মধ্যে ছিল। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সেই বিদ্যা বলিলেন।৭।

নারী-মর্য্যাদা।

আর্য্যজাতি মধ্যে নারীকুলের সম্মান ও সমাদর-পদ্ধতি চিরদিনই প্রচলিত রহিয়াছে। চিরকালই আর্য্যনারীগণ গৃহলক্ষ্মী গৃহকর্ত্রী রূপে প্রপূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি গুরুজন পর্য্যন্তও তাঁহারদিগকে সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন ও আহ্বান করিয়া থাকেন। পুত্রবধূ বা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি যথোচিত স্নেহের পাত্রী হইলেও তাঁহারদিগকে কখনই কেহ পুত্র বা ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ-বাৎসল্য-ভাবে অন্যবিধ শব্দে সম্বোধন করেন না। ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুর শব্দ ও সম্মানের যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্টতম বাক্য মাতৃ শব্দেই তাঁহারা অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কন্যার ন্যায় স্নেহের পাত্রী হইলেও কদাচ কেহ তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন না।

আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারেও নারী-মর্য্যাদা জাজ্বল্যতররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। পুত্রের বিবাহ অন্তে নববধূ গৃহে আগমন করিবার সময়ে গৃহ-দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক স্বর্ণরজতাদি উপহার সহকারে তাঁহার মুখাবলোকন এবং নারীকুল দ্বারা শুভ শংখাদি বাদন প্রভৃতি সহযোগে সম্মান ও সমাদর হর্ষ উল্লাস প্রদর্শন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। গৃহবর্ত্মে বস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া কন্যাকে যে আনয়ন করা হয়, ভোজনের প্রস্তর-পাত্রে যে দুগ্ধ-অলক্তক দিয়া তদুপরি তাঁহাকে দণ্ডায়মান করান হয়, তৎসমুহই কেবল মাত্র তাঁহার সম্মান ও সমাদর চিহ্ন। এবং জীবন্ত মৎস্য তাঁহার হস্ত হইতে পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপন ও পাত্রপূর্ণ অন্ন এবং উচ্ছ্বসিত দুগ্ধ-কটাহ প্রভৃতি যে সন্দর্শন করান হয়, তৎতাবৎ শুদ্ধ তাঁহার আগমন

জনিত সুমঙ্গল ও সুপ্রতুলতার অভিনয় মাত্র। অর্থাৎ নববধূর শুভ আগমনে মুষ্টি-বদ্ধ মৃতকল্প মৎস্য জীবন ও স্বাধীনতা লাভ করিল, গৃহ অন্নে পূর্ণ হইল, পাত্রে দুগ্ধ উচ্ছ্-সিত হইয়া উঠিল ইত্যাদির জ্ঞাপক ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। নানাবিধ পদার্থ সহ-কারে গৃহকর্ত্রী প্রভৃতি মান্য স্ত্রীলোক দ্বারা যে তাঁহাকে বরণ করা হয় তৎসমূহই তাঁহার শিক্ষার স্মারক এবং সম্মান সমাদর ও মঙ্গল বাঞ্জক মাত্র।

অপরাপর জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকগণ অ-ধিক হয়ত ভগিনী শব্দে সম্বোধিত হইয়া থাকেন। আর্য্য সমাজে নিঃসম্বন্ধ নিঃসম্প-র্কীয় নারীসাধারণই—এমন কি দাসীগণ পর্য্যন্ত মাতা বা কন্যা শব্দে অভিহিত হয়েন। যে কোন মান্যা নারীর সহিত যেরূপ গুরু-তর সম্বন্ধই কেন থাকুক না, তৎপরে মাতৃশব্দ সহযোগে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। এমন উচ্চ সম্মান নিদর্শন ভারত-বর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায় না। এতদ্দেশ মধ্যে বিজাতীয় সভ্যতা শিক্ষার উচ্চতম বিদ্যালয় মহানগরী বা তৎ-সন্নিহিত কতকগুলি স্থান ভিন্ন, বঙ্গের বা ভারতের একটু দূর দূরান্তর প্রদেশে নারী-কুলকে কোন গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার পদ্ধতিও প্রচলিত নাই; নারীগণ কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের অভিভাবকগণ পর্য্যন্ত জনসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকেন।

আর্য্যজাতি-মধ্যে নববধূ গৃহপ্রবিষ্টা হই-বার পর আত্মজ্য তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্নেহ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া তো পরিজন-বর্গ তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান ও সেবা শুশ্রূষাদি করিবেনই তদুপরি আবার শাস্ত্রের অনুশাসন বর্ত্তমান আছে। তদ্দ্বারা অনু-শাসিত হইয়াও আর্য্যজাতি নারীমর্য্যাদায় যত্নবান হইয়া থাকেন।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
জাময়োযানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥
প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

"যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে কুলে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।" "ভগিনী পত্নী পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপূজিত-হইয়া যে কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন পশ্বাদির সহিত অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" "যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ।" "সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া, ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই" ইত্যাদি।

নারীর কার্য্যাধিকারেও সেই সম্মান সমা-দর যথোচিতরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে নারীর বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাঁহার হস্তে সংসারের কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হয়। কালক্রমে তিনি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকেন। তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্রী বিধাত্রী হইয়া অর্দ্ধ সংসারের গুরুতর পবিত্রতর কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়েন। আত্মীয় স্বজন, অনুগত আশ্রিত পরিবারবর্গ এবং দাসদাসী সকলের দ্বারা সম্মানিত ও প্রপূজিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে

কালাতিপাত করেন। আর্য্যসমাজে যে সকল দোষে পুরুষ তিরস্কৃত হয়েন, গৃহ-পরিবার-মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সে সকল দোষে দোষী হইলে, তাহা ধর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হয় না। এমন কি পিতামাতার নিকট বালক বালিকা উভয়ে একবিধ অপরাধ করিলে একজন দণ্ডিত অপরটী কেবল মাত্র তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। শিক্ষা উপলক্ষেও বালিকাদিগকে কোন প্রকার শারীরিক দণ্ড দিবারও নিয়ম নাই। কি বালিকা, কি বয়স্থা নারী, কাহারও প্রতি হস্তোত্তোলন করিবার পদ্ধতি হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। তাহারদিগের সম্মুখে কোন প্রকার অশ্রাব্য বা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিতে কেহ সাহসী হয় না। এমন কি কোন নিঃসম্পর্কীয় হীন-জাতীয় স্ত্রীলোক কোন গর্হিত বা দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকেও শারীরিক দণ্ডবিধান করিতে হইলে লোকসমাজে যার পর নাই নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতে হয়। পুরাকালে কোন দণ্ডার্হ অপরাধ করিলেও সহসা কোন স্ত্রীলোক রাজদ্বারে আনীত হইত না। দোষ সপ্রমাণ হইলে কেশমুণ্ডন প্রভৃতি সামান্য দণ্ডই প্রদত্ত হইত। বর্ত্তমানে ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণেও যতক্ষণ না স্ত্রীলোকের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে সসম্মানে রক্ষা করিবার পূর্ব্বতন রীতি পদ্ধতিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ধন সম্পদ বা বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক কোন অভিযোগ উপলক্ষে অদ্যাপিও প্রায়ই কোন স্ত্রীলোককে বিচারালয়ে যাইতে হয় না। এখন আর্য্যনারীদিগের পূর্ব্বতন রীতি পদ্ধতির অন্যথাচরণ দেখিয়া বর্ত্তমান রাজ-পুরুষগণ প্রাগুক্ত নিয়ম সকলেরও ব্যতিক্রম ঘটাইবার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের পদই যার পর নাই উচ্চ ও গৌরবান্বিত। আচার্য্যগণই যার পর নাই দেবতারূপে প্রপূজিত হইয়া থাকেন। বৈদিক কাল হইতে আর্য্য-সমাজ নরনারী উভয়কেই সেই সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর কোন জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই নারীবাক্য প্রামাণ্য বলিয়া প্রায় পরিগণিত হয় না। আর্য্য-জাতির বেদ উপনিষদ মধ্যে নারীবাক্য সকল ঋষি-বাক্যের ন্যায় সত্যপূর্ণ উপদেশ বলিয়া জাতিসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত পালিত ও সমাদৃত হইতেছে। কি গৃহী কি উদাসীন সকল সম্প্রদায় দ্বারা তাহা অধীত ও উপসেবিত হইয়া থাকে। তর্ক ও বিচার-স্থলে তৎসমূহ প্রমাণ স্বরূপে প্রদর্শিত হয়; ইহা অপেক্ষা নারীমর্য্যাদার উচ্চতর নিদর্শন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর অপরাপর সভ্যাভিমানীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঈদৃশ নারীমর্য্যার উন্নত চিহ্ন প্রায়ই নয়ন-গোচর হয় না। পুণ্যবতী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি নারীদিগের পবিত্র নাম উচ্চারণ করা কল্যাণপ্রদ এবং পুণ্যজনক জ্ঞানে হিন্দু নর নারী কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান সময়ে ভক্তিভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পতিপ্রাণা আর্য্য নারীদিগের পতিরক্ষা ও পতিসেবা প্রভৃতির জাগ্রত জীবন্ত দৃষ্টান্ত সকল, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ অনুকরণীয় এবং শুভপ্রদ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া লিপি-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ব্রতকর্ম্ম ও দানধর্ম্ম বিষয়ে তৎসমুহই অনুষ্ঠেয় পদ্ধতি রূপে ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যবহৃত ও উপসেবিত হইতেছে।

পুরাকালের ন্যায় বর্ত্তমান সময়েও আর্য্য রীতিপদ্ধতির অনুবর্ত্তিনী অনেকানেক সাধ্বী সতী পুণ্যবতী হিন্দু মহিলা আপনার-দিগের বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিষয় ও ধর্ম্ম কার্য্য সাধন প্রভৃতি দ্বারা এমনই উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন যে দেশ বিদেশীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের দ্বারা তাঁহারা যথোচিত রূপে সম্মানিত ও প্রপূজিত হইতেছেন।

তাঁহারদিগের যশঃসৌরভ পৃথিবীর বহুতর স্থানকে সুবাসিত ও আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারদের অসামান্য কার্য্যকদক্ষ ও সুতীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি অনেকানেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ জনগণের শিক্ষা ও অনুকরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা বিজাতীয় সভ্যতা ও স্বাধীনতার আলোক প্রাপ্ত না হইয়াও যে প্রকার অসামান্য বুদ্ধি বিবেচনা এবং সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবে বিস্তৃত বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতেছেন এবং সবিশেষ নৈপুণ্য সহকারে যেরূপ উদারভাবে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য অকাতরে সাহায্য করিতেছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সুশিক্ষিত ধনসম্পদশালী ব্যক্তিগণের মধ্যেও সহসা পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহারদিগের মধ্যে যে দুই এক জন পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের সুশিক্ষিত সুসভ্য উত্তরাধিকারীগণ ত্যক্ত সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্ষণাদি বিষয়ে সহস্রাংশের একাংশও কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না, বরং তাঁহারা বিলাস ও আমোদ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হওত পথের ভিখারী হইয়া পড়িতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের অসামান্য দান-গৌরব ও শোভনতম হিন্দুকীর্ত্তি সকল, যে বহুপরিমাণে কতিপয় আর্য্যমহিলাদিগের দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে, তাহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেবল স্বাধীন আহার বিহার এবং বিজাতীয় বেশভূষা প্রভৃতির দ্বারা প্রকৃত সভ্যতা প্রকাশ পায় না। আত্মার সংস্কারই প্রকৃত সভ্যতার চিহ্ন। জ্ঞানধর্ম্মের ও দয়াদাক্ষিণ্যের উৎকর্ষতাই যথার্থ জাতিগত উচ্চতার লক্ষণ।

আর্য্যসমাজে নারীকুলের যথাযোগ্য স্বাধীনতা থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্টে অনেকেই হিন্দু অবলাগণকে কারারুদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাঁহারদিগকে কারামুক্ত করিবার জন্য উৎযোগী হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা, বিলাস-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ হিন্দুমহিলাগণকে কারারুদ্ধা পরাধীনা বলিয়া বোধ হইবে না। দেশ কাল অবস্থা অনুসারে তাঁহারা প্রয়োজনমত স্বাধীনতা-সুখ নির্ব্বিবাদে সুসম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলাস-কাননে প্রমোদ-উদ্যানে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে প্রকাশ্য আপনে যাইবার জন্য অনুগতা সহচরী না হউন; আত্মীয়ভবনে দেবগৃহে তীর্থক্ষেত্রাদিতে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। গৃহকার্য্য সম্পাদনে তো একাধিপত্য চিরদিনই বর্ত্তমান রহিয়াছে; হিন্দুদিগের রাজ্যাধিকারকালে তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। আর্য্য রাজলক্ষ্মী যবনহস্তে যখন নিপতিতা হইলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নরনারীদিগের স্বাধীন ভাবও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে যদিও যবনদিগের ন্যায় ততোধিক স্বেচ্ছাচারিতা ও নৃশংসতা পরিদৃষ্ট হয় না কিন্তু জেতা জিত, রাজা প্রজা প্রভৃতির মধ্যে বাহ্যত না হউক, কার্য্যত স্বত্ব অধিকার মান-মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আলোক-অন্ধকার-সদৃশ প্রভেদ জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। রাজবিধির তারতম্য না থাকুক কিন্তু দণ্ডাজ্ঞাবিধান বিষয়ে সবিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিতা, স্বামী ও ভ্রাতা প্রভৃতিই কাল ও অবস্থাভেদে নারীদিগের প্রকৃত স্বাভাবিক রক্ষক বলিয়া আর্য্য-ব্যবস্থাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভাবিত

শারীরিক দৌর্ব্বল্য মানসিক নিস্তেজতা এবং আধ্যাত্মিক বলের হীনতা নিবন্ধন রক্ষকগণ আপনারাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। একটু স্বাধীনতা প্রদর্শন করিতে গেলেই পাত্র বিশেষের নিকট অমনি প্রহৃত তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত এবং সময়বিশেষে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। কলিকাতা-সদৃশ রাজধানীমধ্যেই দিবারাত্রি যখন মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী দেশ বিদেশীয় পুরুষগণের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতাই দৃষ্ট হয় না, প্রকাশ্য দিবালোকে বাষ্পীয় শকটে পূর্ণ মূল্য দিয়া গমনাগমন করিতে গিয়াও যখন মন্দপ্রকৃতি বিজাতীয়দিগের নিকট তুল্য অধিকার এবং মান ও সম্ভ্রম রক্ষা পায় না, তখন দিব্য-বেশভূষা-সম্পন্না যুবতী নারীদিগের স্বাভাবিক রক্ষক হইয়া স্বাধীন ভাবে ইতস্তত গমনাগমন করিতে গেলে যে পদে পদেই বিপন্ন হইতে হয়, তাহারও দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পিতার সমক্ষে কন্যা, স্বামীর সন্নিধানে স্ত্রী, ভ্রাতার অভিমুখেই ভগিনী এমন কতশত স্থলে যে উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়া থাকেন, তাহা গণনা করা যায় না। শরীরের বল, মনের বীর্য্য, অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন রক্ষকগণ, তাহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া হতমান হওত নির্লজ্জ ভাবে মূক সাক্ষীর ন্যায় কত স্থলে অবস্থান পূর্ব্বক দূরদর্শী দেশবিদেশীয় বিজ্ঞজনসন্নিধানে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। অন্য বীরপুরুষ তাঁহারদিগকে ও তাঁহারদিগের সঙ্গিনীগণকে রক্ষা করিলেন তো রক্ষিত হইল নতুবা দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না।

আমারদের হিন্দুসমাজ এখনও নারীকুলের স্বাধীন বিহারাদির প্রশ্রয় দানে সমধিক প্রস্তুত বা উন্নত হন নাই। যদিও শিক্ষিতদলের মধ্যে কতকগুলি যুবককে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত সচ্চরিত্র ও সাধু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাঁহারা শারীরিক বলবীর্য্য বিষয়ে এমনই হীন যে নারীরক্ষা দূরে থাকুক, উৎপাত উপদ্রবে তাঁহারা আত্মরক্ষায়ও সমধিক সুপটু ও সক্ষম নহেন। বিশেষতঃ বিজাতীয় শিক্ষা অনুকরণ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণতঃ বর্ত্তমানের আর্য্য-সমাজ ধর্ম্মভাব বিষয়ে বিশেষ অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবে বাক্যে এবং কার্য্যে কতক দূর অগ্রসর হইয়াছেন সত্য বটে কিন্তু স্বভাব প্রকৃতিতে এবং শক্তি সামর্থ্য ও ধর্ম্ম আচরণে ততদূর উন্নত হইতে পারেন নাই। বিজাতীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, দেশীয় মহাপুরুষগণের নিকটেও দেশ কাল ও অবস্থা-ভেদে আর্য্য-নারীগণ সম্মানিত বা প্রপূজিত না হইয়া বরং অনেক স্থলেই উপহসিত ও অবমানিত হইয়া যার পর নাই দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া থাকেন। কেবল বেশ-বিন্যাসে, আহার ব্যবহারে, বাক্যালাপে সভ্যতা দেখাইলে কি হইবে, আত্মার সংস্কারেই প্রকৃত সভ্যতা। জনসমাজের ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষতাই যথার্থ জাতিগত উচ্চতার লক্ষণ। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব থাকিলেই মনুষ্য পাপাচরণে সঙ্কুচিত হয়। ঈশ্বরে অচলা ভক্তি থাকিলে এবং তাঁহার সত্তা সন্নিকর্ষ সকল অবস্থাতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলেই তবে সে নরনারী চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, তাহা হইলেই সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সঞ্চার হওয়াই সম্ভবপর। পরলোকদৃষ্টি উজ্জ্বল থাকিলে তবেই মনুষ্য ইহলোকে পবিত্র সাধুজীবন বহন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অনেকেরই তাদৃশ ধর্ম্মভাব প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অনেকেই নিত্য নিয়মে ধর্ম্মসাধন ও উপাসনালয়ে গমন করা বা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যগত

বলিয়া পরিচয় দেওয়া প্রভৃতি অতি ঘৃণাকর ও লজ্জাকর বিবেচনা করিয়া থাকেন। অনেকেরই মুখে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা, পূজার্চ্চনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মা ও পরকালের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা আজকাল উচ্চ শিক্ষার এবং অসামান্য পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে যে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য নিবন্ধন পশুভাব প্রভৃতি অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছেন। অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার চিৎকারে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান! হৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞান ধর্ম্ম-সমন্বিত অনেকানেক সাধু যুবা সরল ভাবে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদানে অগ্রসর হইয়া বিলক্ষণ প্রতারিত হইয়াছেন এবং সবিশেষ শিক্ষা লাভ করত এখন তদ্বিষয় হইতে অপেক্ষাকৃত হস্ত সঙ্কোচ করিয়াছেন। বাহিরের দৃষ্টান্ত আচরণে এবং আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া ইহা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে সুফল লাভ হইতেছে কি না, বা ভবিষ্যতে প্রকৃত মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতে পারা যায় কি না, বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাঁহারদের হৃদয়ে ধর্ম্মশাসন ও ধর্ম্মভাব নাই—লোকলজ্জার প্রতি যাঁহারা দৃক্‌পাৎ করেন না, অন্নপান বিষয়ে যাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী, তাঁহারদিগের দ্বারা স্ত্রীরত্ন কতদূর সম্মান সমাদরে এবং বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত সেবিত হইতে পারে, তাহা সহজে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। তবে যদি কাশী মৃত্যু-নিবন্ধন শিবত্ব-প্রাপ্তি-প্রবাদের ন্যায় কোন সভ্যতম জনপদে পদার্পণ করিলে বা কোন সভ্যজাতির ভাষায় লিখিতে পড়িতে বা বলিতে পারিলেই, অথবা সভ্যজাতীয় বেশভূষা ধারণ করিলেই যদি কোন নৈসর্গিক নিয়মে তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সংযত বা দেবত্ব লাভ হয় এবং পরস্ত্রীকে জননীবৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে সামর্থ্য জন্মে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বিজাতীয় নারীকুলের স্বাধীন বিহারাদি দেখিয়া ইন্দ্রিয় সুখ-লালসা বা বিলাস-ইচ্ছা পূর্ণ করিবার প্রত্যাশায়, যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য চিৎকার করিতেছেন, তাঁহারদিগকে অনুনয় সহকারে আমরা এই বলি যে অগ্রে তাঁহারা আপনাদিগকে কন্যা পত্নী ও ভগিনীর স্বাভাবিক সুযোগ্য রক্ষক রূপে প্রস্তুত করুন, পরে ইচ্ছা হয় তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবেন। অগ্রে লোকসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মশাসন বিস্তার করিয়া পাপস্রোত মন্দীভূত করত বিচরণ-ভূমি পরিষ্কৃত ও নিষ্কণ্টক করুন, পরে যদি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন তবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। কণ্টকাকীর্ণ অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যেমন কোন ফললাভ হয় না প্রত্যুত হত-সর্ব্বস্ব হইতে হয়, তেমনি যে সমাজে সুরা অপসরা, স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারাদির দিন দিন আধিক্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর চিন্তা-বিরহে যেখানে কেবল পশুবৃত্তি ও রাক্ষসভাব প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা গৃহলক্ষ্মী সমভিব্যাহারে স্বাধীন বিহারে প্রবৃত্ত হইলে মঙ্গল কি অমঙ্গল সংঘটিত হইবে, তাহা তাঁহারাই স্থির চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখুন। ঘোর দুর্দ্দমনীয়-হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে দুর্ব্বল ভীরু নিরস্ত্র ব্যক্তিগণ গমন করিলে যাহা হয়, আমারদিগের প্রতিপদে সেই দুর্দ্দশা সংঘটিত হইতেছে। ইহার উপরে আবার অবলা সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিতে গেলে যে কি হইবে, তাহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে দশদিক শূন্য দেখিতে

হয়। প্রখর দিবালোকে, প্রকাশ্য রাজপথে গমন করিবার সময়ে কোন মদোন্মত্ত ব্যক্তিকে সন্দর্শন করিলে যখন বিংশতি হস্ত দূরে পলায়ন করিতে হয় ; চক্ষুর সম্মুখে অন্যায়রূপে অন্য ব্যক্তিকে প্রহার বা তাহার যথাসর্ব্বস্ব সংহরণ করিতে দেখিয়াও যখন শরীরের বল ও মনের বীর্য্যের অভাবে সন্তাপাশ্রু মোচন করিতে করিতে পথান্তরে গমন করিতে হয়, বা তাহার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াও তৎপ্রতি বধির হইয়া থাকিতে হয়, এবং আত্মীয় স্বজনকে সহস্রবিধ অত্যাচার উপদ্রবে প্রপীড়িত দেখিয়াও যখন উপায় অভাবে নীরবে কালাতিপাত করিতে হয় ; তখন যে আমরা কন্যা পত্নী বা ভগিনীগণের কেমন দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ সুযোগ্য রক্ষক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমারদিগের যে অধঃপতন হইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। ইহার উপরে ভারতের গৌরবনিধি—স্পর্দ্ধাস্থল দেবপ্রকৃতি সাধ্বীসতী আর্য্যনারীদিগকে ধর্ম্মপথের সহগামিনী না করিয়া বিলাসসহচরী ও পাপ-ভাগিনী করিতে গেলে দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। অতএব এই নীতিবাক্যটী সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করাই উচিত। সমর্থশ্চেৎ সমাচর। প্রথমে যোগ্য হও তবে আশা করিও।

বেদান্ত-দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

"নহু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ, ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ।"

(১) যদি বল ঐ ব্রহ্মজ্ঞানটিই জীবকৃত মানসিক ক্রিয়া, তাহাও যুক্ত নহে। কেন না ক্রিয়ার লক্ষণ ও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুর স্বরূপ জানিবার অপেক্ষা না করিয়া কোন অলৌকিক ফললাভের নিমিত্তে যে ধ্যান, উপাসনা, সাধনারূপ মানসব্যাপার তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা বিধি বা বাসনা-বিহিত ক্রিয়ামাত্র। তাহা কর্ত্তৃতন্ত্র ও চিত্তব্যাপারাধীন। তাহা করা না করা পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তাদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট নহে। তাহা আদৌ কর্ত্তৃতন্ত্রই নহে। কর্ত্তা তাহাকে জন্ম দিতে পারে না, বিধি অনুসারে সহস্র ক্রিয়া করিলেও তাহা উদিত হয় না, বাসনা তাহাকে প্রসব করিতে পারে না এবং সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, তড়িৎ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়া ও কর্ম্মপদের অন্তর্গত নহে। তাহা সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন সূর্য্যরূপ বস্তুতন্ত্র, মনুষ্যের বুদ্ধি জ্ঞান উপাসনা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান সেইরূপ ব্রহ্মরূপ বস্তুতন্ত্র কিন্তু কদাপি কর্ত্তৃতন্ত্র নহে। তাহাকে করিতে না করিতে বা অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা নামে একটি বৈদিক ক্রিয়ার প্রকরণ আছে। তদনুসারে ক্রিয়া করিলে স্বর্গ লাভ হয়। তাহার ব্যবস্থা এই যে দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, এবং যোষিৎ এই পঞ্চ পদার্থকে অগ্নি ভাবিয়া পূজা করিতে হয়। সেই অলৌকিক অগ্নি যজমানকে প্রজাকামী পিতৃগণের স্বর্গে বহন করে। এস্থলে বেদান্তের বিচার এই যে ঐ সকল পদার্থকে যে অগ্নিবুদ্ধি তাহা কেবল বিধিজন্য এবং মানস ক্রিয়া মাত্র। তাহা পালন করা না করা পুরুষের ইচ্ছা। কিন্তু অগ্নিতে যে অগ্নি-বুদ্ধি তাহা কল্পনা বা অলৌকিক বিষয়ের ধ্যান নহে। তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়। তাহা সিদ্ধবস্তু যে অগ্নি তাহারই অধীন জ্ঞান মাত্র। সে জ্ঞান বিধিজন্য নহে এবং পুরুষের অধীন বা কর্ত্তৃতন্ত্র নহে। তাহা প্রত্যক্ষ বস্তু-

১ ক্রিয়ার লক্ষণ আর জ্ঞানের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন।

তন্ত্র জ্ঞান, তাহাকে এরূপে ভাবা বা ওরূপে ভাবা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ বস্তুতন্ত্র জ্ঞান মাত্র। তুমি সূর্য্যের উদয়কালীন ছটাকে ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া ভাবিতে পার। তাহা তোমার ভাবনা, চিন্তা বা ধ্যানের অধীন। মনেতেও কোন অলৌকিক জ্যোতির ধ্যান পূর্ব্বক সেইটিকে ব্রহ্মজ্যোতি বলিতে পার। সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তাহা কল্পিত ও কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান কেবল ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুতন্ত্র। তাহা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধ্যান, বা ভাবনার বিষয় নহে। তবে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি" শ্রুতি সকল ব্রহ্মকে দর্শন শ্রবণ মননাদি করিবার উপদেশ দিয়াছেন তাহা কেবল মানবকে প্রকৃতি-স্রোত হইতে ব্রহ্মরূপ নিরাপদ ভূমির দিকে অভিমুখ করিবার জন্য। বিশেষতঃ "শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মনননিদিধ্যাসনয়োঃ" মনন ও নিদিধ্যাসন এ উভয়েরই শ্রবণের ন্যায় অবগতি মাত্র অভিপ্রায়, ক্রমবিহিত ক্রিয়া তাহার অভিপ্রায় নহে।

"তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিশেষতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি,"

অতএব কোন প্রকার বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্মকে শাস্ত্রে কহেন নাই, কিন্তু তিনি বেদান্ত বাক্যের সমন্বয় দ্বারা স্বতন্ত্র রূপে অর্থাৎ কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে। তাহাই মীমাংসার জন্য মহর্ষি ব্যাস "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সার্দ্ধ পঞ্চশত সূত্রে গ্রথিত জয়াখ্য উত্তর মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন। যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মলাভরূপ মোক্ষ ধর্ম্মক্রিয়ার অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে উক্ত মহর্ষি ঐ উত্তর মীমাংসা নামক বেদান্তদর্শন প্রকাশ করিতেন না; কেননা তাঁহার পূর্ব্বে মহর্ষি জৈমিনী "অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অবধি যে পূর্ব্বমীমাংসা নামক সূত্রসংহিতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই অভিলষিত ফল লাভ হইত। আর যদি এমত বল যে জৈমিনী সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মক্রিয়ার বিচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মসাধনরূপ ধর্ম্মক্রিয়া-প্রতিপাদক বিধিবাক্য-সমূহের বিচার করেন নাই বলিয়া ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনে তাহার সম্পূরণ করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ জৈমিনীর বিচারিত ধর্ম্ম এবং ব্যাসের বিচারিত ব্রহ্ম উভয়ই যদি ধর্ম্মক্রিয়ার অন্তর্গত হইত তাহা হইলে ব্যাসদেব "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই রূপে গ্রন্থারম্ভ করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসায় ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান ও মোক্ষরূপ ব্রহ্মবস্তুর বিচার না থাকায় ব্যাসদেব স্বতন্ত্ররূপে বেদান্তদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। যত দিন পর্য্যন্ত অন্তরাত্মা ও মুখ্য আত্মারূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হন ততদিন পর্য্যন্ত বেদবিধি সকল কার্য্যকারী হইতে পারে কিন্তু অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পর বিধি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল মিথ্যা হইয়া যায়। যেমন মলয় মারুত প্রবহমান হইলে তালবৃন্তের প্রয়োজন থাকে না, তদ্বৎ পরব্রহ্মকে দর্শনমাত্রে আর্য্যকুলসেবিত সমস্ত নিয়ম ও বিধি মিথ্যা হইয়া যায়।

(২) ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মীর আর একটী আপত্তির উল্লেখ করা গিয়াছে। যথা ব্রহ্ম শব্দটি কেবল নিষ্ফল বস্তুজ্ঞাপক। তাহার উচ্চারণে কোন ফল নাই। বিশেষতঃ শ্রুতির সে অর্থই নহে।

"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষব্যতিরেকেণ কেবল বস্তুবাদী বেদভাগোনাস্তি।"

প্রবৃত্তি বিধি বা নিবৃত্তি বিধির অঙ্গ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বস্তুবাদী বেদভাগ নাই। অর্থাৎ বেদে কেবল যাগ যজ্ঞের বিধি ও তা-

২ উত্তর পক্ষ। ব্রহ্ম নিষ্ফল বস্তু নহেন। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ।

হার ফলশ্রুতি আছে আর তদ্বিপরীত "ব্রহ্ম-হত্যা করিবে না" ইত্যাদি নিবৃত্তি-বিধি ও তাদৃশ কর্ম্মের নিন্দাবাদ আছে। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মরূপ-বস্তু-জ্ঞাপক শ্রুতি নাই। যেখানে যেখানে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহা ক্রিয়ার ফল-বোধক মাত্র, তদ্ভিন্ন কোন জ্ঞানস্বরূপ পরম বস্তুবোধক নহে। এই আপত্তির প্রতি ব্রহ্মবাদীর উত্তর এই যে বেদে যেমন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিধি ও ফল-জ্ঞাপক পুষ্পিত বাক্য সকল আছে, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ পরম বস্তু-প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহও আছে, তাহার অভাব নাই। এই বিবাদের মর্ম্ম এই যে কর্ম্মী কেবল ইহকালে ও পরকালে ভোগার্থ কর্ম্মের ফলকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করেন। সমস্ত প্রকার ফলই প্রকৃতির পরিণাম। তদ্ভোগের বাসনা কেবল ভোগ দ্বারাই চরিতার্থ হয়। কোন প্রকার প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর্ম্মীর উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্মেতে তাদৃশ জ্ঞান-দানের শক্তি নাই। কর্ম্মের ফল কেবল শারীরিক ও মানসিক ভোগ্য মাত্র। তাহাতে প্রজ্ঞা ও আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না। প্রজ্ঞা প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞান চাহে, প্রাকৃতিক ভোগ চাহে না; দুঃখের যাহা যাহা উপাদান, যাহা যাহা সমবায়ী পদার্থ, যে যে গুণ, আর যে অভিপ্রায়ে তাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই জানিতে চাহে, তৎপানে উৎসুক নহে। জীবাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তিনি শরীর ইন্দ্রিয় মনকে আমার বলিয়া যখন অভিমান করেন, তখন প্রাকৃতিক ভোগকে স্বীয় ভোগ্যরূপে স্বীকার ও প্রার্থনা করেন। নতুবা তিনি যখন জানিতে পারেন যে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, ইন্দ্রিয়গণের নিয়োগ-কর্ত্তারূপ মনও নহি, তখন কি আর তিনি প্রাকৃতিক ভোগে তৃপ্ত হইতে পারেন? অথবা কেবলমাত্র প্রজ্ঞা-সেব্য প্রাকৃতিক পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? তাদৃশ বিশুদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা স্বয়ং যে প্রকার জ্ঞানস্বরূপ, সেই প্রকার জ্ঞানের আকর-স্বরূপ পরম পুরুষরূপ পরম বস্তুর দর্শন প্রার্থনা করেন, প্রার্থনামাত্র স্বীয় হৃদয়ধামেই তাঁহাকে দেখিতে পান। সেই পরমজ্ঞানে তাঁহার ক্ষুদ্রজ্ঞান অভিবিক্ত হয়। দেহ মনাদির অভিমানী জীব প্রকৃতি-বিরচিত বা কর্ম্মজ ফল দেহমনাদি দ্বারা যে প্রকারে ভোগ করেন, বিশুদ্ধ জীবাত্মা সে প্রকারে ব্রহ্মরূপ আনন্দ ভোগ করেন না, কিন্তু জ্ঞানযোগে করিয়া থাকেন। সে ভোগ কেবল জ্ঞানেতেই পরিসমাপ্ত। ক্ষুদ্র ভোগাকাঙ্ক্ষী দেহ মনাদির তাহাতে অধিকার নাই।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

স্বয়ম্ভু বিষয়-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে হনন করিয়াছেন অর্থাৎ উন্নত জ্ঞানে অধিকার দেন নাই। এই হেতু অনাত্মভূত পদার্থ সমূহের উপলব্ধি ও ভোগাদি হয়। অন্তরাত্মার দর্শন হয় না।

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

কোন কোন ধীর ব্যক্তি প্রতিস্রোতে গমনের ন্যায় অশেষ বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত-চক্ষু হইয়া এবং অমৃতত্ব-রূপ ব্রহ্মপদ ইচ্ছা করিয়া সেই অন্তরাত্মার দর্শন পাইয়াছেন। ব্রহ্মবাদী কহেন যে বেদে যেখানে যেখানে ব্রহ্মশব্দ আছে তাহা কেবল সেই অন্তরাত্মারই জ্ঞাপক। তাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান-রাজ্যের অতীত, প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞানের অতীত, প্রাকৃতিক স্থূল সূক্ষ্ম ভোগের অতীত, যোগবলের অতীত।

(৩) পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মীকে এই বলিয়া পরাস্ত করিয়াছেন যে "ঔপনিষদমা

৩ তিনি অন্তরাত্মারূপ পরম বস্তু।

পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ” উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অন্য কিছুর অঙ্গ নহেন।

“যোঽসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽসংসারী ব্রহ্ম” ইত্যাদি।

উপনিষৎ-বেদ্য যে ব্রহ্ম তিনিই অসংসারী। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্ব প্রকার দ্রব্য পদার্থ হইতে বিলক্ষণ। পঞ্চভূত, কাল, দিক্ এবং অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি ‘স্বপ্রকরণস্থঃ’ স্বয়ংসিদ্ধ এবং ‘অনন্যশেষঃ’ স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ ক্রিয়া প্রভৃতি তাঁহার সম্পূরক নহে। তিনি নাই একথা বলা অসম্ভব। কেননা তিনি অন্তরাত্মা রূপে সকলের মুখ্য আত্মা। তাঁহার অধিষ্ঠানে আত্মবোধ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নাই বলিলে আত্মা থাকে না। সুতরাং আত্মার আত্মারূপ পরম বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যদি বল সেই পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয়, অহংজ্ঞান তাঁহাকে আমি রূপে প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং তিনি কিরূপে কেবল উপনিষদের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইবেন? অহংজ্ঞানের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা-রূপে তিনি কেন কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রতিপাদ্য হউন না? ইহার উত্তর এই যে এরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয় বা কর্ত্তা বা অহং ইত্যাকার অভিমান বশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা রূপে কথিত হন নাই। তিনি উপনিষদে “দ্বা সুপর্ণা” প্রভৃতি শ্রুতিতে কেবল অহংজ্ঞানের কর্ত্তা ও স্বকৃতকর্ম্মের ভোক্তাস্বরূপ জীবাত্মার সাক্ষীরূপে কথিত হইয়াছেন। অতএব অহংজ্ঞানের যিনি কর্ত্তা বা বিষয় তাঁহা হইতে সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা পৃথক্।

“নহি অহংপ্রত্যয়বিষয়কর্ত্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্ব্বভূতস্থএকঃ সমঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষোবিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিদধিগতঃ সর্ব্বস্যাত্মা।”

কর্ম্মকাণ্ডে জীবাত্মাকেই কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে তদীয় সাক্ষীস্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ, এক, সর্ব্বত্রসমান, কূটস্থ নিত্য পুরুষকে নির্দ্দেশ করে না। অনুমানবাদী নৈয়ায়িকদিগের তর্কসময়েও তিনি তর্কের প্রাপনীয়রূপে প্রকাশ পান না। তিনি সকলের আত্মা। সুতরাং কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। কেহ তাঁহাকে ক্রিয়া বা তর্কের বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যে বলিবে তিনি নাই, তিনি তাহারই অন্তরাত্মা। তাঁহাকে ত্যাগ বা আহরণ করা সম্ভবে না। কেননা তিনি পরমাত্মা রূপে বিরাজিত আছেনই।

“সর্ব্বংহি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি, পুরুষোহি বিনাশহেত্বভাবাদবিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ, অতএব নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ”

সর্ব্বপদার্থই প্রকৃতির পরিণাম। তৎসমস্তই বিনাশশীল। তাহারা সমুদায়ই বিনাশ পাইবে। অথবা প্রবাহরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে। কিন্তু পরম পুরুষ স্বরূপ পরমাত্মা অবিনাশী। কারণ তাঁহাতে বিনাশের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। তিনি একরূপে সদা স্থিত, কেননা তাঁহাতে পরিবর্ত্তনেরও কোন হেতু বর্ত্তমান নাই। অতএব তিনি কূটস্থ নিত্য। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বিনাশশীল বা পরিণামী নিত্য নহেন। তিনি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। এতাবতা সেই পুরুষ হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পর্য্যবসান এবং

“গন্তৄণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ।”

গন্তৃদিগের অর্থাৎ সংসারিদিগের সম্বন্ধে তিনিই পরম গতি। তাঁহার ঊর্দ্ধে আর গতি নাই।

* ‘তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি’ চোপনিষদত্ব

বিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎত্বের প্রাধান্যেন প্রকাশমান-স্বাদুপপদ্যতে।”

‘সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি’ এই যে বেদবাণি, ইহা সেই পুরুষকে প্রাধান্য রূপে উপনিষদেরই অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডেরই প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না এবং কোন কর্ম্মাঙ্গরূপেও উপনিষদে প্রতিপাদিত হন নাই। তিনি উপনিষৎরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-ভাগে সর্ব্বত্রই ভূতপুঙক্তি দিক্, কাল, কর্ত্তৃ, ভোক্তৃ, জীবাত্মা ও সর্ব্বসংসারের অতীত পুরুষ ও সাক্ষীরূপে কথিত হইয়াছেন।

“অশেষবস্তুপরোবেদভাগোনাস্তীতি বচনং সাহস মাত্রং।”

অতএব ক্রিয়াবিধির অঙ্গ ব্যতীত বস্তু-পর বেদভাগ নাই একথা বলা সাহস মাত্র।

ক্রমশঃ

নিশীথ-চিন্তা।

(৪৭০ সংখ্যক পত্রিকার ১০৮ পৃষ্ঠার পর।)

(৩১)

আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এমন অনেক বিষয় রহিয়াছে যাহা আত্মার অমরত্বে, অনন্ত আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করে। আমি যে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে পারি, ইহা আমাকে বলিয়া দেয় যে মৃত্যুর পর আমার জীবন আছে। এই যে চতুর্দ্দিকে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে ইহা একবার নিরীক্ষণ করিলে আমি আমার অনন্ত জীবনে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি যত উন্নতি লাভ করি ততই যে আমার আরো উন্নতি লাভ করিবার ইচ্ছা করে ইহা আমাকে আমার অনন্ত জীবনের সম্বাদ দেয়। আমি যে কিছুতেই হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি পাই না, আশানুরূপ সুখ পাই না, ইহা আমার অমরত্বে বিশ্বাস উদ্রেক করে। আমার যে কল্পনা-শক্তি আছে, আমি যে অনন্ত কল্পনা-রাজ্যে ইচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারি, ইহা আমাকে আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্বে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়। আমি যে উচ্চ আশা করিতে পারি, ইহা আমাকে স্বর্গের সম্বাদ দেয়। আমি যে এক চক্ষুর অদৃশ্য দেবের পূজা করিতে পারি এবং তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি, ইহা আমার হৃদয়ে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস উৎপাদন করে। সেই প্রেমই বলিয়া দেয় যে তাঁহার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না।

(৩২)

আমাদের হৃদয়াকাশে ঈশ্বর-প্রেম সূর্য্যের ন্যায় এবং পার্থিব প্রেম সকল গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। সূর্য্যের আলোকে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল আলোকিত, সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমের পবিত্র জ্যোতিতেই পার্থিব প্রেম সকল বিভাসিত। সূর্য্যালোকে বঞ্চিত হইলে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল অন্ধকারময় হয়, তেমনি ব্রহ্ম-প্রেমালোক বিনা পার্থিব প্রেম সকল অপবিত্রতার অন্ধকারে আবৃত হয়। সূর্য্যালোকই যেমন গ্রহ উপগ্রহদিগের সৌন্দর্য্যের কারণ, তেমনি ব্রহ্মপ্রেম থাকিলেই পার্থিব-প্রেম সকল পবিত্র ও সুন্দর হয়। সূর্য্যালোক না পাইলে যেমন গ্রহ উপগ্রহগণ জীবন-শূন্য হয় তেমনি ব্রহ্মপ্রেম না থাকিলে পার্থিব প্রেম সকলের প্রকৃত জীবন থাকে না। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল পরস্পর প্রতিহত হইয়া সৌর জগতের মহাবিপ্লব উপস্থিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরপ্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের পার্থিব প্রেম সকল মনোরাজ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত করে। সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল যেমন নিয়মিত থাকে, ঈশ্বরপ্রেমের অধীনে আমা-

দের পার্থিব প্রেম সকল সেইরূপ নিয়মিত থাকে।

(৩৩)

যুক্তি দ্বারা, বিচার দ্বারা, তর্ক দ্বারা ঈশ্বরকে প্রকৃত রূপে জানা যায় না। বিশ্বাস দ্বারা, প্রেম দ্বারা, ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে প্রকৃত রূপে জানা যায়। বহুকাল যুক্তিচালনা করিয়া আমরা ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, বিশ্বাস-বলে, প্রেম ও ভক্তির গুণে আমরা তাহা ক্ষণেকের মধ্যে স্থির করিতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি যতই আমাদের প্রীতি ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। ব্রহ্মপ্রীতির সহিত আমাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। ঈশ্বর যতই আমাদের প্রিয়তর হয়েন, ততই তিনি আমাদের নিকটতর হয়েন। আবার যতই আমরা ঈশ্বরকে নিকটতর রূপে জানিতে পারি ততই তাঁহার মহত্বে তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহাকে অধিকতর প্রেম অধিকতর ভক্তি করিতে থাকি। ব্রহ্ম-প্রীতি ভিন্ন উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। ব্রহ্মপ্রীতির সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ সম্বন্ধ। ব্রহ্মপ্রীতিই উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ।

(৩৪)

কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কোন কালে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে তাহার কোন আশা নাই, কোন ভরসা নাই। আমরা বলি ইহার সম্পূর্ণ আশা আছে। পৃথিবীর ইতিহাসই আমাদের হৃদয়ে এই আশার উদ্রেক করিয়া দিতেছে। ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে মানবজাতি যেমন জ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতেছে তেমনি ধর্ম্মভাবেও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি মানবজাতি ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া পুরাতন কুসংস্কার, পুরাতন ভ্রম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বস্বধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থানে একেশ্বরবাদের প্রতি—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ জন্মিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এ সকল চিহ্ন দেখিয়া আমরা এক কালে সমস্ত পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার আশা করিতে পারি। প্রতি মানব-জীবনের ন্যায় সমগ্র মানবজাতি যদি ক্রমোন্নতি-নিয়মের অধীন হয় তাহা হইলে এক কালে মানবজাতি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেই হইবে। যদি "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্য সত্য হয় তাহা হইলে এক কালে সমস্ত পৃথিবীতে সত্যপূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলব্যক্তির হৃদয়কে মুগ্ধ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

(৩৫)

যে ব্যক্তির চরিত্র পাপবিবর্জ্জিত ও পবিত্র হয় নাই, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-নীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, সে হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে না। পাপকার্য্যে যাহার মতি, পাপচিন্তার দিকে যাহার মন নিয়ত প্রধাবিত সে পুণ্যাধার ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করিবে কি রূপে? রিপুদল বশীভূত করিতে না পারিলে, অধম বাসনা নীচ কামনা সকল হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, নিষ্পাপ হইতে না পারিলে কোন ব্যক্তি হৃদয়ের সহিত প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে না। ধার্ম্মিক না হইলে প্রকৃত রূপে ব্রহ্মোপাসনা হয় না বটে, কিন্তু যে আবার অধার্ম্মিক সে, (হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা নহে, কেন না হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব,) মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিলে অথবা ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিলে তাহার মনে যে পবিত্রতার জ্যোতি প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরের

প্রতি যে ভয় ও ভক্তি-ভাবের উদয় হয় তাহা ক্রমে তাহার চরিত্রকে সংশোধন করে। অপবিত্র হইয়া পাপী হইয়া এইরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে ক্রমে তাহার আত্মায় পাপের অপবিত্রতার প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তির চরিত্র বিশুদ্ধ হইয়া আইসে এবং সে হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে। পবিত্র-চরিত্র না হইলে প্রকৃতরূপে হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করা যায় না, কিন্তু অপবিত্র হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে চরিত্র পবিত্র হয় এবং হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে শিক্ষা করা যায়। অতএব সকলের পক্ষেই ব্রহ্মোপাসনার ফল অতি মহান, অমূল্য।

(১৬)

ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের সহিত আমাদিগের অন্তবিশিষ্ট জ্ঞানের এতদূর প্রভেদ যে নানা বিষয় যাহা তাঁহার জ্ঞানানুসারে সম্পূর্ণ রূপে অনন্ত রূপে ন্যায়, আমাদের জ্ঞানে তাহা অন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়, যাহা তাঁহার জ্ঞানানুসারে অনন্ত দয়াপূর্ণ আমাদিগের জ্ঞানানুসারে তাহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

চতুর্থ ব্যাখ্যান।

(বিগত সংখ্যক পত্রিকার ১৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

চারি দিকে যাঁর, মহিমা অপার, চাও তাঁর দরশন ?
অন্তরে তোমার, সেই প্রেমাধার, বিরাজেন অনুক্ষণ।

অতুলন প্রেম যাঁর রূপ।
সৃষ্টি তাঁর হয় প্রতিরূপ।

তপন তারকা তারা, তাঁর প্রেম গায় তারা।
সরিৎ নির্ঝর বহে তাঁর প্রেম-সুধা-ধারা॥
বিকশিত ফুলকুল, তাঁর প্রেমে সদা হাসে।
আমোদিত করিতেছে তাঁহারই প্রেম বাসে॥
শিশির বৃষ্টির বিন্দু, তাঁর প্রেম-রসে ভরা।
শ্যামল-সুবমা ধরা তাঁর প্রেমে মনোহরা॥
অশনি গম্ভীর রবে তাঁরে করে সুঘোষিত।
তাঁর গুণ গান করে পাখী কিবা সুললিত॥
জননীর সুধা-স্নেহ, তিনি বিরাজিত তায়।
সতীর পবিত্র প্রেম, তাঁর প্রেম তাহে ভায়॥
প্রেমের বন্ধন—যাতে জগজন বিমোহিত।
প্রেমের সাগর তিনি করিছেন নিয়োজিত॥
সাধুর উদার প্রেম, বসুধা কুটুম্ব করে।
তাঁরি প্রেমে মজি সাধু,জানেনাকো আত্মপরে।
পৃথিবীর সুধা যত তাঁর প্রেম হোতে হয়।
সুন্দর সৃষ্টিতে তাঁর মুখচ্ছবি প্রকাশয়॥

সৃষ্টি হয় প্রতি রূপ যাঁর।
আত্মধামে দেখ রূপ তাঁর॥

চেয়ে দেখ একবার আপন অন্তরে।
মোহন মূরতি তাঁর তথায় বিহরে॥
সত্য রূপ প্রেম রূপ অমৃত স্বরূপ।
অরূপ হইয়া তাঁর রূপ অপরূপ।
বাহিরে যদিও তিনি আছেন প্রকট।
কিন্তু নাহি হন তিনি তোমার নিকট॥
যদবধি নাহি দেখ আপন আত্মায়।
যেখানে তাঁহারে সদা যোগীগণ পায়॥
আত্মার নয়নে তাঁরে কর দরশন।
চর্ম্মের চক্ষু তাতে নাহি প্রয়োজন॥
শোন শোন তাঁর বাণী আত্মার শ্রবণে।
বাহিরের কর্ণে যাহা না যায় শ্রবণে॥
করহ তাঁহারে তুমি আত্মায় গ্রহণ।
হস্ত দ্বারা নাহি হয় যাঁহার স্পর্শন॥
স্বর্গীয় অমৃত তাঁর রসনা না পায়।
সদানন্দে ভোগ কর আপন আত্মায়॥
আত্মার রঞ্জন তাঁর রূপ মনোহর।
মধুর তাঁহার বাণী অমৃত-সাগর॥
স্নেহময় হয় কিবা তাঁর আবির্ভাব।
অনিমেষ চখে ভক্ত দেখে তাঁর ভাব॥
স্নেহভরে শিশু পানে মাতা অবিরত।
থাকেন চাহিয়া যেন হয়ে অবনত॥
হেন রূপে বিশ্বমাতা পালেন আত্মায়।
কত যে করেন স্নেহ বলা নাহি যায়॥
নিরাসেন বিঘ্ন তার কাছেতে থাকিয়া।
আনি দেন কত সুখ স্নেহেতে ভরিয়া॥
তোমাতে তাঁহাতে নাহি কিছু ব্যবধান।
কেহই নিকট নহে তাঁহার সমান॥

জগৎ সংসার তাঁর মলিন দর্পণ।
নির্ম্মল অন্তরে তাঁর সুন্দর দর্শন॥

আত্মাতে আছেন যে মহান্।
তাঁর বলে আত্মা বলীয়ান॥

রথ নাভি নেমিপরে বদ্ধ যথা অর।
তেমনি তাঁহাতে আছে সব চরাচর॥
তেমনি অধীন তাঁর জীবাত্মা নিচয়।
একমাত্র তিনি হন জীবের আশ্রয়॥
আপন শরীর মাঝে জীবাত্মা যেমন।
আত্মার অন্তরে বিভু থাকেন তেমন॥
দেখিয়া বৃক্ষের শাখা পত্র ফল ফুল।
মনে নাহি করে কেহ নাহি তার মূল॥
যদিও সে মূল হয় ধরায় নিহিত।
জ্ঞানের চক্ষেতে তাহা হয় প্রকাশিত॥
সে রূপ যখন দেখি আত্মা আপনার।
বুঝি এক জন হন তার মূলাধার॥
দেখে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি ইচ্ছা জ্ঞান।
জানি যে আছেন এক পুরুষ প্রধান॥
যাঁর জ্ঞান শক্তি প্রেম অনন্ত অপার।
আত্মার যে কিছু বল কণামাত্র তাঁর॥
আত্মার ইচ্ছাটী হয় দীন হীন ক্ষীণ।
কিন্তু সে ইচ্ছাটী হলে তাঁহার অধীন॥
দেখিবে তাহার কত হইবে প্রসর।
তাঁর বলে করিবেক কার্য্য বহুতর॥
বিভু সাধিবারে কিবা মানবের হিত।
জড়েতে অদ্ভুত গুণ করেন নিহিত॥
তাঁর ইচ্ছা সেই গুণ জানিয়া মানব।
আপনার উপকারে নিয়োগে সে সব॥
সংযোগ বিয়োগ করি পদার্থ নিকর।
আপন মঙ্গল ইচ্ছা সাধিতেছে নর॥
তাড়িত সংবাদ আদি বাষ্প পোত-যান।
দুই ইচ্ছা যোগে সিদ্ধ ফল সুমহান্॥
ঈশ্বর ইচ্ছেন নর হবে জ্ঞানবান।
শারীরিক মানসিক তেজে গরীয়ান্॥
প্রকৃতির মর্ম্ম বুঝি করিয়া যতন।
সভ্যতার উচ্চ মঞ্চ করিবে গঠন॥
করিবেক ধর্ম্মচর্চ্চা নীতি সদাচার।
তাঁর নাম বিশ্বমাঝে করিবে প্রচার॥
তাঁহার ইচ্ছার সনে দাও তুমি যোগ।
হইবে তোমার কত কল্যাণ সম্ভোগ॥
আপন আত্মার প্রতি কর নিরীক্ষণ।
তিনি বিনা তৃপ্তি তার হয় কি সাধন?
শ্রদ্ধা ভক্তি যত আছে তাঁরে যদি দাও।
প্রেমপুষ্প দিয়া যদি তাঁর পদ ছাও॥
তা হলে তোমার সুখ হইবে অপার।
তখন মানিবে ধন্য জন্ম আপনার॥
আত্মার অসীম আশা কে করে বর্দ্ধন?
তিনি বিনা সেই আশা কে করে পূরণ?
তিনিই আত্মারে দেন গভীর আশ্বাস।
হইবে তাঁহার সনে চির সহবাস॥
এখনি করহ সেই সহবাস স্বাদ।
পাপ তাপ দূরে যাবে ঘুচিবে বিষাদ॥
যখন ডাকিবে তাঁরে ওহে দীননাথ।
চাহি আমি তোমা সনে করিতে সাক্ষাৎ॥
মোচন করহ মোর সংসার-বন্ধন।
লও মোরে লও এবে তোমার সদন॥
দয়াময় শুনিবেন প্রার্থনা তোমার।
দিবেন হৃদয়ে দেখা তব বার বার॥
নাশিবেন কুটিলতা মলিন অজ্ঞান।
দিবেন তোমারে তিনি তাঁর দিব্য জ্ঞান॥
বলিবেন তিনি কত অমিয় বচন।
দিবেন তোমারে গুপ্ত স্বরগের ধন॥
বলিবেন লও তুমি তাঁহার আশ্রয়।
জীবন কাটিবে সুখে যাবে মৃত্যু-ভয়॥
তাঁর সনে আলাপন, তাঁর আরাধনা।
তাঁর কাছে দীন ভাবে একান্তে প্রার্থনা॥
করিবে যখন তুমি দেখিবে তখন।
জীবনের একমাত্র তিনি রসায়ণ॥
মজ তাঁর প্রেমে কর তাঁর সহবাস।
আশা কর সুধা তাঁর না হবে নিরাশ॥

ইতি চতুর্থ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

অন্তর্জ্জগৎ কি করিব কল্পনা?

কি আশ্চর্য্য! লোকে এত দেখিয়াও শিখিল না। যুগে যুগে কত নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে যুগ পূর্ব্বে যাহা লোকের কল্পনাতীত ছিল; এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত সত্য লুক্কায়িত হইয়া আছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? মানুষ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে জগতে নূতন সত্য প্রকাশ সম্ভব অথচ সময়ানুসারে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া তাহার উপকারিতা সম্ভোগ করিতে পারে না। যে সত্য একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল অথচ কালচক্রে পুনরায় মানব চক্ষুর অগোচর হইয়াছে, মানুষ তাহাতে যে অবিশ্বাস করে ইহা অপেক্ষা মূর্খতা আর নাই। এই ভারতবর্ষে আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানবলে, তপস্যাবলে যোগবলে আধ্যাত্মিক জগতের যে সমুদয় সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন রাষ্ট্র বিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে ঋষিগণের তিরোধানে ও তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদির বিরল প্রচারের সহিত তাহা

ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা অধ্যাত্ম জগতের যে সমুদয় সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা সেই অদৃশ্য রাজ্যের মহান্ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া জড় জগৎকে অতি অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে ইহাকে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। আধ্যাত্মিক জগতের তুলনায় জড় জগৎ কি? আধ্যাত্মিক জগতের কয়েক পদ অগ্রসর হইলে জড় জগতের কত নিয়ম মানুষেরই আয়ত্তাধীন হইয়া যায়। ঐ যে ৪০ বৎসর হইল কয়েক জন কাঠুরিয়া সুন্দর বনে এক যোগীকে পাইয়া কলিকাতায় আনিয়াছিল, তাঁহার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ, তাঁহার কথা মিথ্যা নয়, গল্প নয়—এখনও কত লোক আছেন যাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই যোগী উপবেশনাবস্থায় ছিলেন, বৃক্ষের মূলে তাঁহার পদদ্বয় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দেহে যে প্রাণ আছে এমন কেহ বুঝিত না! এই ঊনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত জ্ঞানালোককেই যাহারা সর্ব্ব প্রকার সত্য নির্দ্ধারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করে, এমন দুই নির্ব্বোধের হস্তে এই যোগী পতিত হন। চীৎকার করিয়া, আঘাত করিয়া তাঁহার হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে চেতন করিতে অসমর্থ হইল, দুইবার রাত্রিকালে তাঁহার গলায় দড়ী দিয়া গঙ্গার গভীর জলে তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল তথাপি তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল না; অবশেষে এই শিক্ষিতাভিমানীগণ এক জন কলুষিতচরিত্রা রমণীকে এই যোগীর পবিত্র শরীরের উপর রাখিয়া দিল। যোগীর যোগ ভঙ্গ হইল। চেতনা পাইয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন না, তিনি খেদের সহিত বলিলেন 'কেন আমার যোগ ভঙ্গ করিলেন আমি আপনাদিগেরতো কোন ক্ষতি করি নাই।" তাহাকে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ান হইয়াছিল। যোগীর শরীরে তাহা সহিল না, যোগী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই যে এক জন যোগীর কথা শুনিলাম তদ্দ্বারা আমরা কি শিক্ষা করিতেছি? মানুষকে পরমেশ্বর এমন ক্ষমতা দিয়াছেন যদ্দ্বারা সে ভৌতিক জগতের কোন কোন নিয়মাতিক্রান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের মহাসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে। যোগীর আত্মা দেহকে তুচ্ছ করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়াছিল। এই সকল যোগীগণ ঘোর রবে আমাদিগের নিকট সাক্ষী দিতেছেন এই জড়জগৎ ভিন্ন আরো জগৎ আছে, এই জড়জগতে অবস্থান করিয়াই আমরা সে জগতে গমন করিতে পারি, সে জগতে সুখে অবস্থান করিতে পারি। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আমরা নাস্তিক সংশয়বাদী ও জড়বাদী হইয়া যাইতেছি, আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ধর্ম্মশাসনে আমরা আকার ছাড়া যে নিরাকার জগৎ থাকিতে পারে তাহাতে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। সংসার, সংসার, সংসার এই সময়ের এই এক মাত্র চিৎকার; বিদ্যুতের বিবিধ গুণ আবিষ্কার কর, মানুষের পার্থিব সুখ সৌভাগ্য ও সুবিধার উন্নতি কর, বর্ত্তমান সময়ের এই এক মাত্র চেষ্টা। জড় জগতের উন্নতি সাধনে চেষ্টা কর সে ভাল, কিন্তু জড় জগৎ অপেক্ষা আমাদিগের ঘনিষ্টতর, নিকটতর, শ্রেষ্ঠতর যে আধ্যাত্মিক জগত তাহাকে ভুলিয়া যাইও না। শরীর ও শরীরের ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বস্ব জানিয়া যে তাহারই পদসেবায় দিবানিশি ব্যস্ত থাক, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ জন্য যে দিবানিশি চেষ্টা করিয়া থাক, এ সকল কি আধ্যাত্মিক শক্তির তুলনায় হীন নহে? একটী কথা মনে রাখিও আর্য্য ঋষিগণ এক জন নন দুই জন নন শতসহস্র ঋষিগণ এই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষে নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরকে জীবন্ত জাগ্রত ও জ্বলন্তরূপে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্গণ ঈশ্বরকে ত উড়াইয়া অনেক দিন দিয়াছেন, এখন তাঁহারা নিজে আছেন কি না তাহার তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া এই গভীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আত্মা নাই, আমরা জড়যন্ত্র মাত্র। তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় যদি আত্মাদ্বারা আত্মাকে ও পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারিতেন তাহা হইলে আর এ প্রকার মহাভ্রমে পতিত হইতেন না। আমরা এমন মূর্খ যে, প্রাচীন পিতৃপিতামহাদির সাক্ষীতে অশ্রদ্ধা করিয়া সে দিনের বালকবৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্দিগের পদানুসরণ করিয়া বলিতেছি, আত্মা নাই, পরমাত্মা নাই, সকলই জড়যন্ত্র। ঈশ্বর-কৃপাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে অন্য প্রকার শিক্ষা দিতেছেন। ব্রাহ্মগণ আধ্যাত্মিক জগতের সত্ত্বায় বিশ্বাস করিয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক জগতের নূতন সত্য সন্দর্শন করিতেছেন। এমন দিন ঈশ্বরের কৃপাতে আসিবে এবং তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন সমুদয় এখনই প্রকাশিত হইতেছে, যে দিনে মানবমণ্ডলী জড়জগৎ অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে আধ্যাত্মিক জগতের সত্ত্বায় বিশ্বাস করিবে। যে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ দেখিয়া লোকের প্রাণ ভীত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতের সে নূতন ঘটনা দেখিয়া সে ভয় কাটিয়া যাইবে।

আস্তিকতা ও ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

২১ মাঘ, মঙ্গলবার—অদ্য ইংরাজী সম্বাদপত্রে Trades Association সভার থানার বক্তৃতা পাঠ করি। সে গুলি অতি ঔৎসুক্যজনক ও উৎকৃষ্ট। ইংরাজের প্রাণ যেমন আহারের পর খুলে এমন অন্য সময়ে নহে।

২২ মাঘ, বুধবার—অদ্য সন্ধ্যার সময়ে শিক্ষকদিগের বাসায় যাই তথায় উত্তম বিষয়ে কথোপকথন ও গল্প হয়। অ, বাবু গল্প করিতে বিলক্ষণ পটু। গল্প গুচাইয়া করার জন্য বিশেষ পটুতা চাই। বলিবার দোষে গল্প খারাব হইয়া যায়।

২৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার—অদ্য ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্তের প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা" পাঠ করি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগের পুরাণ হইতে সত্য পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই চেষ্টা অতীব প্রশংসাযোগ্য। আমার বিশ্বাস এক একটি বৃক্ষ যেমন একটা এরূপ লতায় পরিবেষ্টিত থাকে যে নিজ বৃক্ষকে দেখা যায় না সেইরূপ আমাদিগের পুরাণে সত্যপুরাবৃত্ত রূপক-লতাপুঞ্জ দ্বারা আবৃত আছে। সেই লতা ছাড়াইয়া সত্য পুরাবৃত্তে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কেদার বাবু পূর্ব্বে ইউনিটেরিয়ান ছিলেন। এক্ষণে একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া চৈতন্যমতাবলম্বী হইয়াছেন। যিনি একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া আপনার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন তিনি সম্মানের উপযুক্ত। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন এজন্য যথেষ্ট সম্মানযোগ্য।

২৬ মাঘ, রবিবার—অদ্য অপরাহ্ণে স্কুল গৃহে কথোপকথন সভা হয়। আমি কথোপকথনের সাহায্য স্বরূপ তাহার পূর্ব্বে হিন্দুজাতির ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি। আমি ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য সাধন, রাজনৈতিক বিষয়ের ঐক্য সাধন এবং সামাজিক বিষয়ের ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি। ধর্ম্ম বিষয়ের ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি যে কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচলিত সংশয়বাদ সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। উহা ধর্ম্ম নহে। একটি ধর্ম্ম আবশ্যক। হিন্দুসমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুসমাজের বিদ্বান লোক ব্রাহ্ম হইতে ও অবিদ্বান লোক পৌত্তলিক থাকিতে পারে কিন্তু দুই শ্রেণীই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও সাকারউপাসনা উভয়ই হিন্দু ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের সার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য সকল ঐক্য স্থাপনের মূল। কতকগুলি ব্রাহ্ম যে আপনাদিগকে হিন্দু বলেন না ইহা আমাদিগের দেশের সম্বন্ধে একটি মহা বিপদ জ্ঞানকরা কর্ত্তব্য। সামাজিক ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি যে আমাদিগের মধ্য হইতে প্রদেশীয় বিদ্বেষ ভাব দূরীকৃত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীকে, হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীকে, এমন কি বঙ্গদেশের এক অংশের লোক আর এক অংশের লোককে যেমন বিক্রমপুরের লোক ময়মনসিংহের লোককে কলিকাতার লোক মেদিনীপুরের লোককে ঘৃণা করে। এই বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া প্রীতিভাব সঞ্চারিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রীতিভাবের সঞ্চারের প্রথম উপায় পরস্পরের মানসিক অভাব পরস্পরের দ্বারা মোচন করা এবং দ্বিতীয় উপায় উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া। বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতা হিন্দুস্থানীর বলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ দ্বারা নিরাকৃত ও হিন্দুস্থানীর নিশ্চেষ্টতা ও আন্দোলন-প্রিয়তার অভাব বাঙ্গালীর আন্দোলন-প্রিয়তার (বাঙ্গালী জাতি হুজুকে জাতি) দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুস্থানী লালা ও বাঙ্গালী কায়স্থের মধ্যে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ অত্যন্ত প্রার্থনীয়। হিন্দু জাতির ঐক্য সাধনের অমূল্য ফল ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। এই বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।*

২৯ মাঘ, বুধবার—অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে অ বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহার সহিত "Pantheism" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি বলিলাম যে আমি নিজে "Pantheist" নহি, তথাপি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে "Pantheismকে" আমরা এত ভয় করি কেন? যেন যাঁড় গুঁতুতে আসিতেছে। যদি "Pantheism" সত্য হয় তবে কেন আমরা "Pantheist" হইব না? খ্রীষ্টিয়ান মিসনরিরা আমাদিগের মধ্যে এই ভয়ের প্রথম সঞ্চার করেন কিন্তু বাইবলেও তাঁহারা যাহা "Pantheism" বলেন তাহা আছে। "In Him we live, move and have our being." "Who filleth all in all"। এইরূপ "Pantheism"এ এবং আমাদিগের উপনিষদের "Pantheism"এ আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে আমার বিশ্বাস নাই।

২ ফাল্গুন, শুক্রবার—অদ্য সন্ধ্যার সময় প্রধান শিক্ষকের বাসায় যাই। সেই খানে অনেক বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। ইহাঁরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই খানে আসেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে অনেকে ব্রাহ্ম ছিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে ব্রাহ্ম নহেন তাঁহারদিগকে আমি ফেরার ব্রাহ্ম বলিয়া থাকি। অ বাবু পরলোকগত কাশীশ্বর মিত্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অ, বাবুর বাটী চুঁচুড়া। কাশীশ্বর বাবু তখন হুগলির সদরআলা ছিলেন। অ, বাবু বলিলেন তিনি সকল সমাজে যাইতেন কিন্তু কখন চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই। চ, বাবু বলিলেন যে তিনি পাটনায় বাবু ঈশানচন্দ্র সিংহের ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন। শ্যা, বাবু বলিলেন যে তিনি কেশব বাবুর সংকীর্ত্তনে বাহির হইতেন ও দুই একবার উৎসব দিবসে উপবাসও করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে বঙ্গদেশে প্রায় এমন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নাই ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাঁহাদিগের কখন না কখন এক

---

* এই বক্তৃতার মর্ম্ম ৫১ ব্রাহ্ম সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে হিন্দু জাতির ঐক্য সাধন শিরস্ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

সময় সংস্রব না ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে সে সংস্রব স্থায়ী হয় না।

৪ ফাল্গুন, রবিবার—অদ্য দুই প্রহর তিনটার সময় প্রধান শিক্ষকের গৃহে কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে Pope's Essay on Criticism হইতে কিয়দংশ Dryden's Alexandder's Feast সম্পূর্ণ এবং Shakespeare's Macbeth খানিক পাঠ করি। আমারদিগের শিক্ষক পুরাতন হিন্দু কলেজের Captn Richardson যেমন এই সকল কবিতা পাঠ করিতেন সেই রূপ পাঠ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। Captn Richardsonকে স্মরণ হইলে মন কি উদ্বেলিত হয়। অমন ইংরাজী কবিতা পাঠক ও ব্যাখ্যাতা ও অমন অমায়িক লোক আমরা কখন দেখি নাই। সভায় হুগলির একটি উকিল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে ছয় আনা সংশয়বাদী ও দশ আনার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাস অবিশ্বাস মাত্র। মুসলমানদিগের মধ্যে নিরূপিত সময়ে নমাজ প্রথা থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি ধর্ম্মবন্ধন আছে, এরূপ ধর্ম্মবন্ধন আমাদিগের মধ্যে না থাকা কি দুঃখের বিষয়। কি প্রকারে ধর্ম্মবন্ধন হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি বলিলাম যে উপাসনা প্রণালী ও ধর্ম্মবন্ধনের অন্যান্য উপায় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিলেই হয়। অদ্য বৃষ্টি হয়। কর্ণ রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ কর্ণে কিছু শুনিতে পাই না। এক মাস হইল পুনর্ব্বার কর্ণরোগ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ?	/০
বিবিধ প্রবন্ধ (নব প্রকাশিত) ...	১৲
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা (নূতন সংস্করণ)	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ...	৷৹
আত্মোৎকর্ষবিধান ...	১।৵০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার ...	৴৫
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ...	৴৫
সঙ্গীত হার	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত	/১০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য	॥০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	।০
মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৵০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion	„	12	„
Science of Religion	„	4	„
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	„	„
Who is Christ ?	„	„	6,
Brahmo Catechism	„	1	„

২৫ টাকা কমিশন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ...	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ...	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২॥৵০
বেদান্তপ্রবেশ	৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৸০
স্মৃতি	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥/০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৵০
গৃহকর্ম্ম	৶/০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৵৫

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	„
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism ?"	3	„
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০

মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম ও ২য় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	५০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	/১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	/১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৶০
কুমারশিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴১০
প্রভাত-কুসুম	৶১০
ধর্ম্মদীক্ষা	৴১০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৴১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ ...	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৴১০
উপদেশ	৫
দুর্গোৎসব	৴১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴১০
সঙ্গীত মঞ্জরী	/০

	Rs	As	P.
Ontology	1	,,	,,
Hindoo Theism	,,	,,	6
Theist's Prayer Book	,,	,,	6
Signs of the Times	,,	,,	6

		As.	
Doctrine of Christian Resurrection	,,	1	,,
Physiology of Idolatry	,,	1	,,
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	,,	4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৵১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৴১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭০, ১৭৭৪, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়ায় তাঁহার স্থানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সমাজের টাকা প্রভৃতি যিনি যাহা পাঠাইবেন তাহা এখন প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নামে না পাঠাইয়া হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক।

"বিবিধপ্রবন্ধ" (নব প্রকাশিত) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত মূল্য ১ এক টাকা।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় "শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ" শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪৭৫ সংখ্যা   ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩   শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৫৩ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১১ মাঘ মঙ্গলবার।

প্রাতঃকাল।

উদ্বোধন।

যিনি নিখিল জগতের অধীশ্বর, যিনি আমাদিগের পিতা মাতা সর্ব্বসুখদাতা, যিনি প্রতি নিমেষে অজস্র ধারে করুণা বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে নিয়ত রক্ষণ ও পালন করিতেছেন যিনি আমাদিগের প্রত্যেকের গৃহ-দেবতা, আত্মার স্বামী, যিনি প্রতিজনের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া তাহাকে তাঁহার অমৃতময় মঙ্গলময় পথে আকর্ষণ করিতেছেন—যিনি প্রতি আত্মাকে এমন করিয়া তাঁহার প্রেম-সুধা বিতরণ করিতেছেন—এমন করিয়া প্রতি আত্মার মোহান্ধকার নিরসন করিতেছেন যে জগতে সেই আত্মাটাই যেন তাঁহার এক মাত্র যত্নের ধন—যিনি আত্মার রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতু—যিনি ভিন্ন আত্মার প্রেম-ক্ষুধা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না—যিনি "এখনো যেমন আমাদিগের পিতামাতা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পিতা মাতা থাকিবেন", আমরা সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, অশেষ মঙ্গলালয়, পরমেশ্বরের পূজা করিতে সম্বৎসর পরে এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। আইস সকলে মিলিয়া হৃদয়-থাল ভরিয়া ভক্তি-পুষ্প-হার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি।

পাতুরেঘাটা নিবাসি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

উপদেশ।

অদ্য ব্রাহ্মসমাজ ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষে পদনিক্ষেপ করিতেছে। ইহা দেখিয়া কি আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে না? এই ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তার ও কার্য্য-ফল দেখিয়া আমাদের সে আনন্দ কি দ্বিগুণিত ও চতুর্গুণিত হইতেছে না? কয়েক বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশের চতুঃসীমা মধ্যেই আবদ্ধ ছিল কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে ইহা এক্ষণে শুদ্ধ বঙ্গদেশে নয়, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত ও পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচলিত হই-

তেছে। এক্ষণে শত শত নর নারী ইহারই কল্যাণে বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান পরম্পরা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জন্ম সফল করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। সকলের পরমারাধ্য এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এই দুইটীই ইহার প্রধান অঙ্গ। যাহাতে মানবকুল শারীরিক ও মানসিক তেজে বলীয়ান্‌, জ্ঞান ও ধর্ম্মে গরীয়ান্‌ হয়, কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতি সংসাধন করিতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহৎ উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রভাবে একদিন ভারতের বিভিন্ন জাতি সমূহ একসূত্রে মিলিত হইয়া ভারতভূমির মঙ্গলকল্পে বদ্ধপরিকর হইবে, এই ধর্ম্ম কালে ভারত-দুঃখ-রজনীর তরুণ-বিভাকর-সদৃশ হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধীনতা প্রভৃতি দেশময় বিকীর্ণ করিবে এ আশা দুরাশা নহে।

ধর্ম্মমেঘমিমংপ্রাহুঃ * * *
বর্ষত্যেষ যতোধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥

ব্রাহ্মসমাজ ভারতাকাশে বর্ষাকালীন মেঘসদৃশ উদিত হইয়া সহস্রধারে ব্রাহ্মধর্ম্মামৃত বর্ষণ করিতেছে। যিনি এতদ্দেশে এই অশেষ কল্যাণের নিদান পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন সেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে অদ্যকার উৎসবে একবার কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করি। রাজা রামমোহন রায় স্বীয় জন্মভূমির দুঃখ দারিদ্র্য দূর ও শ্রী সৌভাগ্য সমুন্নতি জন্য যে যে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে এই মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন একটী প্রধান। তাঁহার কীর্ত্তি শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন প্রবর্দ্ধমান হইতেছে। ইহার বিমল কিরণ চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছে। সেই মহাত্মার মহৎ দৃষ্টান্ত লোকের অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কবে তাঁহার সদৃশ উন্নতমনা জ্ঞানগম্ভীর প্রতিভা-সম্পন্ন লোক বহুল পরিমাণে এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবে।

কি নিমিত্ত এই ১১ মাঘের পবিত্র মহোৎসব? তাহা এই জন্য যে আমরা অদ্য এখানে আসিয়া করুণাময় পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি ও ভক্তি উপহার প্রদান করি, আমাদিগের হৃদয়-ধামে একটী সরোবর খনন করিয়া তাহাতে তাঁহার অমৃতবারি এরূপে সঞ্চিত করিয়া রাখি যে সম্বৎসর কাল—চিরজীবন তাহা আমাদিগের উপজীব্য হইবে, এমত দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হই যে সংসারের ধন মান প্রভৃতি কিছুতেই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। অদ্য যেন আমরা এখানে প্রতীতি করি যে তাঁহাকে সম্ভোগ করাই আমাদিগের জীবন ও তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ও সংসারাসক্তিই আমাদিগের মৃত্যু। অদ্য যেন তিনি আমাদিগকে এমত বিশ্বাস প্রদান করেন, যে তাঁহা ছাড়া যে জীবন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা ঘন বিষাদে পরিপূর্ণ। আমরা এখানে তাঁহাকে পাইলেই জীবনের চূড়ান্ত সম্পদ প্রাপ্ত হই।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌ স্থিতোন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর যে কোন বস্তুর লাভ তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাঁহাকে লাভ কর, তাঁহাতে নির্ভয়ে স্থিতি কর, সংসারের ঘোরতর দুঃখও তোমাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না।

যাঁহার উদার সদাব্রত আমরা অবিরত ভোগ করিতেছি যাঁহা হইতে আমাদিগের জীবন ধন সুখ সম্পদ, অদ্য হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন আর জীবন যাপন না করি,

তাঁহাকে যেন অনুতাপ ও ক্রন্দন সহকারে বলি যে "বিষয়-মায়া-জালে রহিব না ভুলে আর", প্রাণের সহিত তাঁহার নিকট অদ্য প্রতিজ্ঞা করি যে আজ অবধি "হৃদয়ে রাখি দিব তোমায় ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে।"

হা। তাঁহার প্রেম দয়া স্মরণ করিলে তাঁহাকে প্রীতি করিতে তাঁহার প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিতে কি মনে প্রবৃত্তি হয় না ?

এষহ্যেবানন্দয়াতি।

তিনি অজস্র প্রীতি সহকারে আমাদিগকে কতই আনন্দ প্রদান করিতেছেন। তিনি প্রেম-সমুদ্র। তাঁহার প্রেম তাঁহার করুণা তাঁহার স্নেহ বাক্য ও মনে ধারণা করা যায় না। তিনি নিয়তই আমাদিগকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, প্রতিনিয়ত আমাদিগের যথার্থ মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহার অমৃতময় পথে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী। আমরা তাঁহার স্নেহ কি বুঝিতে পারিব ? অবোধ শিশু পার্থিব মাতার স্নেহ কি বুঝিতে পারে ? তিনি পার্থিব পিতা মাতার মনে যে আশ্চর্য্য প্রেম ও স্নেহ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা তাঁহার অপার গম্ভীর সুকুমার প্রেম ও স্নেহের কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। রসোবৈ সঃ তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। বিষয়-সুখে আত্মা প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, তিনিই তাহার তৃপ্তির স্থল। তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া তাঁহাকে প্রেম-দৃষ্টিতে দেখিয়া যখন আমরা তাঁহার প্রিয় কার্য্যে রত থাকি, তখনই আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি, তখনই পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ, পরম সম্পদ্, পরম শান্তি সম্ভোগ করি। তিনি আমাদিগের জীবনের জীবন, জীবনের রসায়ন। তাঁহাকে না পাইলে জীবন অর্থশূন্য নীরস অন্ধকারময় হইয়া যায়। তিনি চিরন্তন ধন। সাংসারিক যে কিছু ধন সম্পত্তিতে আমরা এত মমতা করি, সে সমুদায়ের সহিত আমরা এককালে বিচ্ছিন্ন হইব কিন্তু তাঁহার সহিত আমাদের যোগ চিরকালই নিবদ্ধ রহিবে। আমরা যত তাঁহাকে উপার্জ্জন করিব, তাঁহার আনন্দ-প্রেম-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যাস করিব, ততই তিনি আমাদিগের প্রতি জনের আপনার আপনার হৃদয়ের প্রাণের অমূল্য ধন হইবেন। তিনি আমাদিগের চিরকালের সম্বল। আমরা যদি এখানে তাঁহাতে নির্ভর করিয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করি, তবে পরলোকেও তাঁহাতে অবস্থান করিতে পারিব। মৃত্যু সময়ে আর সমুদয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে লইয়া পরলোকে প্রবেশ করিব ও তাঁহাকে অনন্ত কাল উপভোগ করিব। তিনি বিপদ্-ভঞ্জন অভয়দাতা। মাতা যেমন সন্তানকে কখনই গরল প্রদান করিতে পারেন না, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে কখনই বিনাশ করেন না। পাছে আমরা বিপদে পড়ি এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে কতই সাবধান করেন। আর যদি আমরা ঘোর বিপদে পতিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই তাহা হইলে তিনি অভয় দান করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তিনি তখন আমাদিগকে বলিতে থাকেন, যে তাঁহা হইতে বিচ্যুতিই আমাদিগের প্রকৃত বিপদ, যতক্ষণ আমরা তাঁহার প্রসন্ন অতুল প্রেমানন দেখিতে পাই ততক্ষণ বিপদ কি করিতে পারে ? তিনি মৃত্যু-ভয়-হরণ, তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট থাকিলে মৃত্যু কিছুই ভয় দিতে পারে না, বরং তাহা অমৃতের সোপান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি ভবতারণ, ভব ভয়ের প্রশমন, ভবার্ণবের কাণ্ডারী। তিনি ভেলাস্বরূপ হইয়া তাঁহার

সাধকদিগকে সংসারের মোহতরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া তাঁহার অভয় কূলে লইয়া যান। যে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি তাহাকে সংসারাসক্তি মোহ কুটিলতার পাশ হইতে বিমুক্ত করেন—তিনি তাহাকে ধর্ম্মামৃত প্রেমামৃত প্রদান করিয়া চরিতার্থ করেন। তিনি অমৃতের সেতু, তিনি আমাদিগের জন্য অমৃতের দ্বার নিয়ত উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মুক্তিদাতা। আমরা যদি চাতকের ন্যায় তাঁহার নিকট একান্ত মনে মুক্তি প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তিনি এই খানেই তাহা আমাদিগকে প্রদান করেন, এই খানেই আমাদিগের হৃদয় স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়া দেন—তাঁহার প্রতি প্রেম, তাঁহার সৃষ্ট লোকের প্রতি প্রেমে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়—প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক তাঁহার সহবাসে আমরা সংসারের কার্য্য করিতে থাকি। তিনি অধমতারণ পতিত-পাবন! আমরা মোহবশে কতবার অপথে পদার্পণ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিতেছি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। আমরা যখনই অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার দ্বারের ভিখারী হইয়া দীন ভাবে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়াছি, তিনি তখনই আমাদিগের পাপ তাপ মার্জ্জনা করিয়াছেন, আমাদিগকে ধর্ম্মবল দিয়াছেন, আত্মপ্রসাদ দান করিয়া আমাদিগের সমুদয় ক্ষোভ বিদূরিত করিয়াছেন। তিনি অগতির গতি, অনাথের নাথ। সকলের ঘৃণিত অপমানিত ঘোর পাপীও যদি তাঁহার শরণাপন্ন হয় তবে তিনি তাহার পাপভার হরণ করেন, তাহার অশ্রু বিমোচন করেন, তাহাকে হস্ত ধারণ করিয়া পুণ্যের দিকে লইয়া যান। তিনি শান্তি-নিকেতন। যেমন পক্ষি-শাবক ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় জননীর পক্ষপুটে আশ্রয় লয়—যেমন শিশু সন্তান ভয়ার্ত্ত হইলে মাতার ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, সেইরূপ আমরা যখন বিষয়চিন্তনে বিষয়ী লোকের সহিত আলাপনে, পাপপ্রবৃত্তির নির্যাতনে অধীর ও শান্তিহারা হইয়া তাঁহার নিকটে কাতরচিত্তে শান্তি প্রার্থনা করি তিনি অকাতরে তাহা প্রদান করেন। তিনি হৃদয়ে সমাসীন থাকিয়া হৃদয়ের সমুদায় রোগ চিরপোষিত পার্থিব কামনা সকল বিনাশ করেন, তিনি যে শান্তি প্রেরণ করেন তাহা অতীব মনোহর, অতীব মধুর, অতীব রমণীয়। সে শান্তি অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর ভোগ আর কিছুই নাই। যিনি প্রেমঘন তাঁহার কথা আর কি বলিব? তাহার এক নিমেষের করুণা আমরা কি গণনা দ্বারা শেষ করিয়া উঠিতে পারি? আমাদের শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু, প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল, প্রত্যেক শিশিরকণা, হৃদয়ের প্রত্যেক ধর্ম্মের ভাব তাঁহার করুণা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। পর্ব্বত-শিখর যেমন সূর্য্যরশ্মিতে দীপ্তিমান, নদীতট যেমন জ্যোস্নাতে শোভমান, তেমনি আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ তাঁহার করুণালোকে প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছে। যিনি আমাদিগের এমন হিতকারী বন্ধু, প্রেম সৌন্দর্য্যে মঙ্গলে যাঁহার সমান আর কেহ নাই তাঁহাকে কি আমরা ভুলিয়া থাকিব? কবে তিনি আমাদিগের নয়নাভিরাম প্রীতির আস্পদ মানস-কমলের সূর্য্য হইবেন, চিত্ত-বিহঙ্গ কবে তাঁহাকে পাইয়া মোহ-নিশার অবসানে অন্তঃস্ফূর্ত্ত মধুর সঙ্গীত দ্বারা স্বীয় অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিবে।

হে প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বর! আমাদের জীবনের যে কোন অবস্থা যে কোন সময়ের প্রতি নেত্রপাত করি সেই অবস্থা ও সেই সময়ে দেখি যে তোমার প্রেম মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিয়াছে, আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া গিয়াছে। তো-

যার পথে আসিতে কত রাশি রাশি বিঘ্ন কত রাশি রাশি প্রতিবন্ধক আমাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। হৃদয়ের পোষিত দুষ্প্রবৃত্তি, সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থা প্রভৃতি কত বিষয় আমাদিগকে তোমার পথে যাইতে দেয় না, তোমা হইতে বিমুখ করিয়া আমাদিগের জীবন শূন্যপ্রায় করিয়া রাখে। আমরা নিতান্ত দীন হীন ভাবে কালযাপন করি। কিন্তু তোমার কি দয়া কি করুণা ক প্রেম, তুমি আমাদিগকে এমন বল দি তছ যে আমরা তোমার সহিত সহবাস-ব নত অমৃতানন্দের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতে হ। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছ। ম র ন্যায় স্নেহ করিতেছ, পিতার ন্যায় রক্ষ - তেছ, গুরুর ন্যায় উপদেশ দিতেছ, অসাড় হইয়া পড়িলে তাহাতে অমৃ সিঞ্চন করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত তেছ। তোমার সমান আমাদের অ আছে? আমরা মনে করিলেই তে পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইতে রি, সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও মার সহবাসে চরিতার্থ হইতে পারি। হে য়ের ধন! তুমি হৃদয়ে অনবরত রহিয়াছ, কিন্তু তোমাকে না দেখিতে পাইয়া আমাদের আশা ভরসা কামনা কার্য্য অযথারূপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। হে দয়াময়! তুমি আমাদের নিকট দর্শন দাও, তোমার প্রেম-মুখ আরো অধিকতররূপে যেন আমরা দেখিতে পাই, যেন তোমার প্রেম-দৃষ্টির প্রতি আমাদের প্রেমদৃষ্টি নিপতিত হয়, আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের পাপ-প্রবৃত্তি সকল সংদমিত কর, তোমার কার্য্য আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে করিতে বল দাও, আমাদিগকে তোমার পথের পথিক কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভয়রোঁ।—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে কিবা জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
দেখরে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহেনা
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে
আয়রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে!
কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এজনে,

হাত ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃতভবনে।

সায়ংকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া প্রদীপ্ত উৎসাহের সহিত তেজোময় ও মধুময় বাক্যে একটী সা-রগর্ভ জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাগিনী কর্ণাটী ঝিঁঝিট্—তাল কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননি।
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে, জানি গো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

রাগিনী কর্ণাটি খাম্বাজ—তাল কের্‌তা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত-সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল ;
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয়।

বেদান্ত-দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

* কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের মীমাংসকেরা যে কহেন "তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং" বেদের অর্থ কর্ম্মজ্ঞান মাত্র, একথা কেবল কর্ম্মী-দিগেরই অধিকার-দৃষ্টিতে উক্ত হইয়াছে।

" তৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভি-প্রে ংং দ্রষ্টব্যং"।

তাহা কেবল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারই অন্তর্গত। অত ব শাস্ত্রের যে সমস্ত প্রবর্ত্তক বিধি ও নি ক বিধি আছে তাহাতেই তাদৃশ বাক্যের উ া। কেবল সেই অধিকার পক্ষে উহা অ প্রত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। ন "প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি মাত্রই ে আছে," আর "কেবল সেই জন্যই ে প্রামাণ্য" এবং "ক্রিয়াসম্বন্ধ শূন্য বেদের প্রামাণ্য থাকে না" এরূপ করিলে বেদের অনেক উপদেশের আন গ্য উপস্থিত হইবে। কেন না ক্রি-য়ার ঙ্গ বিন্দুমাত্র সংশ্রব না রাখিয়া বেদ অনে স্থলে অনেক বস্তুর উপদেশ করেন। যথা ণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ৃথিবী, চন্দ্র, পর্জন্য, ওষধি, বনস্পতি, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি। এতাবতা

"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতঞ্চেৎ বস্তূপদিশতি ভব্যার্থত্বেন কূটস্থং নিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি কো-হেতুঃ ? নহি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি।"

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যতিরেকে যদি ঐরূপ ভূত পদার্থের উপদেশ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে নিত্য ভূত বস্তু যে কূটস্থ, সর্ব্বভূতস্থ আত্মা তাঁহার উপদেশ বেদে কেন না থাকিবে ?। ভূত বস্তুর উপদেশের নাম ক্রিয়া হইতে পারে না। যাঁহা হইতে এই অনিত্য ও

---

* বেদ যে কেবল ফলশ্রুতিতেই পূর্ণ এমত নহে। কিন্তু তাহাতে বিস্তর বস্তুজ্ঞাপক শ্রুতি আছে। তথা বস্তুর জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

পরিবর্ত্তনশীল ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম। তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনি সর্ব্বকালে সমান এবং স্বয়ং প্রকাশমান। অন্যান্য সমস্ত বস্তু তাঁহাতে আশ্রিত। সমস্ত চেতন পদার্থদিগের তিনি চিৎস্বরূপ। সেই চিৎস্বরূপ সদ্‌বস্তু কাহারও আশ্রিত, কোন সাধনের ফল, বা অন্য কোন পদার্থের প্রকাশিত নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মানাত্মবিবেকে কহিয়াছেন,

"চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিতসর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে।"

অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব। (রা, মো, রা)। জীব মিথ্যাজ্ঞানে আবৃত আছেন। সেই পরম-বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদে এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্ববস্তুর অতীত রূপে সেই স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ প্রেমস্বরূপ অন্তরাত্মাস্বরূপ পরমবস্তুর উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাতে বস্তুধর্ম্মত্ব ব্যতীত কিছু মাত্র ক্রিয়াধর্ম্মত্ব নাই। জ্যোতি যেমন সূর্য্যের বস্তুধর্ম্ম; জ্ঞানস্বরূপত্ব, প্রেমস্বরূপত্ব প্রভৃতি সেইরূপ ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম। জ্যোতি যেমন যাগ যজ্ঞাদি কোন বাহ্য ক্রিয়া, বা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি কোন মানসিক ক্রিয়ার উৎপাদ্য বা ফল নহে, ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফল নহে। উহা ক্রিয়াকারী, ধ্যানকারী বা কোনরূপ চিন্তাশীল কর্ত্তার বুদ্ধিপরতন্ত্র বা ক্রিয়াপরতন্ত্র জ্ঞান নহে। উহা একমাত্র সিদ্ধবস্তু স্বরূপ ব্রহ্মরূপ পরম-বস্তু-পরতন্ত্র জ্ঞান।

"অতঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব. এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কদাচিদ্‌যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুং।"

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বস্তুজ্ঞানের ন্যায় বস্তুতন্ত্র মাত্র। এবম্প্রকার ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে কার্য্যের সহিত সমন্বয় করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

(১) এতাবতা ইহা নিশ্চয় হইল যে কর্ম্মাঙ্গ ব্যতিরেকে বস্তুবাদ শ্রুতি আছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ-পরমবস্তুরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিধির বিষয় বা মানস ক্রিয়ার বিষয়রূপে শাস্ত্রসিদ্ধ নহেন। তিনি ভূমা শব্দের বাচ্য।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।" (ছান্দোগ্য।)

যে পরম বস্তু দর্শন শ্রবণ এবং মননাদি রূপ কোন প্রকার ক্রিয়ার বিষয় নহেন তিনিই ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" কেবল সেই ভূমা পদার্থকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া তাঁহাকে জানিব এমত অভিমান করিবে না, কোন ক্রিয়ার ফলে চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিব বা শ্রবণে তাঁহার কথা শুনিব এরূপ আশা করিবে না, আপনার মানসিক চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অনুমানের বলে তাঁহাকে জানিব ইহা মনেও ভাবিবে না, তাঁহাকে জানার ইচ্ছা হইলে কেবল তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিবে। তিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃনিষ্পন্ন ক্রিয়া ও জ্ঞানের অবিষয়, কেন না হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ মাত্র জীবের অপর সমস্ত অভিমান, ক্রিয়ার অভিমানই হউক, জ্ঞানাভিমানই হউক সমস্তই সেই পরমজ্ঞান-জ্যোতিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাদৃশ সময়ে জীবের মোক্ষরূপ অশরীরত্ব যে সিদ্ধ তাহাই স্বতঃপ্রতীয়মান হয়।

১ অতএব ব্রহ্মরূপ পরম বস্তু শাস্ত্রসিদ্ধ। তিনি ক্রিয়ার বিষয় নহেন।

(২) এক্ষণে প্রশ্ন এই যে তবে তাদৃশ বস্তু মাত্র ব্রহ্মের উচ্চারণ, শ্রবণ দর্শন, মনন প্রভৃতি একেবারেই অসম্ভব এবং তাহাতে কোন ফলও নাই। ইহার উত্তর এই যে ফল আছে; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। অর্থাৎ সে ফল স্বর্গাদি-জনক অদৃষ্ট নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ। কোন ব্যক্তির যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তবে সেই সর্পভ্রম নিবারণের উপায় কেবল রজ্জুরূপ বস্তুর জ্ঞান। সেই জ্ঞানটি "ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু" এইরূপ উচ্চারণে, শ্রবণে, বা দর্শনে উদয় হইতে পারে। এতাদৃশ বস্তুর জ্ঞানোদয় মাত্রে কর্ত্তৃতন্ত্র ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ পরম সত্য-বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া এই সংসার সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। জীব স্বীয় কর্ত্তৃতন্ত্র স্বার্থবশে সেই ব্রহ্মাশ্রিত সংসারকে সার ও সত্যবোধ করিয়া এবং তাহার মূল সত্যকে বিস্মৃত হইয়া সংসারী হইয়া আছেন। বস্তুরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানাভাবে তাঁহার সংসার-ভয়রূপ অজ্ঞানতা জন্মিয়াছে। কিন্তু যদি এমত জ্ঞান হয় যে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য বস্তু, তিনিই আমার পরম গতি তাহা হইলে সংসার ভয় থাকে না। তখন জীব সংসারনিষ্ঠ না হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তাঁহার পক্ষে তখন সংসার আর থাকে না অর্থাৎ তাঁহার মন হইতে তাহার আকর্ষণ বিগত হয়। ব্রহ্মরূপ বস্তুর জ্ঞানোদয় মাত্রেই জীবাত্মার অসংসারী এবং অশরীর রূপ মোক্ষ সিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়। ফলে, যেমন সত্য-রজ্জুর জ্ঞানাভাবে তদাশ্রিত মিথ্যা-সর্প-জ্ঞান দ্রষ্টাকে মোহিত করিয়া রাখে; উপদেশ ব্যতীত, বস্তুদর্শন ব্যতীত সে মোহ বিগত হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্য পদার্থের জ্ঞানাভাবে তদাশ্রিত সংসারের মায়ায় যে ব্যক্তি বিমোহিত আছে তাহাকে যথার্থ বস্তুর দর্শনে প্রবোধিত করিবার নিমিত্তে অশেষ সংসার-ভয়-বিনাশ-বীজ স্বরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং," "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক উপদেশের সার্থকতা হইয়া থাকে। সেই সকল উপদেশ-বাক্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই ব্রহ্মরূপ সৎবস্তুর দর্শন ও ধারণা হয়। তাদৃশাবস্থায় জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি, ফলভোগ প্রভৃতি সংসারাভিমান নষ্ট হয় এবং অভিমানের অভাবে অসংসারী ও অশরীরী রূপ মোক্ষ যথার্থ সত্য ও স্বরূপাবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

২ ব্রহ্মরূপ পরম বস্তুতে শ্রবণ, মননে প্রত্যক্ষ ফল আছে।

(৩) ফলে এস্থলে কর্ম্মীর আপত্তি এই যে প্রাগুক্ত 'রজ্জু সর্প' বিষয়ক দৃষ্টান্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে সংলগ্ন হয় না, কেননা রজ্জু-স্বরূপ শ্রবণে বা দর্শনে যেমন দ্রষ্টার তদাশ্রিত সর্পভ্রম নিবারিত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণে বা দর্শনানুভবে সেরূপ প্রকার সংসার-ভয় নিবারণ হয় না। কারণ, যাহারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসারধর্ম্ম ও দেহ ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় শ্রবণ দর্শনাদি সামান্য সাংসারিক শ্রবণাদির ন্যায় নহে। উহা কোন ব্রত কথা শ্রবণে অদৃষ্ট ফল লাভের তুল্য নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক এবং ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষ উহার পর্য্যবসান। ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ মাত্রে জীবের সংসারের সহিত আত্ম ও মমত্ব ভাব এবং স্বীয় দেহেন্দ্রিয়মনাদির সহিত আত্ম ও মমত্ব ভাব বিগত হইয়া ব্রহ্মের সহিত পরমাত্ম ভাব ও ব্রহ্মেতে পরম মমত্ব ভাব প্রকাশিত হয়। তাদৃশ ব্রহ্মাত্মভাব লাভের পরে আর সংসারিত্ব থাকিতে পারে না। সংসারাভিমানের নামই সংসার। সারাৎসার ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইলেই

৩ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় শ্রবণ মনন কোন অদৃষ্ট ফলজনক নহে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মরূপ বস্তুর জ্ঞানমাত্র।

সেই অসার পদার্থে মমত্বাভিমান জন্মে, এবং সুখ দুঃখ ভয় বিপদ উপস্থিত করে। সেই অভিমানটি গেলেই দোষের সংসার, বাসনার সংসার প্রকৃতির বিরচিত সংসার নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে প্রকৃতির অতীত, পবিত্র মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। শরীরও একটি ভয়ানক সংসার, তখন তাহাও নিবৃত্ত হয়।

(৪) ব্রহ্মাত্ম ভাব লাভ হইলে শরীর নিবৃত্ত হয় ইহা পারমার্থিক দৃষ্টি মাত্র। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্রে যে শরীর চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর হইয়া যায় অথবা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় এমত অভিপ্রায় নহে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শরীরে আত্মাভিমানশূন্য হওয়ার নামই অশরীরত্ব। ফলে প্রশ্ন এই যে এত স্নেহের শরীরের প্রতি কিরূপে আত্মাভিমান রহিত হইতে পারে? উত্তর, রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতির আধার এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধিরূপ অনুমিত সূক্ষ্ম কলেবর, এবং প্রকৃতিরূপ কারণ দেহ এই ত্রিবিধ দেহ বা তাহার ধর্ম্ম আত্মা নহে। আত্মা তাহা হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব। তিনি প্রকৃতির অতীত। তিনি বিকৃত, পরিণত বা অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া ঐ ত্রিবিধ শরীরের কোন প্রকার শরীররূপী হইতে পারেন না। সুতরাং আত্মা শরীর নহেন, বা শরীর আত্মা নহে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ত্রিবিধ শরীরাভাবে আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। মৃত্যুদ্বারা স্থূলদেহ নষ্ট হইতে পারে, বিদেহ মোক্ষকালে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোনরূপ দেহই থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকেন। অতএব কোন প্রকার দেহ যদি আত্মার নিজস্ব না হইল তবে আত্মার উক্ত ত্রিবিধ-দেহ-সম্বন্ধ কেন হয়, তাহার কারণ কি এবং সে দেহত্রয়ের স্বরূপ কি? উত্তর—প্রাকৃতিক জগতে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও ভোগাদি সাধন করিয়া দিবার জন্য দেহত্রয় জীবাত্মাকে আশ্রয় করে। বাসনারূপিণী প্রকৃতি যাহা কর্ম্ম ধর্ম্ম ভোগাদির বীজরূপে অনাদি কাল হইতে জীবাত্মার সন্নিধিবর্ত্তিনী থাকে তাহাই দেহ সমূহের মূল কারণ। সেই প্রকৃতি দেহের নিমিত্ত কারণ নহে কিন্তু পরিণামী বা উপাদান কারণ। প্রকৃতির দ্বিবিধ ধাতু স্থূল এবং তৈজস। স্থূলধাতু তাহার অপকৃষ্ট পরিণাম; জড় জগতে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৈজস ধাতু তাহার উৎকৃষ্ট পরিণাম; তাহাই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণরূপে জীবকে আশ্রয় করে। এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণ একত্রে সূক্ষ্ম শরীর নামে কথিত হয়। মনই সেই সূক্ষ্ম-দেহের মস্তকস্বরূপ। মনই বাসনাময়ী প্রকৃতির ক্ষেত্র। অথবা ইহাই বল যে মনই সেই প্রকৃতির রূপবিশেষ। বুদ্ধিশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি মনেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রাণ সেই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জীবনসাধক। ঐ বাসনারূপীপ্রকৃতি-নিষ্পন্ন সূক্ষ্মদেহে অতি সূক্ষ্মরূপে ও অব্যক্ত বীজরূপে স্থূলধাতুই বিরাজ করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির তৈজস ধাতু ও স্থূল ধাতু মূলতঃ একই পদার্থ। মূলতঃ তাহা প্রকৃতিরূপ ঐশী শক্তি মাত্র। তাহাই পূর্ব্বপাদরূপে ভোক্তা কর্ত্তারূপী মানসিক জগৎ এবং উত্তরপাদরূপে ভোগ্যরূপী জড় জগতে পরিণত হইয়াছে। সূক্ষ্ম দেহই স্থূল মূর্ত্তিরূপে মাতৃগর্ভযোগে অবতীর্ণ হয়। বারবার তাদৃশ স্থূল মূর্ত্তি নষ্ট ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোগক্ষয় বশতঃ নষ্ট ও পুনর্ভোগার্থে আবির্ভূত হয়। যেমন কার্য্যক্ষমতা-ক্ষয়ে নিদ্রা এবং নিদ্রা-অন্তে পুনর্জাগরণ তদ্বৎ। মনই তাদৃশ সূক্ষ্ম দেহের আধার এবং স্থূল দেহের বীজপ্রকৃতি। সূক্ষ্ম

৪ মোক্ষে শরীরে অভিমান থাকে না তাহাই অশরীরত্ব।

দেহের উত্তমাঙ্গস্বরূপ সেই মনের দেহসঙ্কল্প ব্যর্থ হয় না। স্থূল দেহ নিদ্রা কর্ত্তৃক শয্যায় পতিত হইলে পর মন শত শত স্বপ্নদেহ ধারণ করিতে পারেন। সেইরূপ একদেহ মৃত্যুকর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া গেলেও মন আর একদেহরূপে জীবাত্মাকে আশ্রয় করিতে পারেন। বাসনাপ্রদা অনাদি প্রকৃতিই তাহার মূল। প্রকৃতি যেমন বাসনা-বীজরূপী সেইরূপ জীবকৃত কর্ম্মেরও ফলরূপী। সেই ফল আবার ভাবি-দেহের বীজরূপী। অতএব প্রবাহরূপে বাসনাময়ী মানসিক প্রকৃতিই দেহধারণের বীজ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল সমূহ অদৃষ্ট বীজরূপে মনেতে স্থিতি করে। তাহা হইতে সংসারে কর্ম্ম করিবার ও ভোগাদি ব্যবহারের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। কর্ম্ম ও ভোগাদি লইয়াই সংসার। সৃষ্টিরক্ষার তাহাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্তে সেই কর্ম্ম-বীজ প্রবৃত্তিরূপে অঙ্কুরিত হয় এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলদেহ পরিণত হইয়া জীবাত্মাকে কর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ কেবল জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সম্পাদক অন্তঃকরণ ও বাহ্য করণ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলরূপ প্রকৃতি তাহার কারণ এবং পর পর কর্ম্ম সাধন তাহার উদ্দেশ্য। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং প্রাকৃতিক জগতে কর্ম্মই সাধন করে। ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ এবং সুখ দুঃখ ভোগ সেই কর্ম্মেরই অন্তর্গত। এতাবতা "আত্মার দেহ-সম্বন্ধ কেন হয়" এবং "তাহার কারণ কি" এ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর এই যে দেহ কর্ম্মজন্য। "কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহোজায়তে" কর্ম্ম সকল হইতে শরীর-পরিগ্রহ হয়। "রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে" সংসারের প্রতি অনুরাগ ও ফলস্পৃহা হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে। দেহেতে যে আত্মাভিমান তাহাই তাদৃশ অনুরাগের হেতু "অভিমানাদ্রাগাদয়োজায়তে"। সেই অভিমান কেবল অবিবেক হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ "আমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র" এই বিবেকের অভাবে আত্মা দেহকে আমি বলিয়া অভিমান করেন। "অজ্ঞানাদবিবেকোজায়তে" সেই অভিমানের মূল যে অবিবেক তাহা অজ্ঞান হইতে জন্মে। বাসনাময়ী প্রকৃতিই ঐ অজ্ঞান-স্বরূপিণী, কেন না তাহারই সন্নিধান বশতঃ দেহেতে জীবের আত্মাধ্যাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা মিথ্যাজ্ঞান। তাহা বাসনা, অনুরাগ, এবং কর্ম্মজন্য উপস্থিত হয়। অতএব বাসনাদির মূল প্রকৃতি বা তজ্জনিত কর্ম্ম অজ্ঞান-শব্দের বাচ্য। ঐ প্রকৃতি ও কর্ম্মের নামান্তর যে অজ্ঞান তাহা জীবাত্মার নিকট হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? উত্তর

"ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাহবিদ্যানিবৃত্তিঃ"।

যেরূপ সংসারাবস্থায় দেহের সহিত জীবের একত্বজ্ঞান হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বজ্ঞান হইলে নিঃশেষে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তখন জীব নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন যে দেহ আমি বা আমার নহে, ব্রহ্মই আমার আমিত্ব। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলেই জীবের হৃদয় হইতে মনের সহিত দেহাভিমান বিগত হয়। তাহারই নাম শরীর-নিবৃত্তি। অতএব

"সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ"।

আত্মার শরীর-সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান-জনিত মাত্র। ব্রহ্মের প্রতি আত্মনির্ভর করিয়া সেই মিথ্যাজ্ঞানটি ত্যাগ করিতে পারিলে ব্যবহারে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ থাকিলেও জীবাত্মার দেহ-সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ফলতঃ জীবাত্মার অশরীরত্বই নিত্যসিদ্ধ। প্রকৃতির

সম্বন্ধে এবং সৃষ্টিরক্ষার অনুরোধে তাঁহাতে যত অজ্ঞানই আসিয়া পড়ুক তাহা জ্ঞানোদয় মাত্রে তিরোহিত হয়। সে সব জঞ্জাল তাঁহার নিজস্ব বা স্বরূপ নহে। তিনি নিজে নির্ম্মল পদার্থ তাহার আর ব্যভিচার নাই। এখন বুঝিয়া দেখ, কর্ম্ম বা প্রকৃতি আত্মার নিমিত্তে যতই শরীর রচনা করুক, সেই সকল শরীরকে স্বীকার করিয়া আত্মা লোক লোকান্তরে ভোগাদি করুন, সে সমস্তই অজ্ঞানাবস্থা। শাস্ত্রে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাকেই মায়াকল্পিত বা অজ্ঞানকল্পিত বলেন। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মাত্রে তৎসমস্তের মিথ্যাস্বরূপত্ব প্রতীয়মান হয়। অতএব আত্মার দেহ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা পরমার্থতঃ ও স্বরূপতঃ মিথ্যা। রজ্জুর বোধ জন্মিবামাত্রে যেমন সর্পভয় নিবারিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মরূপ বস্তু দর্শনমাত্র দেহ-সম্বন্ধের সহিত অশেষ সংসার-ভয় রহিত হয়। তদুত্তর কালে আর সংসারিত্ব বা শরীরত্ব থাকে না। সুতরাং পরমবস্তুরূপ ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণের, শ্রবণের, বা দর্শনের রজ্জুবোধবৎ অভয়রূপ ফল আছে।

ক্রমশঃ।

হিন্দুস্থানের নামকরণ।

হিন্দুদিগের কোন বিবরণ জানিতে হইলে অগ্রে ইহাঁদিগের দেশ ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া ও হিন্দুস্থান এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে কেন প্রসিদ্ধ হইল, ইহাঁদিগের নাম হিন্দু কেন হইল, এবং ইহাঁরা কোথা হইতে আসিলেন এই সকল জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে; অতএব অগ্রে সেই সেই বিষয় উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতেছে।

প্রায় ৪৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির এক সম্প্রদায় এক্ষণে পঞ্জাব নামে প্রসিদ্ধ স্থানের ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসীদিগকে দূরীভূত করিয়া আপনাদিগের রাজ্য সংস্থাপন করেন। এই নবাধিকৃত রাজ্যে সিন্ধু নদ, তাহার পাঁচটি শাখা ও সরস্বতী এই সপ্তসিন্ধু * অর্থাৎ সাতটী নদীর অবস্থান হেতু তাঁহারা আপনাদিগের ভাষানুসারে তাহার নাম সপ্তসিন্ধু † রাখেন। অতি প্রাচীন জেন্দাবেস্তা নামক পারস্য গ্রন্থেও এই দেশ সপ্তসিন্ধু স্থলে পারসীকদিগের উচ্চারণপ্রথানুসারে হপ্তহিন্দু নামে কথিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অতি প্রাচীন ইতিহাস লেখক হিরডোটস্‌ও স্বীয় গ্রন্থে ইহাকে হপ্তহিন্দু ও ইহার অধিবাসীদিগকে হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইউরোপীয় প্রথানুসারে বা তত্রত্য দেশ সমূহের প্রাচীন নাম-সাদৃশ্যে ইহাকে পুনঃ পুনঃ ইণ্ডিয়া শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাচীন ইউরোপীয়েরা যেরূপ আপনাদিগের দেশের নাম গ্রীসীয়া, ইটালিয়া, সেনানিয়া, মেসিডোনিয়া, আর্কিডিয়া প্রভৃতি রাখিতেন সেইরূপ ইহারও নাম ইণ্ডিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্রীক্‌দিগের কৃত এই নাম অনুসারে রোমকেরাও এ দেশকে ইণ্ডিয়া বলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সমুদায় গ্রন্থে ঐ নামই ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থে ইহার এইরূপ নামই দেখিতে পাওয়া যায়। রোমকদিগের নিকট শিখিয়া ইংলণ্ডীয়েরা ইহাকে ইণ্ডিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট শিখিয়া এখন আমরাও আবার ইহাকে ইণ্ডিয়াও বলিয়া থাকি।

---

* য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্ যো বা আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু। বধদাসস্য তুবিনৃম্ণ নীনমঃ। ঋক্ ৮।২৪।২৭

যিনি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন সেই শক্তিমান দেব সপ্তসিন্ধু দেশে আর্য্যগণ হইতে দাসগণের অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন।

† সিন্ধুর্নদবিশেষেঽব্ধৌ পুমাংশ্চ সরিতি স্ত্রিয়ামিতি কোষঃ।

প্রাচীন পারসীকেরা যেমন এদেশবাসী-দিগকে হেন্দু বা হিন্দু কহিতেন সেইরূপ তৎ-পরসময়বর্ত্তী পারসীকেরাও ইহাদিগকে হিন্দু বলিতেন এবং হিন্দুদের বাসস্থান বলিয়া স্বদেশীয় ভাষানুসারে অর্থাৎ আফগানস্তাঁ, বেলুচিস্তাঁ, তুর্কিস্তাঁ ইত্যাদি নাম-সাদৃশ্যে এই দেশের নাম হিন্দুস্তাঁ বা হিন্দুস্তান্ রাখেন। সুপ্রসিদ্ধ গজনীপতি মামুদ দিগ্বিজয়ার্থ এদেশে আগমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে এই নাম এদেশে প্রচার করেন, তদবধি সমস্ত মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক এদেশের নাম হিন্দুস্তান্ বলিয়া বিদিত হইতে লাগিল। অতএব এখন ইংরাজদিগের অধিকারে যেমন ইহাকে ইণ্ডিয়া বলিতে শিখিয়াছি, তেমনিই মুসলমানদিগের অধিকার হইতে আপনাদের এই দেশকে তাহাদিগের কৃত নামেই বলিতে শিখিয়াছি। বিশেষ এই যে আমরা হিন্দুস্তান্ না বলিয়া হিন্দুস্থান বলিয়া থাকি। পারস্য স্তাঁ বা স্তান্ ও সংস্কৃত স্থান এ দুই শব্দই এক ধাতু-মূলক একরূপ উচ্চারিত ও একার্থ-বাচক, অতএব হিন্দুরা ইহাকে মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দুস্তাঁ না বলিয়া আপনাদিগের ও ভাষার প্রকৃতি অনুসারে হিন্দুস্থান বলিতে লাগিলেন এবং আপনাদিগকেও হিন্দু বলিয়া জানিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীরা হিন্দুর অপভ্রংশ হিঁদু করিয়া লইয়াছেন।

পৌরাণিকেরা ঐ সপ্তসিন্ধু দেখিয়াই পৃথিবীকে লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ প্রভৃতি সাত সমুদ্র দ্বারা সপ্ত বলয়াকারে পরিবেষ্ঠিত ও সুতরাং জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ সমন্বিত বলিয়া কল্পনা করিলেন।*

জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥
এতে দ্বীপা সমুদ্রৈস্তু সপ্তসপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলার্ণবৈঃ ইতি॥

বিঃ পুঃ ২ অ ২।৩

তন্মধ্যে জম্বু দ্বীপ ব্রহ্মার মানস পুত্র যে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার পৌত্র আগ্নেধ্রের অংশে পতিত হইল। আগ্নেধ্র এই দ্বীপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কুরু, হিরণ্ময়, রুম্যক বা রুম-ণ্বক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, চিনার ও নাভি এই নয় পুত্রকে প্রদান করিয়া যান। ইহাদের প্রত্যেক অংশের নাম বর্ষ অর্থাৎ খণ্ড। এই সকল খণ্ড স্ব স্ব অধি-কারীদিগের নামানুসারে কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত ছিল। তদনুসারে ভারতবর্ষের নাম পূর্ব্বে নাভিবর্ষ ছিল। কালক্রমে ঐ মনুর বংশে ভরত নামে এক মহা বিখ্যাত নৃপতি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার নামেই এক্ষণে এই দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ ঐ কয় বর্ষ যে এককালে কোন রূপে বিভক্ত হইয়াছিল এবং এই ভারতবর্ষও যে তাহার এক বিভাগ তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের যে বর্ণনা আছে তাহা দ্বারা পৌরাণিকদিগের সমকালে ইহার যে রূপ অবস্থাদি ছিল তাহা অনেক জানা যাইতে পারে। এই বর্ষের সীমা বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

* এস্থলে কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, বেদে যে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে তাহা যে সপ্তসমুদ্র নয় সপ্ত নদী ইহা কিরূপে স্থির হইতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে ঋগ্বেদের ভূরি ভূরি স্থলে সপ্তসিন্ধু এই শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সমুদায় স্থলেই সপ্তসিন্ধু শব্দে সপ্ত নদী বুঝায়। পরন্তু এক স্থলে ইন্দ্রদেবের স্তোত্রে এই সপ্তসিন্ধু যে নদী তাহা স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। যথা "অপাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্তসিন্ধূন্।" তুমি সাত নদীকে ইচ্ছানুসারে বহিতে দিয়াছ। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বা পৌরাণিকদিগের সমকালবর্ত্তী লোকের রচিত বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের যে "যাবতী দ্যাবাপৃথিবী যাবচ্চ সপ্তসিন্ধবোবিতস্থিরে" এই বচনে সপ্তসিন্ধু অর্থে সাত সমুদ্র বুঝাইতেছে এবং টীকাকার মহীধর তাহার তদনুরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই না।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতোযত্র সন্ততিঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃস্থিতাঃ।
বিঃ পুঃ ২ অঃ।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পূর্ব্ব সীমা কিরাত দেশ ও পশ্চিম সীমা যবন দেশ।

অতএব ভরত রাজার কাল হইতে অর্থাৎ অনুমান প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইতেছে।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও শিশু পুত্রের সহিত দুঃখিত মনে মৃদু মন্দ গমনে যাত্রা করিলেন এবং বারানসীতে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন এই পুরী মনুষ্যভোগ্য নয়, ইহাতে শূলপানি শিবের অধিকার। এই ভাবিয়া তিনি যেমন আকুল মনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি দেখিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় বর্ত্তমান। তখন রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে প্রণিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, তপোধন! এই পুত্র এই পত্নী এবং আমার প্রাণ এই তিনটীর মধ্যে যাহাকে আপনি ইচ্ছা করেন গ্রহণ করুন এবং আমি আপনার কি করিব আজ্ঞা করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে একমাস পূর্ণ হইয়াছে, যদি তোমার স্মরণ থাকে তো আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, তপোধন! অদ্যই মাস পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি দিবসের এই অবশিষ্ট কাল অপেক্ষা করুন, আমি দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভালই, আমি না হয় কল্যই যাইব, কিন্তু যদি তুমি আমাকে দক্ষিণা না দাও তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে অভিসম্পাত করিব। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাবিলেন, আমি প্রথমে অঙ্গীকার করিয়াছি এক্ষণে কিরূপে ইহাঁকে দক্ষিণা দিব। আমার ধনবান মিত্র নাই, এখন আমার অর্থই বা কোথায়? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রার্থনাও দোষাবহ। ইহাতে অধোগতি হইবে। হা! আমি কি প্রাণত্যাগ করিব। আমি নির্ধন, এখন কোথায় যাই। যদি অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া প্রাণত্যাগ করি তাহা হইলে আমি ব্রহ্মস্বাপহারী হইয়া থাকিব। আমি পাপাত্মা এবং অধমেরও অধম হইব। অথবা আমার এই দেহটী আছে। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করি। ইহাতে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা।

ঐ সময় রাজমহিষী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে আকুল মনে দীন নয়নে অধোমুখে চিন্তিত দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, মহারাজ। চিন্তিত হইও না, আপনার সত্য রক্ষা কর। যে ব্যক্তি সত্যরক্ষায় অসমর্থ তাহাকে অপবিত্র শ্মশানবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষের স্বসত্যপালন অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহার বাক্য মিথ্যা তাহার অগ্নিহোত্র অধ্যয়ন ও দানাদি সমস্ত ক্রিয়া নিরর্থক হয়। সত্য যেমন উদ্ধারের জন্য মিথ্যা সেইরূপ অধঃপাতের জন্য। পূর্ব্বে কৃতি নামে এক মহীপাল সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ আহরণ করিয়া স্বর্গ লাভ করেন কিন্তু একটী অসত্যের বলে স্বর্গভ্রষ্ট হন। নাথ! এই তোমার পুত্র—

এই বাক্য সম্পূর্ণ ওষ্ঠের বাহির হইতে না হইতেই রাজমহিষী শৈব্যার নেত্র বাষ্পে পূর্ণ হইল। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে

লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, দেবি! ভয় কি, এই যে বালক এইখানেই আছে, বল কি বলিবার ইচ্ছা করিতেছ। শৈব্যা কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পুত্র ও আমি পত্নী; অতএব তুমি আমায় বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও।

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার এই কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখাবেগে কহিতে লাগিলেন, দেবি! কি কষ্ট! আজ তুমি আমায় এইরূপ কহিলে! আমি তোমার ঐ মুখের সহাস্য মধুরালাপ বিস্মৃত হই নাই, আজ সেই মুখে এই কথা কেমন করিয়া শুনিলাম! তুমি যাহা কহিলে ইহা বড় সুকঠিন ব্যাপার, আমি কিরূপে ইহা করিব।

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শৈব্যা মহারাজকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে কহিলেন, হা নাথ! তুমি যে ভূতলে শয়ান ইহা কাহার অভিসম্পাত। যিনি ব্রাহ্মণগণকে অজস্র ধন দান করিয়াছেন সেই আমার পতি পৃথিবীর অধিপতি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন! হা কি কষ্ট! রাজন্! তোমার ভাগ্যে এই ছিল! এই বলিয়া রাজমহিষী শৈব্যা দুঃসহ ভর্তৃদুঃখে নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ঐ সময় হরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্র একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ছিল। সে অনাথ পিতা মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া কাতর স্বরে কহিল, পিতঃ! পিতঃ! আমাকে কিছু খাইতে দেও। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা, জিহ্বা শুষ্ক হইতেছে।

ইত্যবসরে সহসা মহাতপা বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মুখচক্ষুতে জলসেক করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে দেখিবা মাত্র আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ, আমায় অভীষ্ট যজ্ঞদক্ষিণা দাও। তুমি আমার নিকট ঋণী, সময়ও অতিবাহিত হইয়া যায়। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র সুশীতল জলসেকে পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যদি তোমার ধর্ম্ম-দৃষ্টি থাকে তবে আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দেও। দেখ, সত্যের বলে সূর্য্য উত্তাপ দিয়া থাকেন, এবং সত্যের বলেই পৃথিবী আছেন, সত্য পরম ধর্ম্ম, সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। অথবা এইরূপ শিষ্টাচারের-ইবা প্রয়োজন কি, রে নীচ, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী, শোন্ যদি তুই আজ আমায় দক্ষিণা না দিস্ তো সূর্য্যাস্তের পরই তোরে নিশ্চয় অভিশাপ দিব। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র ভীত হইলেন। তিনি এখন নিঃস্ব নির্ধন, ধনী তাঁহাকে পীড়ন করিতেছেন। তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন শৈব্যা পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণের শাপানলে দগ্ধ ও বিনষ্ট হইও না। আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহাই কর। রাজা হরিশ্চন্দ্র বারংবার শৈব্যার এইরূপ অনুরোধের কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবি! সম্মত হইলাম, আমি তোমায় বিক্রয় করিব। অতি নিষ্ঠুরও যাহা করিতে পারে না এই নির্ঘৃণ নির্লজ্জ তাহা করিবে।

অনন্তর তিনি নগরের পথে পথে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, নাগরিকগণ! শুন; তোমরা কি বলিতেছ? আমি কে? আমি নিষ্ঠুর অমানুষ অতি কঠোর রাক্ষস অথবা তদপেক্ষাও পাপাত্মা। আমি

শিশু পুত্র বিক্রয় করিলাম। আর আমার কিছু নাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে নরাধম! এক্ষণে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট, আমি এই কালটুকু প্রতীক্ষা করিব, অতঃপর আর কোন কথা শুনিব না। বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র নগরের পথে পথে এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন, মানবগণ! আমায় ক্রয় করিয়া যদি কাহারও দাস রাখিবার ইচ্ছা থাকে তবে যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হইতেছে তিনি আসিয়া শীঘ্র বলুন। হরিশ্চন্দ্র পথে পথে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন ইতাবসরে তথায় দ্রুতবেগে এক বিকৃতাকার চণ্ডাল উপস্থিত হইল। উহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ, কেশ রুক্ষ, মুখে শ্মশ্রুজাল, নেত্রদ্বয় মদরাগে আরক্ত, উদর লম্বিত ও বর্ণ কৃষ্ণ। উহার হস্তে মৃত পক্ষিপুঞ্জ, সঙ্গে এক ভীষণ কুক্কুর। সে বহুভাষী ও কর্কশ। ঐ ভীমমূর্ত্তি চণ্ডাল লগুড়হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিল, রে দাস! অল্প বা বিস্তর যতই তোর বেতন হৌক, শীঘ্র বল্ আমি তোরে লইব। রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুর দুঃশীলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? চণ্ডাল কহিল, আমি চণ্ডাল, এই নগরে প্রবীর নামে খ্যাত, আমি মৃত দেহের কম্বল আহরণ করিয়া দিনপাত করি। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ঘৃণিত চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমার ইচ্ছা নাই। শাপানলে দগ্ধ হই সে ভাল, কিন্তু কিছুতেই আমি চণ্ডালের দাসত্ব করিব না।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, এই চণ্ডাল তোরে অধিক অর্থ দিয়া লইতে প্রস্তুত, তবে তুই কেন আমায় সমস্ত দক্ষিণা না দিস্? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, অর্থের লোভে কি রূপে এক চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তুই চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া যথাকালে আমায় অর্থ না দিস্ তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোরে অভিসম্পাত করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র সকাতরে বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার দাস, আমি আপনারই ভক্ত, আপনি আমায় কৃপা করুন। চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। এই ঋণের যাকিছু অবশেষ আছে তাহার জন্য আপনার দাসত্ব স্বীকার করিতেছি। আমি আপনারই ভৃত্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত! যদি তুই আমার দাস তবে অধিক অর্থ লইয়া তোরে ঐ চণ্ডালের হস্তে বিক্রয় করিলাম।

বিশ্বামিত্র এই কথা কহিবামাত্র চণ্ডাল তাঁহাকে বিস্তর অর্থ দিয়া হৃষ্ট মনে হরিশ্চন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ড প্রহার করিতে করিতে স্বগৃহে লইয়া চলিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, হা! দীনমুখী বালা পত্নী এবং দীনমুখ বালক পুত্র যৎপরোনাস্তি অসুখী হইয়া সর্ব্বদা মনে করিতেছেন মহারাজ কবে আমাদিগকে অর্থ দিয়া মুক্ত করিবেন। আমার রাজ্যনাশ হইয়াছে, আত্মবন্ধু আর কেহ নাই, স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হইয়াছে, শেষে চণ্ডালের দাসত্বও স্বীকার করিয়াছি। হা কি কষ্ট। হা কি কষ্ট!

ক্রমশঃ

—

প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি। এই গর্হিত কার্য্যে আসিয়াও জীবিত আছি। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও দাসী ক্রয় করিবার আবশ্যক থাকে তো আমি জীবিত থাকিতে এই বেলা শীঘ্র আসিয়া বল।

ঐ সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, তুমি আমাকে দাসীটি দেও, আমি অর্থ দিয়া উহাকে কিনিব। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, আমার ব্রাহ্মণী সুকুমারী, সে গৃহকর্ম্ম কিছু মাত্র করিতে পারে না, অতএব তুমি উহাকে আমায় দেও। তোমার স্ত্রী কর্ম্মিষ্ঠা ও রূপযৌবনসম্পন্না, তুমি উহার অনুরূপ অর্থ লও, এবং উহাকে আমায় দেও।

শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি মনোদুঃখে কোন কথা ওষ্ঠের বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলের প্রান্তে অর্থ সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া দিল এবং রাজ-পত্নী শৈব্যার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া চলিল। শৈব্যা কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে একটু ছাড়িয়া দিন, আমি বালকটীকে আর দেখিতে পাইব না, একবার দেখিয়া লই। বৎস! দেখ তোমার মা এইরূপ দাসী হইয়া চলিল। রাজকুমার! তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না। এখন আমি তোমার অস্পৃশ্যা।

তখন ঐ বালক জননীকে বল পূর্ব্বক কেশে আকৃষ্ট দেখিয়া জলধারাকুললোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ উহাকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে পাদ প্রহার করিল। কিন্তু বালক কিছুতেই তাহার জননীকে ছাড়িল না, সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন শৈব্যা ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, পিতঃ! প্রসন্ন হউন, আমার এই বালকটীকেও ক্রয় করুন। আপনি যদিও আমায় ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু এই বালক ব্যতীত আমি আপনার কার্য্য করিতে পারিব না। আমি অতি হতভাগিনী। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন এবং আমার সহিত এই বালকটীকেও লউন। তখন ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, তবে তুমি এই অবশিষ্ট অর্থ লইয়া আমায় এই বালক বিক্রয় কর। আমি তোমায় যা দিলাম শাস্ত্রানুসারে ইহা ঠিকই হইয়াছে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলে অর্থ বন্ধন করিয়া দিল এবং মাতার সহিত পুত্রকে এক রজ্জুতে বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহাকে চন্দ্র সূর্য্য ও সামান্য লোকে কখন দেখিতে পায় নাই আজ তিনিই অন্যের দাসী হইলেন! হা! ঐ কোমলহস্ত কোমলাঙ্গুলি সূর্য্যবংশীয় বালকও বিক্রীত হইল! আমি নরাধম, আমায় ধিক্। হা প্রিয়ে! হা বৎস! এই অনার্য্য নীচের দুর্নীতিক্রমে তোমাদের এই শোচনীয় দশা ঘটিল! আমার এখনও মৃত্যু হইল না! আমায় ধিক্।

এ দিকে ক্রেতা ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী পুত্র লইয়া সত্বর বৃক্ষ গৃহাদির আবরণে অদৃশ্য হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্র বিক্রয়ে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ঐ অর্থ যৎসামান্য দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে অনার্য্য! যদি তুই এই অল্প মাত্র অর্থ আমার যজ্ঞদক্ষিণার অনুরূপ বুঝিয়া থাকিস্ তবে এখনই আমার তপোবল দেখ্। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিছু অপেক্ষা করুন, আমি দিতেছি। পত্নী ও

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

পঞ্চম ব্যাখ্যান।

যিনি অাত্ম ধন, না পায় নয়ন, কভু তাঁরে দেখিবারে।
প্রেমের নয়ন, যে করে মেলন, দেখা দেন তিনি তাঁরে॥

ভেবে দেখ জন্ম তব কাহার কৃপায়,
"মাতৃ-গর্ভ্ত-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে"
কে তোমারে আনিল ধরায়?
যবে আসি জন্ম তুমি করিলে গ্রহণ,
কাহা হতে পেলে ভবে স্নেহ-আলিঙ্গন?
কি গুণ তোমার ছিল, সকলেরে আকর্ষিল,
যা দেখে করিল তোমা আদর যতন?
কাহার ইচ্ছায় বল মাতার হৃদয়,
তোমা তরে বিগলিল স্নেহে অতিশয়?
কোলে লয়ে তোমা মাতা দিলেন চুম্বন,
দিলেন তোমার মুখে সুধাময় স্তন?
মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ কেবা করিল সঞ্চার,
যাহাতে হইল রক্ষা জীবন তোমার?
মাতার হৃদয়ে স্নেহ, দেয় নাই আর কেহ,
দিয়াছেন তিনি যিনি জীবের জীবন।
দন্তহীন ছিলে যবে, তিনিই তখন ভবে,
করিলেন মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ নিয়োজন॥
তিনি তোমা করিলেন এখানে প্রেরণ।
পিতা মাতা উপলক্ষে, রাখিয়া আপন চক্ষে,
করিলেন শিশু যবে তোমারে পালন॥
কে তোমারে রক্ষিছেন যৌবন জরায়,
করিছেন সুখ দান, বিপদ হইতে ত্রাণ,
আজন্ম হইতে হন তোমার সহায়।
জননী সমান তাঁর স্নেহের নয়ন,
জননী সমান স্নেহ করেন বর্ষণ,
প্রতি জন তাঁর ঠাঁই, ইতর বিশেষ নাই,
সবাকারে দেখিছেন সন্তান আপন।
তাঁর রবি শশি তারা চন্দ্রমা পবন,
সবাকার হিত সদা করিছে সাধন,
যে তাঁর নিয়মে করে জ্ঞান উপার্জ্জন,
আত্ম-সংযমন আর চিত্ত বিশোধন,
দেখিবে হৃদয়ে তিনি থাকিয়া তাহার,
বলে দেন যেই পথ তাঁরে পাইবার,
হৃদয়ের যত আশা, অনুরাগ ভাল বাসা,
বলেছেন তাঁহাকেই দিতে অনিবার।
হেন প্রেম দয়া তাঁর হয় প্রতি জনে,
বোধ হয় যেন তাঁর সে জন বিহনে,
নাহি অন্য কেহ আর, প্রেম স্নেহ করিবার,
হয়েন তাহার সখা জীবন মরণে।
প্রত্যেক প্রজারে রাজা না চিনে কখন,
কিন্তু জগতের পতি, প্রত্যেক প্রজার প্রতি,
হন পিতা মাতা বন্ধু আপনার জন।
প্রত্যেকেরে দেন তিনি সুখ ধন মান,
প্রত্যেকের মঙ্গলের করেন বিধান,
পাপে তাপে বিপদেতে দেন নিজাশ্রয়,
ঘোর বিপাকেতে দেন আপন অভয়,
বিষম কণ্টকময় সংসারের পথে,
তিতিক্ষা ধৈরয শিক্ষা দেন বিধি মতে,
মোহ কুটিলতা পাশ করেন মোচন,
তাঁর পানে যেতে কত বলেন বচন।
ভূমিষ্ঠ হইতে যিনি করেন পালন,
ভুলিবেন আমাদের তিনি কি কখন?
এখন যেমন তিনি পিতা আমাদের,
হইবেন পিতা মাতা অনন্ত কালের,
এখানে তাঁহাতে মতি রতি কর জীব!
অনন্ত জীবনে তাহে হবে তব শিব।
প্রেমের নয়ন তাঁর প্রসন্ন বদন।
দেখিবে যদ্যপি মেল প্রীতির নয়ন॥
শুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে তাঁরে কর দেখি ধ্যান।
দেখিবে মঙ্গল রূপ তাঁর বিদ্যমান॥
মগন সংসার-সুখে পাপেতে মলিন।
তাঁর পানে চায় যেই হয়ে উদাসীন॥
সে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখিবে কেমনে?
প্রেম-ধন দেখা দেন প্রেমের নয়নে।
সংসারে যাহার প্রেমে করিবে বিশ্বাস।
হয় ত হইবে তাহে নিতান্ত নিরাস॥
যারে ঢালি দিবে তুমি স্নেহ অকপটে।
হয় ত আঘাত পাবে তাহার নিকটে॥
যেখানে বন্ধুতা তুমি করিবে রোপণ।
ফলিবে হয়ত তথা শত্রু আচরণ॥
কিন্তু যিনি চির-সখা তাঁহার উপর।
করহ আপন প্রেম মমতা নির্ভর॥
দেখিবে তাঁহার প্রেম সমুদ্র-সমান।
যা করিবে প্রতিদান বিন্দুর প্রমাণ॥
সংসারে যতই পাও হৃদয়-বেদনা।
তাঁরে প্রেম কর—হবে সকলি শান্ত্বনা॥
তাঁর প্রেমে মজ—যাবে সংসার-যাতনা।
সফল হইবে তব মুক্তির কামনা॥
প্রবৃত্তির অধীনতা ঘুচিবে তোমার।
স্বাধীন হইবে—সুখ পাইবে অপার।
তাঁহার অধীন যেই সেই ত স্বাধীন।
তাঁরে ছাড়া অন্য ভজে সেই পরাধীন॥
যদি পাবে তাঁরে—আছে প্রার্থনা উপায়।
নিয়ত প্রার্থনা কর, পাইবে তাঁহায়॥

শয্যা হতে ওঠ যবে বিমল প্রভাতে।
কাতর হৃদয়ে তবে বল এই নাথে ॥
"যা করি যেথায় যাই, আজ তোমা সনে
যাপিব জীবন, থাক হৃদি সঙ্গোপনে।"
যখন করিবে স্নান শরীর মার্জ্জন।
আত্মার মার্জ্জনে তবে করহে যতন।
বল নাথে "পাপে চিত মলিন আমার।
প্রক্ষালন কর দিয়া কৃপা-বারি ধার।
রক্ষ আজ সংসারের মোহ-পাশ হতে।
নাহি পড়ি যেন আজ প্রেয়ের বিপথে।"
যখন করিবে তুমি আহার গ্রহণ।
চাও নাথে প্রেম-অন্ন আত্মার পোষণ।
ত্রিসন্ধ্যা করহ নিত্য তাঁর আরাধনা।
তাঁর সহবাস কর একান্তে প্রার্থনা ॥
ভক্ত তাঁরে বলে সদা "ওহে দয়াময়!
তব প্রেমে মজে যেন আমার হৃদয়।
দেখিতে তোমারে যেন পাই সর্ব্বক্ষণ।
তোমারে পাইয়া হই আনন্দে মগন ॥
কত যে তোমার প্রেম না পাই সন্ধান।
করি যেন তোমা প্রতি বিন্দু প্রেম দান ॥
সময় ক্ষমতা মোর বল ইচ্ছা ধন।
তোমার কাযেতে সব কর নিয়োজন ॥
তোমা ভিন্ন গতি নাই বুঝেছি বিশেষ।
তুমি মোর তৃপ্তি-খনি, আনন্দ অশেষ ॥"

ইতি পঞ্চম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদী হইতে
উদ্ধৃত।

ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং।

সতীত্বই সতীর কবচ-স্বরূপ। তদ্দ্বারাই তিনি রক্ষিত হইয়া থাকেন। পবিত্র প্রণয় সতীর হৃদয়কে এরূপে পূর্ণ করিয়া থাকে, যে সেই পবিত্রতাই পাপীদিগকে তাহা হইতে দূরে রক্ষা করে। যে প্রাণে সরল প্রেম থাকে তাহার ভাবই এ প্রকার সুন্দর হয়, তাঁহার মুখের মধ্যেই এমন এক প্রকার সরলতার আভা থাকে, যে অতি নিকৃষ্টচেতা ব্যক্তিও তাঁহার সহিত মিশিয়া আপনার হৃদয়ের অসাধুভাব প্রকাশ করিবার সুবিধা দেখিতে পায় না। সতীর জীবনের পবিত্রতা দ্বারা সেই অসাধু ভাব লজ্জা প্রাপ্ত হয়, এবং আপনাপনি অন্তরে বিলীন হইয়া যায়। ইহা কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আমরাও জনসমাজে নরনারীর ব্যবহারে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই সতীর কোন্ ভাবটী এত সুন্দর? কোন্‌টী দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হয়, এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়? আমাদের বোধ হয় তাহা অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা। প্রকৃত প্রেম যে অন্তরে বাস করিতেছে তাহাকে দেখিলে বোধ হয় সংসারের দূষিত কল্পনা ও দূষিত কামনা বিশিষ্ট লোক যে পথে সচরাচর চলিয়া থাকে, সে পুরুষ বা রমনী যেন সে পথে চলিতেছে না। যে সকল কৌশল, বা উপায় বা প্রলোভনের দ্বারা দুষ্ট লোকে তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে সকল প্রলোভনের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক সাধুতার এমন এক প্রকার শক্তি, যে অপরের অসাধুতা যেন তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারিতেছে না।

সতীত্ব যেমন সতীকে রক্ষা করিয়া থাকে, ধর্ম্মও সেইরূপ এ জগতে ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মও কবচস্বরূপ হইয়া রিপু ও প্রলোভনপূর্ণ সংসারে তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যান। প্রকৃত সাধুতা, প্রকৃত প্রেম যাঁহাতে আছে তিনি অতিশয় প্রলোভনময় স্থান সকল দিয়া গমন করেন, অথচ সে সকল প্রলোভন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; বরং তাঁহার পদার্পণে অসাধুতার অন্ধকার যেখানে ছিল, সে স্থানে পুণ্যের আলোক বিকীর্ণ হয়, যেখানে নরকের দুর্গন্ধ ছিল সেখানে স্বর্গের সুবাতাস বহিতে থাকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে, যে এখানেও সতীত্বের ন্যায় অভিসন্ধির বিশুদ্ধতাই সর্ব্বপ্রধান সৌন্দর্য্য। সতীর মুখ দেখিলে যেমন মনে হয়, সে হৃদয় কোন প্রকার কুটিল পথ জানে না, প্রকৃত ধার্ম্মিকের মুখ দেখিলেও মনে হয়, যে তাঁহার মন প্রাণ পবিত্রস্বরূপের চরণে সমর্পিত। প্রভুর অনুগত হওয়া ভিন্ন তাঁহার অন্য লক্ষ্য নাই। তাঁহার ভাষা ও আচরণের বর্ণে বর্ণে পংক্তিতে পংক্তিতে সরল প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রস্বরূপের ইচ্ছাধীন হওয়া ভিন্ন তিনি অন্য লক্ষ্য জানেন না, অন্য অভিসন্ধি রাখেন না, অন্য বাসনা করেন না; সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র আমাদের মস্তক শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। তাঁহাকে দেখিলে আমাদের অসাধুতা লজ্জা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সহবাসে থাকিয়া আমাদের সংসারাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত মনও উন্নত হয়। আমরা একভাব লইয়া ইহাঁদের নিকট গমন করি কিন্তু সে স্বর্গীয় সহবাসে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল থাকিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অনুভব করিতে থাকি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল লোক হইয়াছি। যেন কে হৃদয় মনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বর্গের দিকে মুখ ফিরাইয়া দিয়াছে। যেন কে মনকে লজ্জা দিয়া পবিত্র বিষয়ের চিন্তাতে রত করিয়াছে; যেন কে প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণের গবাক্ষ প্রভৃতি খুলিয়া দিয়া অন্তরের বহুদিনের সঞ্চিত দূষিত ভাব ও প্রবৃত্তি সকলকে বাহির করিয়া স্বর্গের বিশুদ্ধ বায়ু

তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছে, কে যেন হঠাৎ পুণ্যের ক্ষুধা প্রবল করিয়া দিয়াছে! এই জন্যই ভক্তেরা সাধুসঙ্গের এত গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যাহাকে দেখিলে মনে হয় এ ব্যক্তি ঈশ্বরকে চায় আর কিছু চায় না, সেই সাধু, সেই ধার্ম্মিক। এই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতাই ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সম্বল। ইহা যদি থাকে, তবেই মানুষ রক্ষিত হয়, তবে আর কিছুরই বড় অপ্রতুল থাকে না। আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই লোকে অপরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং দল বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা বাহিরের আড়ম্বর করে। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যেখানে এই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা নাই সেখানে শত আড়ম্বরেও কিছু হয় না। যেখানে আত্মম্ভরিতা, বা প্রভুত্বপ্রিয়তা, বা যশোলিপ্সার গন্ধমাত্র থাকে, সেখানে সহস্র উপায় ব্যর্থ হইয়া যায়, সেখানে বিদ্যা বুদ্ধিও বিশেষ কার্য্যে লাগে না; কিন্তু যেখানে সরল প্রেম আছে ঐকান্তিক আগ্রহ আছে, প্রাণগত ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, ঈশ্বরের উপর মন প্রাণের নির্ভর আছে, যথা জ্ঞান চলিবার সংকল্প আছে, সেখানে যদি আড়ম্বর না থাকে, ধনবল বা লোকবল না থাকে, তথাপি সেই দিকে জগতের অনুরাগ ও ভক্তি আকৃষ্ট হয়। জগদীশ্বর করুন যেন এই মহৎ সত্য আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি। আর কিছু পারি না পারি যেন মন প্রাণের সহিত সরল ভাবে তাঁহারই অধীন হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। যদি এখন ভক্তি সম্বন্ধে হীন হই ভক্তবৎসল ভক্তি দিবেন, যদি দুর্ব্বল হই ভক্তবৎসল বল দিবেন, তিনি সকল অভাব পূরণ করিবেন। তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহাকে লাভ করা ও তাঁহার অনুগত হওয়া ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা আর না থাকে।

SERMONS OF THE VENERABLE Pradhan Acharya of the Brahmo Samaj

The sermons delivered from the Vedi of the Brahmo Samaj by the Venerable Pradhan Acharya, during the years of his active ministry are the brightest jewels set in the literature of the Samaj. These sermons were delivered in that pure and excellent Bengali of which our Venerable Leader is an unrivalled master. Inquiries are frequently made about them from various parts of the country and applications for permission to translate them into the varnaculars of the different provinces have not also been wanting. In these circumistances it is considered advisable to extend their sphere of usefulness by rendering them into English, which may now be fairly regarded as the *lingua franca* of Indian thought. These sermons, it is to the sincerely hoped will be an active agent in furthering the work of religious education, which our educated, classes stand so much in need of—Ed T. B. Patrika.

SERMON 1.

11th Sravana, 1782 Sakabda.

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ॥ *

"Know that everlating Being who is worthy to be known and adorable of all, and take refuge in Him. so that death may not afflict you." Of all the calamities in this world Death is the most terrible. The grim figure of Death is ever present before us. The world is but an image of Death. Here whatever is born is subject to death; whatever grows decays. The unsteady and fleeting things of this world, and the everchanging vicissitudes of life remind us only of death. How can we be delivered from this fear and pain of death? Everywhere is to be seen the image of death. But we may become free from the fear of death by taking refuge in Him who is Immortality itself. In this world only is the fear of death, but boyondit is that Eternal Mansion. Here we are oppressed by such fears, but here again we become fearless by taking refuge in the Immortal. Strange! Living in the midst of death we can know the Immortal Being! Although we are very insignificant beings we can still obtain the shelter of that King of kings and God of gods. Living in the midst of these multiform events we are accomplishing His benevolent purposes. Many are the quadrupeds, birds, acquatic animals and other kinds of creatures that are here. They cannot know their Creator and Preserver although they are living happily through His mercy, but they cannot feel it. They are performing His work but without knowing it. Of man only is the broad and high privilege that he can consciously and willingly co-operate with His benevolent purposes. Living amidst death men only can attain to Immortality. Living in this fearful place he only can take shelter under the feet of the Lord, which alone can deliver us from fear. He only can establish relationship with Him. Being the offspring of Immortality he becomes free from all fear by depending on that Immortality. If we depend upon God, a new life is born in us, and our joy never dies. Our body and mind may be distresed, we may fall into danger or be afflicted by disease, but the joy of the spirit never grows less. If we take refuge in that Abode of Immortality, Death terrible as he is, can frighten us no more.

---

* Literally, Know that Puruscia (Spirit) who ought to be known, so that death may not afflict you.

Therefore, living in this dreadful world, do not forsake thy God. "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু ॥" "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him." Let me not live, and forsake Him. Let us not forsake Him, from whom we have obtained all objects of enjoyment and all happiness, and who forgets us not—no, not even for a single moment. Consider for a while what our fate, would have been if He had forsaken us. Where would we have been? We would by this time, have met with destruction. কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। "Who could have moved, who could have breathed if the blissful God had not existed in all space and with us." He awards joy to all. Shall we forsake Him, by whose love we have been reared up from the moment of our birth, and under whose protection we hope to live through all eternity? He is not forgetful of us; may we not forget Him; Let Him for ever remain unforsaken by us. Shall we forsake Him who is ceaselessly sending us righteousness, wealth and happiness? Is it an act worthy of a *man*? And why shall we forsake Him? Will that do us good? Have we not to suffer pain in this life, is there no danger or difficulty for us in this world, is not our body distressed, is not our mind cast down, that we can live without His protection? Is there no fear here that we shall not have to take shelter under those feet that deliver us from fear? Are there not sin and sorrow here that you will not take refuge in that Saviour of the fallen? Who will cool us when our heads burn with affliction? Who will give us courage when we become frightened in a world, beset with many causes of fear? It is only worldly infatuation that comes and estranges us from Him. Does good attend us on our forsaking Him? Without Him our virtuous acts become acts of selfishness, and our enjoyments evince ingratitude. Those who are here, listening to this sermon, must have come here in vain, if they only hear it and go away. What will it avail them, if they forget God on returning home? What is the use of their coming here, if their hearts be not elevated thereby, if their love of God be not kindled and if they do not remember Him when engaged in worldly pursuits? Have they come here only to recite holy texts in unison and listen to sermons? Have they not come here to establish a stronger union with God? What have they done, if in prosperity they do not remember His mercy; when nourished by food and drink they do not remember the giver thereof? Separated from that fountain of purity, where will you get purity? Forsaking Him, who is the fountain of righteousness, how will you profess yourselves to be righteous? Abandoning that Abode of all good, how will you be worthy of the name of good men? Surrender yourselves to him from to-day, and you will receive new life this very day.

(To be continued.)

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মসমাজে অতি নিপুণতার সহিত সঙ্গীত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ব্রাহ্মেরা এইরূপ মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর মধুর সঙ্গীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহু দিনের পর ব্রাহ্মসমাজে গায়কের একটী অভাব উপস্থিত হইল। পূরণ হইবে কি না ঈশ্বর জানেন। এক্ষণে ব্রহ্মসঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বিষ্ণুর অবসর গ্রহণে ব্যথিত হইয়া যে কএকটী কবিতা লিখিয়াছেন আমরা সাদরে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

কি গান গাহিলে বিষ্ণু! কত কাল ধরি,
ধন্য হলো কণ্ঠ তব গেয়ে সেই গান।
উঠায়েছ পরমার্থ ভাবের লহরী,
জুড়ায়েছ সবাকার তুমি মনঃ প্রাণ ॥

গানের মূর্চ্ছনা তব কতই মধুর,
গলাত হৃদয় আঁখি তোমার আলাপ।
কি আনন্দ দান তব দিয়েছে প্রচুর
জুড়ায়েছে কত শোক বিষাদ সন্তাপ ॥

"কত যে তোমার" তুমি গাহিতে যখন,
হৃদয়ের তন্ত্রী সবে দিত তাহে সায়।
"জননী সমান" গেয়ে—করিতে মগন
জননীর গুণে—ভাবে কাঁদিতাম হায়!

"নিরন্তর ভাব তাঁরে" তোমার বদনে,
অনুতাপে বিদ্ধ কিবা করিত অন্তর।
ভজিব কোথায় সদা সেই প্রিয় ধনে
তাঁরে ছাড়ি রহিয়াছি কতই অন্তর ॥

জরা আসি বাধা দিল তোমার সঙ্গীতে।
যাও তবে বৃদ্ধকালে কর গে আরাম।
গাহিলে যাঁহার নাম তিনি তব চিত্তে
থাকিয়া পুরান সদা তব মনস্কাম ॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
[চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭৬ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অসৌ বাব লোকোগৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়োধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'অসৌ বাব লোকঃ' হে 'গৌতম' 'অগ্নিঃ' 'তস্য' অগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্য 'আদিত্যঃ এব' 'সমিৎ' তেন হীদ্ধোঽসৌ লোকোদীপ্যতে অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদাদিত্যঃ। 'রশ্ময়ঃ ধূমঃ' তদুত্থানাৎ। 'অহঃ অর্চিঃ' প্রকাশসামান্যাৎ। 'চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ' অহ্নঃ প্রশমেঽভিব্যক্তঃ 'নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ' চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, ঐ দ্যুলোক অগ্নি। সেই অগ্নির আদিত্যই কাষ্ঠ। রশ্মি-সকল ধূম। দিবা তাহার জ্যোতি। চন্দ্রমা তাহার অঙ্গার এবং নক্ষত্র-সকল তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমোরাজা সম্ভবতি॥ ২ ॥

'তস্মিন এতস্মিন' যথোক্তলক্ষণে 'অগ্নৌ' 'দেবাঃ' 'শ্রদ্ধাং' অগ্নিদৈবত্যং 'জুহ্বতি' 'তস্যাঃ আহুতেঃ সোমঃ সম্ভবতি' ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন ॥ ২ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পর্জন্যোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমোবিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারাহ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'পর্জন্যঃ বাব গৌতমঃ অগ্নিঃ' পর্জন্যোনাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানীদেবতাবিশেষঃ। 'তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ' বায়ুনা হি পর্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে। 'অভ্রং ধূমঃ' ধূমকার্য্যত্বাদ্ধূমবচ্চ লক্ষ্যমাণত্বাৎ। 'বিদ্যুৎ অর্চিঃ' প্রকাশসামান্যাৎ 'অশনিঃ অঙ্গারাঃ' কাঠিন্যাৎ বিদ্যুৎসম্বন্ধাদ্বা। 'হ্রাদুনয়ঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ' হ্রাদুনয়োগর্জিতশব্দাঃ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, পর্জন্য অগ্নি। সেই অগ্নির বায়ুই কাষ্ঠ। মেঘ তাহার ধূম। বিদ্যুতেরা তাহার জ্যোতি। অশনি তাহার অঙ্গার। মেঘনিনাদ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষং সম্ভবতি' ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা সোম রাজাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয় ॥ ২ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সম্বৎসর-

এব সমিদাকাশোধূমোরাত্রিরর্চ্চির্দিশোঽঙ্গারা- অবান্তরদিশোবিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ' 'তস্যাঃ সম্বৎসরঃ এব সমিত্' 'আকাশঃ ধূমঃ' 'রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ' 'দিশঃ অঙ্গারাঃ' 'অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ॥ ১ ॥

হে গৌতম, পৃথিবী অগ্নি। সেই অগ্নির সম্বৎসরই কাষ্ঠ। আকাশ তাহার ধূম। রাত্রি তাহার জ্যোতি। দিক্-সকল অঙ্গার এবং অবান্তর দিক্-সকল তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাবর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষং জুহ্বতি' 'তস্যাঃ আহুতেঃ অন্নং সম্ভবতি' ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয় ॥ ২ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিত্ প্রাণোধূমোজিহ্বাঽর্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ' 'তস্য বাক্ এব সমিত্' 'প্রাণঃ ধূমঃ' 'জিহ্বা অর্চ্চিঃ' 'চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ' শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ॥ ১ ॥

হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি। বাক্যই তাহার কাষ্ঠ। প্রাণ ধূম। জিহ্বা তাহার জ্যোতি। চক্ষু অঙ্গার এবং শ্রোত্র তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরেতঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অন্নং জুহ্বতি' 'তস্যাঃ আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা অন্নকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রেত উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাউপস্থএব সমিদ্যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমোযোনির্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥১॥

'যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ' 'তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিত্' তেন সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। 'যৎ উপমন্ত্রয়তে সঃ ধূমঃ' স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রণস্য। 'যোনিঃ অর্চ্চিঃ' লোহিতত্বাৎ। 'যৎ অন্তঃ করোতি তে অঙ্গারাঃ' অগ্নিসম্বন্ধাৎ। 'অভিনন্দাঃ' সুখলবাঃ 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ক্ষুদ্রত্বাৎ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, স্ত্রী অগ্নি। তাহার উপস্থই কাষ্ঠ। সে যে মন্ত্রণা করে তাহা ধূম। যোনি তাহার জ্যোতি। যে "অন্তঃ" করে তাহা অঙ্গার। তাহাতে যে আনন্দ হয় তাহা বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতোজুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি তস্যাঃ আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা রেতকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতোগর্ভোদশ বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে ॥ ১ ॥

'ইতি তু' এবন্তু 'পঞ্চম্যাং আহুতৌ আপঃ পুরুষঃ বচসঃ ভবন্তি ইতি' 'সঃ গর্ভঃ' অপাং পঞ্চমঃ পরিণাম-বিশেষঃ। 'উল্বাবৃতঃ' উল্বেন জরায়ুণা আবৃতঃ বেষ্টিতঃ 'দশঃ বা' নব বা 'মাসান্' 'অন্তঃ' মাতুঃ কুক্ষৌ 'শয়িত্বা' 'যাবৎ বা' যাবতা কালেন ন্যূনেনাতিরিক্তেন। 'অথ' অনন্তরং 'জায়তে' ॥ ১ ॥

এই প্রকারে পঞ্চম-আহুত জল পুরুষ নামে বাচ্য হয়। সেই জরায়ু-পরিবেষ্টিত গর্ভ দশ মাস বা ন্যূনাতিরিক্ত কাল গর্ভে শয়ন করিয়া তাহার পরে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১ ॥

সজাতোযাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয়এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতোভবতি ॥ ২ ॥

'সঃ জাতঃ' 'যাবৎ আয়ুষং' তাবৎ 'জীবতি' 'তং' ক্ষীণায়ুষং 'প্রেতং' মৃতং 'দিষ্টং' কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টং পর-লোকং প্রতি। 'ইতঃ' অস্মাৎ গ্রামাৎ 'অগ্নয়ে এব' 'হরন্তি' পুত্রা অন্ত্যকর্ম্মাণঃ 'যতঃএব ইতঃ' আগতোঽগ্নেঃ

প্রকাশাৎ। 'হুত্বা' চ পঞ্চভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ 'সম্ভূতঃ' উৎপন্নঃ 'ভবতি' তস্মাৎ এবাগ্নয়ে হরন্তি ॥ ২॥

সেই জাত ব্যক্তি যাবৎ আয়ু জীবিত থাকে। তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে বাটী হইতে অগ্নির নিকট লইয়া যায় যে-হেতু সে অগ্নি হইতে আসিয়াছে, যেহেতু সে অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে॥ ২॥

দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা কালীন বক্তৃতা।

১১ মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৩।

কোন গৃহস্থের নিকট কোন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল যে আমি স্পর্শমণি প্রস্তুত করিতে পারি, যে সকল উপকরণে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ব্যয় এত, তুমি যদি আমাকে সে ব্যয় দেও তাহা হইলে তোমার বাটীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া দিই। সরলচিত্ত গৃহস্থ তাহাকে ঐ টাকা দিল। সন্ন্যাসী তাহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া, স্পর্শমণি প্রস্তুত করিবার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবশ্যক সেই প্রক্রিয়ার উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া স্পর্শমণি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক দিন গৃহস্থ প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখে যে সন্ন্যাসী পলায়ন করিয়াছে। গৃহস্থ প্রতারিত হইল কিন্তু স্পর্শমণি লাভের ইচ্ছা তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল না। তাহার পর শুনিল যে অমুক যোগী অমুক পর্ব্বতের উপর যোগ সাধন করিতেছেন। তিনি উহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া জানেন। সেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল তখন তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্পর্শমণি কিরূপে লাভ হইতে পারে তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল। যোগী ঐবিষয়ে যাহা জানিতেন তাহা বলিয়া দিলেন কিন্তু তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করিয়া গৃহস্থ কৃতকার্য্য হইল না। এইরূপে যোগীর পর যোগীর উপাসনা করিয়া স্পর্শমণি লাভে কৃতকার্য্য না হওয়াতে গৃহস্থ অতি বিষন্ন হইল এবং স্পর্শমণি লাভে নিরাশ হইল। তৎপরে সে শুনিল যে অমুক পর্ব্বতে একটি পরম যোগী আছেন তিনি স্পর্শমণির তত্ত্ব সকল-অপেক্ষা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যখন সে আপনার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিল তখন তিনি বলিলেন 'রে মূঢ়! তুই স্পর্শমণি লাভের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিস্, কিন্তু স্পর্শমণি তোর নিজের গৃহেই যে রহিয়াছে। যা! তোর গৃহের অমুক অলক্ষিত কোণে অনুসন্ধান কর্‌গে, তথায় আবর্জ্জনার মধ্যে স্পর্শমণি পাইয়া কৃতার্থ হইবি।'

এই আখ্যায়িকার অর্থ কি? এই আখ্যায়িকার অর্থ এই যে আত্মারূপ গৃহের অলক্ষিত কোণে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ আবর্জ্জনা-মধ্যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ স্পর্শমণি আছে; মনুষ্য সেই অমূল্য কোণের কোন সম্বাদ লয় না কিন্তু সেই কোণেই প্রকৃত স্পর্শমণি রহিয়াছে। আমরা কল্পিত স্পর্শমণির জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; প্রকৃত স্পর্শমণি যে আমাদিগের অতি নিকটে রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করি না। স্পর্শমণি আমাদিগের অতি নিকটে রহিয়াছে কিন্তু কোল-আঁধারে আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তাহার বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

স্পর্শমণি যেমন ইতর ধাতুকে ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা স্বর্ণেতে পরিণত হয় তেমনি ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি জীবনের সকল সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে সেই সকল সামান্য সম্বন্ধ অতি পবিত্র, উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করে। ইতর ধাতুতে স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা যেমন সকল অপেক্ষা মহৎ ধাতু

স্বর্গেতে পরিণত হয়, তেমনি জীবনের সামান্য সম্বন্ধ সকলে ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা যার পর নাই পবিত্র উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করে। এই স্পর্শমণি গার্হস্থ্য সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দেও তাহা যার পর নাই পবিত্র উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করিবে। গৃহই ধর্ম্মসাধনের প্রধান ক্ষেত্র। ভীরু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংসার-সংগ্রাম হইতে বনে পলায়ন করিয়া ধর্ম্মসাধন করা অতি সহজ, কিন্তু সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা অতি কঠিন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন যে সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিবে। গৃহ ধর্ম্মসাধনের প্রধান ক্ষেত্র এইটি মনে করিলে গৃহ কি পবিত্র বস্তু বোধ হয়! তখন গৃহ সম্বন্ধীয় সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেমন এক নবীন মনোহর বেশে আমাদিগের নিকট দেখা দেয়! তখন দাম্পত্য সম্বন্ধ কি মনোহর বলিয়া জ্ঞান হয়! দুইটি আত্মা আমরা একত্রে যত্ন করিয়া সেই অমৃত নিকেতনের দিকে ধাবিত হইতেছি ইহা মনে করিলে দাম্পত্য সম্বন্ধের গুরুত্ব তখন আমরা বিলক্ষণ অনুভব করি। এরূপ মনের অবস্থা হইলে কন্যা কি পুত্রকে ঈশ্বর-দত্ত-নিধি জ্ঞান হইয়া তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে আমরা কি আগ্রহের সহিত যত্ন করি। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি প্রতিবাসীর সাং... সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে সেই সম্বন্ধ কি সুখের আকর বোধ হয়! তখন প্রতিবাসীর উপকার সাধন করিতে কত উৎসাহ হয়! তখন ঐ সম্বন্ধ কি পবিত্র ও মহৎ বলিয়া বোধ হয়! বন্ধুর সহিত সম্বন্ধে ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা কি মহৎ বেশ ধারণ করে! ধর্ম্মোৎপাদ্য বন্ধুতার ন্যায় সুখের আকর আর জগতে নাই। আমরা উভয়ে সেই প্রিয়তম ঈশ্বরের উপাসক, ইহা মনে করিয়া বন্ধুতাবন্ধন কি দৃঢ় হয়! এরূপ বন্ধুতাতে কোন ঈর্ষা জন্মিতে পারে না। যত লোক ঈশ্বরকে ভাল বাসুক না কেন, তাহাতে ঈর্ষা উপস্থিত না হইয়া, বরং আহ্লাদের সঞ্চার হয়। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি বন্ধুতা সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা বন্ধুর দোষ ক্ষমা করিতে আমাদিগকে কতই না উৎসুক করে। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি স্বদেশপ্রেমে ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা কি উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করে! আমি স্বীকার করি যে নাস্তিক ও সংশয়বাদীরা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী হইতে পারেন কিন্তু ধর্ম্মভাব যেমন স্বদেশপ্রেমীকে স্বদেশের হিতসাধন জন্য কষ্ট সহ্য করিতে পারগ করে এমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। যত যত ভুবন-বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমী মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্ম যেমন স্বদেশের জন্য শোণিত দিতে, স্বদেশের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে সমুৎসুক করে এমন আর অন্য কিছুই নহে। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি সমস্ত মনুষ্যের সহিত বিশ্বজনীন সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে সে সম্বন্ধ কি মহৎ বোধ হয় তাহা বলা যায় না। তখন সমস্ত পৃথিবীকে গৃহ জ্ঞান হয় ও সমস্ত মনুষ্য সেই পরম পিতার সন্তান বলিয়া ভ্রাতাস্বরূপ বোধ হয়। তখন মনুষ্যবর্গের উপকার সাধন করিতে কি উৎসাহ জন্মে! তখন স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান থাকে না, লোক পাইলেই তাহার উপকার করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি সাধারণতঃ মানব জীবনে ছোঁয়াইয়া দিলে মানব জীবনের দুঃখ কষ্ট, দুঃখ কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তখন দুঃখকে ছদ্মবেশধারী সুখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন এই পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন এই সামান্য সূর্য্যের কিরণ এক অভূতপূর্ব্ব রমণীয় বেশ ধারণ করে। তখন বোধ

হয় জীবনের আর শেষ হইবে না, তখন নিশ্চয় রূপে জ্ঞান হয় ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে কখন বিনাশ করিবেন না, তাঁহার সহিত এখানে যে প্রীতি-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল তাহা অনন্ত কাল চলিয়া যাইবে, তাহার আর শেষ নাই, তাহা বরং উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া ক্রমশঃ অপার সুখের কারণ হইবে। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি এই অধম জীবনে ছোঁয়াইয়া দিলে বোধ হয় যে ইহা অনন্ত জীবনের দ্বার মাত্র, সেই অনন্ত জীবনে কত স্বর্গের পর স্বর্গ আমাদিগের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি সামান্য বস্তুকে কি মহৎ বস্তুতে পরিণত করে তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ। উৎসব কি সামান্য পদার্থ! পুত্র হইলে লোকে উৎসব করে, বিবাহের সময় লোকে উৎসব করে, শোণিত-পিপাসু সেনাপতি জয় লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে লোকে উৎসব করে, প্রজাপীড়ক রাজা নগরে আগমন করিলেও লোকে উৎসব করে। এই ত উৎসব পদার্থ! অতি পার্থিব! অতি সামান্য! কিন্তু ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি উহাতে ছোঁয়াইয়া দিলে উহা যে কেমন মহৎ বেশ ধারণ করে তাহা বলা যায় না! আমরা এখানে যে কয়েক ব্যক্তি এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত আছি আমরা সকলেই সেই প্রিয়তম ঈশ্বরের উপাসক উহা মনে করিয়া আমাদিগের আনন্দ কিরূপ বর্দ্ধিত হয় তাহা বলা যায় না। যেমন শত শত কাচময় পদার্থে এক প্রদীপের আলোক প্রতিফলিত হইলে পরস্পরের আলোক পরস্পর বৃদ্ধি করিয়া এক মহান্ আলোক উৎপাদন করে তেমনি অদ্য আমাদিগের পরস্পরের আনন্দ পরস্পরকে বর্দ্ধন করিয়া একটি মহান্ পবিত্র আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, সেই মহান্ আনন্দ-রূপ সমুদ্রের অতি উচ্চ তরঙ্গ সেই ঈশ্বরের দিকেই উল্লম্ফন করিতেছে।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদিগের প্রকৃত স্পর্শমণি, তুমি দরিদ্রের স্পর্শমণি, তোমাকে পাইয়া ত আমাদিগের কিছুরই অভাব বোধ হয় না। তুমি থাক, আর আমাদিগের যাহা কিছু বিষয় বিভব আছে তাহা সকলই যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই। তুমি আমাদিগের গৃহে চিরকাল অবস্থান করিও, তাহা হইলে আমাদিগের সকল অভাব দূরীকৃত হইবে। হে বিপদের কাণ্ডারী! যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন যেন আমরা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকি যেহেতু এই ব্রহ্মানন্দরূপ স্পর্শমণি বিপদকে সম্পদে পরিণত করে। কৃচ্ছ্র সময়ে যেন আমাদিগের আনন্দ আরো উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে এই তোমার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বর্দ্ধমান ত্রয়োবিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৪ শক। ২১ ফাল্গুন রবিবার।

আত্মার কি দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা, কি দুরতিক্রমণীয় পরাক্রম! এই অধোলোকে আত্মার জন্ম, কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম লোক সকল তাহার গম্যভূমি। নিম্নে এই ধরাতল, তাহার অন্নপান সমূহের অধঃপতনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, উপরে জ্বলন্ত সূর্য্য, ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তৎসমূহের ঊর্দ্ধগমনের সোপান অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। দুস্তর মহাসমুদ্র, পৃথিবীকে বলয়াকারে বেষ্টন করত মনুষ্যের ভোজ্যপানীয় অপহরণ-দ্বার রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এদিকে ঋতুভেদে ভূমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে অশেষবিধ অন্নপান তাহার সম্মুখে

ধারণ করিতেছে, কিন্তু মনুষ্যের এমনই দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা যে, সে তৎসমুহ উদরসাৎ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছে না। শরীরের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য মনুষ্য, এই অপর্য্যাপ্ত অন্নপান গ্রহণ করে, আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্ষুধায় আকুল, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া ভোজ্যপান সংগ্রহের জন্য উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মনুষ্য পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্রাংশ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে, অবশিষ্ট বৃহৎ আয়তন জল-স্থল, পর্ব্বত-অরণ্য হইতে অবিশ্রামে দিবারাত্রি তাহার ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল আহরিত হইলেও এককালে তাহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইতেছে না। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণাতে আকুল। মনুষ্যের যে পার্থিব নশ্বর শরীর, অধিক হয়ত শতবর্ষই পৃথ্বীতলে অবস্থান করিবেক; যখন অশেষ ভুভাণ্ডার তাহার অভাব মোচন করিতে পারে না, তখন তাহার যে অবিনশ্বর আত্মা চিরকাল—অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতির উপর উন্নতি লাভ করিবে, তাহার সেই চির-উপযোগী—চিরতৃপ্তিকর অন্নপান এখানে কোথায় বর্ত্তমান? পৃথিবীতে বিবিধ রসযুক্ত নানা প্রকার ফল মূল শস্যাদি উৎপাদিত হইতেছে, মনুষ্যের তন্মধ্যে কখন একটির প্রতি বিশেষ আসক্তি, অপরটির প্রতি বিরাগ; কোনটি লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ, কোনটির প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা দৃষ্ট হয়। অদ্য যেটি তাহার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তি-প্রদ, কল্য আবার সেইটিই অতৃপ্তিকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। জড়-শরীর-পোষণ বিষয়েই যখন তাহার অতৃপ্তি-জনিত এইরূপ রুচি-বৈচিত্র—ইচ্ছা-বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়, তখন তাহার মনের ক্ষুধা নিবারণ বিষয়েও যে ঐরূপ প্রবৃত্তি-বৈষম্য থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

অজস্র ফল-মূল-শস্য যেমন মনুষ্যের শারীরিক ক্ষুৎপিপাসা এককালে নিবারণ করিতে পারে না, তেমনই বিচিত্র বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখও তাহাকে চিরতৃপ্তি দানে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া দিবারাত্রি সুখ-রত্ন অযাচিতরূপে তাহার অন্তর-প্রবিষ্ট হইতেছে, কিন্তু সে একাকী তাহা সম্ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। বিবিধ ভোগ-ঐশ্বর্য্যেও তাহার দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও তাহার হৃদয়ে তৃপ্তি নাই—শান্তি নাই—আরাম নাই। মধুকর যেমন মধু-লোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে, মনুষ্যও সেইরূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। সুখ-লাভের জন্য দিনযামিনী তাহার আর বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই; আহরণ অধ্যবসায়েরও ইয়ত্তা নাই। সে যদি পার্থিব অন্নপান-জনিত সুখের প্রার্থী হইত; বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখ যদি তাহার সর্ব্বস্ব হইত, তাহা হইলে সে পশুর ন্যায় ভূমণ্ডলের প্রতিই অধোমুখ হইয়া থাকিত। কুসুমদল-প্রবিষ্ট মুগ্ধ মধু-মক্ষিকার ন্যায় সে বিষয়ের কীট হইয়াই অবস্থান করিত। সে পশু-ভোগ্য সুখের একান্ত অভিলাষী নয় বলিয়াই উন্নত মস্তকে অবস্থান করিতেছে। সে মহত্তর উচ্চতর সুখের জন্য তৃষ্ণাতুর বলিয়াই—সেই দুর্নিবার্য্য পিপাসা শান্তির নিমিত্ত কেবল সম্মুখেই দৃষ্টিপাত করিতেছে। নবপ্রসূত শিশু জরায়ু-অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ পূর্ব্বক যেমন প্রথমে ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু উন্মীলন করে, তেমনই সংসার-সুখে ভুক্তভোগী আত্মাও অশান্তি ও অতৃপ্তি নিবন্ধন নিরাশ ও হতাশ হইয়া কেবল জ্যোতির্ম্ময় উন্নত ধামের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পক্ষি-শাবকের যতদিন পক্ষপুট

নির্গত না হয়, ততদিনই যেমন সে সংকীর্ণ কুলায় মধ্যে বিমুগ্ধ হইয়া অবস্থান করে; পক্ষদ্বয়-শোভিত ও সবল হইলেই যেমন সে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিবার জন্য আকাশ-পথে উড্ডীন হয়, মনুষ্যেরও সেইরূপ যতদিন না শরীর সবল, মন সতেজ, এবং আত্মার বৃত্তি প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়, ততদিনই সে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। পার্থিব বস্তুতেই তাহার অনুরাগ ও আসক্তি দৃষ্ট হয়। যত তাহার মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, ততই সে ধরণি-বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সুখ-পিপাসায় উত্তেজিত হওত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সুখ প্রভৃতির স্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, এইরূপে যখন সে পার্থিব-সুখে নিরাশ হয়, তখনই তাহার আত্মা বিহঙ্গের ন্যায় সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। তখনই সে এই মলিন ও নিষ্প্রভ ভূমণ্ডলে অবস্থান করিয়াও সেই জ্যোতির্ম্ময় উন্নত ধামের প্রতি দৃষ্টি করিতে থাকে। তখন সে আর পশ্চাতে দৃষ্টি করে না, তাহার দৃষ্টি তখন সম্মুখে—তাহার গতি তখন অগ্রেই। পৃথিবীতে উপর্য্যুপরি এক-বিধ সুখ, এক প্রকার আনন্দ একাদিক্রমে সম্ভোগ করিয়া প্রার্থিত সুখলাভে নিরাশ হইয়া, সেই ভুক্তভোগী আত্মা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"

ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই, যিনি ভূমা, যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ। মনুষ্য হইতে পৃথিবী যতই কেন আকার—আয়তনে বৃহত্তর ও মহত্তর হউক না, আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির পক্ষে ইহা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। এখানকার সুখ-সাগর আত্মার বিহার-বিচরণ পক্ষে অতীব অগভীর—নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। যতদিন নরদেহ সংরচন-অবস্থায় অবস্থান করে, ততদিনই, যেমন জননী-জরায়ু তাহার প্রকৃত অবস্থান-ভূমি, পুষ্ট পোষিত হইলেই সে যেমন সেই সঙ্কীর্ণ স্থান ভেদ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়; তেমনই যতকাল না আত্মা উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়, ততদিনই পৃথিবী তাহার উপযুক্ত স্থান। একবার তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইলে—একবার তাহার দুর্নিবার্য্য সুখতৃষ্ণার উদ্রেক হইলে, দন্তবিশিষ্ট শিশু যেমন আর নিরবচ্ছিন্ন স্তন-দুগ্ধে পোষিত হইতে ইচ্ছা করে না—সে অন্যবিধ পুষ্টিকর ভোজ্য পানীয়ের জন্য চিৎকার করে; আত্মাও সেইরূপ এখানে যত হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়—তাহার আশা অধিকার যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সে পরীক্ষাতে পার্থিব-সুখের সঙ্কীর্ণত্ব অসারত্ব অনুভব করিয়া নবতর কল্যাণতর অন্ন—নির্ম্মলতর পবিত্রতর পানীয় লাভের জন্য উত্তেজিত হয়। তখন তাহার সেই দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের যত্নচেষ্টা হইতে কেহই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সে তখন মাতা বসুন্ধরার নিষেধ-নিবারণে দৃকপাতও করে না। তাহার নিকট হইতে প্রলোভনীয় পদার্থ সকল মুহুর্মুহুঃ উপহার প্রাপ্ত হইয়াও সে আর তাহাতে মুগ্ধ বা মোহিত হয় না। তাহার দৃষ্টি তখন মহানের প্রতি—সেই ভূমারই প্রতি নিপতিত হয়। তখন সে প্রতি নিশ্বাসে সেই অনন্ত-সুখ-প্রস্রবণের নবতর কল্যাণতর বারি পান করিবার জন্য ধাবিত হইতে থাকে। তখন সে সেই অমৃতবারির আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে থাকে

"রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

"সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।" সংসার-সুখে তৃপ্তি নাই, তাহা পরীক্ষাতেই প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া সেই সুখের অনন্ত-সাগরে, সেই আনন্দের

অশেষ প্রস্রবণে—সেই অমৃতের সুগভীর আকরের প্রতি আত্মা ধাবিত হয়!

পৃথিবীতে মনুষ্যগন প্রার্থনীয় বস্তু লাভের জন্য পুনঃপুনঃ যত্নচেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে, সে নিরাশ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভোজ্য পানীয় সংগ্রহে আত্মার যত্ন চেষ্টার বিরাম ও বিশ্রাম নাই। শিশু যেমন বিচরণ-সুখ অনুভব করিয়া প্রতি পদবিক্ষেপে নিপতিত হইলেও আবার উত্থিত হয়, আবার সহাস্য বদনে পদসঞ্চালন করে, আত্মাও তেমনই একবার সেই অমৃত-রসের আস্বাদন পাইলে, সহস্রবিধ দুঃখ বিপত্তি শোক সন্তাপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সে তল্লাভেই অগ্রসর হয়, কদাচ তাহা হইতে নিবৃত্ত ও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহার সেই দুর্নিবার্য্য পরাক্রমকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। সমুদ্র-উচ্ছ্বাস বরং নিবারণ করা যায়, তুরঙ্গ মাতঙ্গের গতিও বরং স্থগিত করা যায়, বিদ্যুৎ-বিক্রমও মন্দীভূত করা যাইতে পারে কিন্তু আত্মার আধ্যাত্মিক অন্নপান সংগ্রহ বিষয়ে দুরতিক্রমণীয় পরাক্রমকে কোন রূপেই বাধা দেওয়া যায় না। সে সুখ-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া বীর-বিক্রমে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে সূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতি, পৃথিবীর অন্ধকার তিরোহিত করিতেছে, কিন্তু তাহার সুতীক্ষ্ণ রশ্মি-শর সামান্য জড় পদার্থকে ভেদ করিতে পারে না। যে সমুদ্র-প্রবাহ সমগ্র ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রখর প্রবাহ, উদরস্থ মগ্ন গিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না, যে বিদ্যুৎ-অগ্নি বন উপবন সকলকে স্পর্শমাত্র ভস্মীভুত করিয়া ফেলে, হিমাদ্রি-সন্নিধানে তাহার বিক্রমও মন্দীভুত হইয়া যায়, যে বহুযোজন-ব্যাপী হিমাচল মেঘমালা বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে কদাচ চন্দ্রসূর্য্য-মণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু আত্মার বল দেখ; সে সমগ্র দুর্ভেদ্য জড়-আবরণ ভেদ করিয়া—সমুদয় প্রাণি জগৎ অতিক্রম করিয়া—সে অদৃশ্য মনোরাজ্য উল্লঙ্ঘন করিয়া—সে বুদ্ধি-বিজ্ঞান-সাম্রাজ্য নির্ভেদ করিয়া আত্ম-নিকেতনের অন্তর-নিহিত সেই অমৃতখনি—সেই দুর্নিবার্য্য পিপাসার শান্তি-প্রস্রবণ পরব্রহ্মকে লাভ করত স্বীয় দুরতিক্রমণীয় বিক্রমের কি পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করিতেছে! এমন অনুপমেয় বল-বিক্রম আর কাহারও দেখা যায় না। পঞ্চ-কোষ নির্ভেদ পূর্ব্বক সেই সারতম অন্তরতম রত্ন-লাভের শক্তি, আত্মা ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অযুত অগণ্য জীবের মধ্যে আর কার সাধ্য যে জ্বলন্ত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু আত্মার চক্ষু কি জ্যোতিষ্মান! সে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দূরে থাকুক, সে সূর্য্য চন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ সেই জ্যোতির্জ্যোতি ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে যে "যিনি চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্র-তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারকই যাঁহার শরীর, তিনিই অমৃত স্বরূপ তিনিই আনন্দ স্বরূপ।" সূর্য্য চন্দ্র তাঁহারই জ্বলন্ত জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া—তাঁহারই অমৃত আনন্দভাবের ছায়া মাত্র বিস্তার করিয়া পৃথিবীতে জীবন-জ্যোতি সুখ-আনন্দ প্রচার করিতেছে। আত্মার একি দুরতিক্রমণীয় পরাক্রম! সে এক দৃষ্টিতে সূর্য্য চন্দ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী, সকল ভুবনের অন্তরাত্মাকে স্বীয় আত্মস্থ করিয়া সন্দর্শন করিতেছে——কেবল সন্দর্শন করিতেছে না, তাঁহাকে পূর্ণ প্রভায় অবলোকন করত তাঁহার বরণীয় জ্ঞানশক্তি ধ্যান করিতেছে। তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম-যোগ নিবদ্ধ করত অহর্নিশি যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়া দুর্নিবার্য্য সুখতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে।

এই যে আজ এখানে শত শত আত্মা সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি? সংসারের নিকটহইতে নিরাশ হইয়া, বিষয়দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া আত্মার দুর্নিবার্য্য সুখ-তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য এই ব্রহ্মক্ষেত্রে——এই উৎসব-সমাজে সকলে আগমন করিয়াছেন। একি মনোহর দৃশ্য——একি পরমাশ্চর্য্য দেবস্পৃহনীয় ভাব! মনুষ্য পৃথিবীর জীব হইয়া পার্থিব বস্তুতে পরিতৃপ্ত হইতেছে না। সে দেবভোগ্য ব্রহ্মানন্দ উপভোগের জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে অবস্থান করিতেছে। আশ্চর্য্য! সে কি স্বরবিক্রমে এই শরীর, এই প্রাণ, এই মন, এই বিজ্ঞান, এই আত্মরূপ দুর্ভেদ্য পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া জগতের অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করত অসীম বিশ্ব-সংসারকে তাঁহাতে এবং তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে স্তম্ভিতভাবে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! ইহাতেই আত্মার দুর্নিবার্য্য পিপাসা দুরতিক্রমণীয় পরাক্রম প্রকাশ পাইতেছে।

হে দেব! এই উৎসব-ভূমিতে আত্মার জয়ে কেবল তোমারই জয়,—তোমার ধর্ম্মেরই জয় ঘোষিত হইতেছে। হা জগদীশ! তোমার অতুলন স্নেহ করুণা সন্দর্শন করিয়া যে হৃদয় স্তম্ভিত হইতেছে——বাক্য যে নিরোধ হইয়া যাইতেছে। তুমি মনুষ্যের ভোগের জন্য এই ভূলোক দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াও নিরস্ত নহ, তুমি অসীম সুখ-সামগ্রী বিধান করিয়াও যে ক্ষান্ত নহ, তুমি যে আপনাকে দান করিয়া ক্ষুধিত পিপাসিত আত্মার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতেছ! ধন্য ধন্য তোমার করুণা! ধন্য ধন্য তোমার দয়া!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্তদর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

(১) ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি শরীর ও তদ্ভোগ্য সংসার এই উভয়ই মায়িক এবং প্রকৃতির বিকার। আত্মজ্ঞানোদয়ে তাহা যে কেবল মরণান্তে নিত্যকালের নিমিত্ত রহিত হয় এমত নহে, জীবন কালেও তাহা জ্ঞানতঃ বিচারতঃ ও অনুভবতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে বেদান্ত শাস্ত্র সংসার ও দেহবীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে মায়া এবং অজ্ঞান কহেন। যখন মূলটি মায়া ও অজ্ঞান হইল, তখন তাহার বিকারস্বরূপ সংসার ও দেহও মায়া ও অজ্ঞানস্বরূপ মাত্র। সুতরাং পরমার্থতঃ তদুভয় মিথ্যা। আত্মার অস্তিত্ব যেরূপ সত্যস্বরূপ, তদুভয়ের অস্তিত্ব সেরূপ সত্যস্বরূপ নহে। তাহা কেবল আত্মবিরোধী বিপরীত জ্ঞানজন্য। বাসনা ও ভোগরূপিণী প্রকৃতি সেই বিপরীত জ্ঞানের কারণ। কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই সেই বিপরীত জ্ঞানটির অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন এই যে সংসার দেহ যদি স্বরূপতঃ মিথ্যা হইল, তবে সত্যবস্তুস্বরূপ আত্মার সহিত তাহার পরস্পরাধ্যাস কিরূপে সম্ভবে? প্রথমতঃ "সারূপ্যনিমিত্তাশ্চাধ্যাসাভবন্তি" কোন এক অংশে সাদৃশ্য ব্যতীত ভ্রম বা অধ্যাস জন্মে না, দ্বিতীয়তঃ "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণরূপ যে জ্ঞান, সময়ান্তরে অন্য পদার্থে তাহার আভাস অনুভবের নাম অধ্যাস। এখন সন্দেহ এই যে মিথ্যাস্বরূপ সংসার ও দেহ, আর সত্য-স্বরূপ আত্মা, এ উভয়ে সাদৃশ্য কোথা? যাহা নাই অন্যেতে তাহার ভ্রম বা

১ শরীরাভিমান ভ্রম মাত্র। প্রকৃতিই সে ভ্রমের কারণ।

তাহাতে অন্যের ভ্রম কিরূপে সম্ভবে? তাহার স্মরণও সম্ভবে না। এবং সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান অন্য পদার্থে অধ্যস্ত হওয়া অসম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সংসার ও দেহাদির বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহা আকাশকুসুমবৎ অভাবরূপী নহে। কিন্তু "জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং।" তাহা জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপী পদার্থ, তাহাই মায়া, আর "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" সেই মায়াই প্রকৃতি। "অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং" সেই মায়া, বা প্রকৃতির নামান্তর অজ্ঞান। তাহা অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়। উহা ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মাত্র। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" উহা ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি এবং স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ দ্বারা বেষ্টিতা। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ঈশ্বরের সেই শক্তি মহতী এবং বিচিত্রা। জীবাত্মা চিরকাল তাহার মধ্যে এবং তাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া কোটি কোটি সংসার ও দেহ উপভোগ করিয়াছেন এবং কুসুমাদি হইতে বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় সেই সমস্ত দেহের ও সংসারের সূক্ষ্মাংশস্বরূপ মন-প্রধান সূক্ষ্মদেহ এবং বাসনাপ্রধান অজ্ঞান প্রকৃতিকে সংস্কাররূপে জন্মজন্মান্তরে বহন করিয়া আনিতেছেন। বীজ আর বৃক্ষে যেমন প্রবাহরূপ সম্বন্ধ ঐ মায়া বা অজ্ঞান-প্রকৃতির সহিত জীবের দেহধারণ ও সংসারভোগের সেইরূপ প্রবাহরূপ সম্বন্ধ। অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনাদি-বিশিষ্ট দেহ ও মনোনিহিত বাসনা চেতনবৎ পদার্থ এবং জীব তৎসমস্ত প্রবাহক্রমে দৃষ্টি ও সংস্কাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছে। ব্যবহার-ক্ষেত্রে সে সমস্ত পদার্থ অলীক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ের ন্যায় সত্য। জীবাত্মাও "অস্মৎ" জ্ঞানের বিষয়। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মায়িক পদার্থ জীবাত্মার সহিত মায়ানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান। এই সমস্ত কারণে তৎসমস্তের সহিত জীবাত্মার কিয়দংশ সৌসাদৃশ্য আছে, এবং তাহাদের আভাস জীবাত্মাতে প্রতিফলিত হইয়া দেহাত্মজ্ঞান ও সংসারাভিমান জন্মে। এরূপ অভিমান না থাকিলে সৃষ্টিসংসার বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। "নচ অনধ্যস্তআত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে"

যে দেহের সহিত আত্মার পরস্পর অধ্যাস না হইয়াছে সে দেহেতেও কোন ব্যবহার হয় না। এবং সে আত্মারও কোন কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। অতএব অধ্যাসই জীবত্ব ব্যবহারের হেতু। কিন্তু জীবাত্মাতে আত্মজ্ঞানের উদয়মাত্রে বাসনা ও মনের সহিত সংসার ও দেহ-ভ্রম নিরস্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃতি-রাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবাত্মা আত্ম-রাজ্যে প্রবেশ করেন। এতাবতা সত্যবস্তুস্বরূপ আত্মার সহিত মায়াবিরচিত পরমার্থতঃ অসত্য দেহাদির পরস্পরাধ্যাস অসম্ভব নহে।

২ আর এক কথা বিচার-সাপেক্ষ। ভ্রমজন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান সে জ্ঞান এক জাতীয়; আর, উপমাজন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর গুণ-সদৃশ কোন আরোপিত গুণবিশেষের তাৎপর্য্যজ্ঞান অন্য জাতীয়। ভ্রমজ্ঞানস্থলে উভয় পদার্থের মধ্যে যে প্রভেদ সে বোধ থাকে না। কিন্তু উপমাস্থলে উভয়েরই ভেদ স্পষ্ট জানা থাকে। সর্প আর রজ্জুর মধ্যে যে প্রভেদ, দ্রষ্টার সেই প্রভেদজ্ঞান যে সময়ে না থাকে সেই সময়েই তাহার রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। ভ্রমজ্ঞানের এই লক্ষণ। কিন্তু উপমাস্থলে যে আরোপিত গুণের জ্ঞান তাহা ভ্রম নহে। তাহাকে গৌণ বলে। সিংহ শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্য সিংহ নামক পশুতে। কিন্তু কোন

২ দেহাভিমান "গৌণবুদ্ধি" নহে কিন্তু ভ্রমমাত্র। সে ভ্রম নিবারণে মোক্ষ হয়।

পুরুষের শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি সিংহ-গুণ-তুল্য কোন গুণ প্রকাশার্থে যখন সেই পুরুষের প্রতি সিংহ শব্দের প্রয়োগ হয় তখন তথা উপমা মাত্র উদ্দেশ্য। সে স্থলে সিংহ শব্দের তাৎপর্য্যকে গৌণ তাৎপর্য্য বলা যায়। এরূপ গৌণ-তাৎপর্য্য-গ্রহণ ভ্রম-জ্ঞান নহে। সিংহ ও পুরুষে যে ভেদ এই উপমা বা গৌণার্থ দ্বারা সে ভেদ-জ্ঞানের ব্যত্যয় হয় না। এই ক্ষণে প্রশ্ন এই যে জীবাত্মার যে দেহাভিমান তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রম? কি পুরুষের সিংহসদৃশ গুণের ন্যায় গৌণ-বুদ্ধি মাত্র? উত্তর, আত্মা আর দেহেতে যে অনাদি ভেদ প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভেদ-জ্ঞান-অভাবেই আত্মার দেহাভিমান জন্মে। সুতরাং সেরূপ দেহাভিমানরূপ জ্ঞান ঔপমেয় বা গৌণ নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা সর্প স্বতন্ত্র পদার্থ আর রজ্জু স্বতন্ত্র পদার্থ, এই ভেদ-জ্ঞান উদয় মাত্রে যেমন রজ্জু-আশ্রিত সর্প-ভ্রম নিবারিত হয়, সেই রূপ দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ এবং আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ এই পরম-ভেদ-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম মাত্রে আত্মার দেহাভিমান বিদূরিত হয়। সুতরাং দেহাভিমান কেবল ভ্রমমূলক।

"তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বসিদ্ধং জীবতোপি বিদুষোঽশরীরত্বং"

অতএব আত্মার সশরীরত্ব কেবল মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্ত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সেই মিথ্যাজ্ঞানটি না থাকায় তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও অশরীরত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মার যেমন অশরীরত্ব সিদ্ধ, সেই রূপ অসংসারিত্বও সিদ্ধ। তাঁহাতে জাতি, গুণ, বর্ণাশ্রমাচার, যজমানত্ব প্রভৃতি সকলই মিথ্যাজ্ঞানজন্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানী এই সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করেন। তাদৃশ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা ব্রহ্মাত্মভাবসম্পন্ন হয়।

"সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোঽকর্ণ ইব, সবাগবাগিব, সমনা অমনাইব, সপ্রাণোঽপ্রাণইব"

তখন তিনি এই সংসারে চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণের ন্যায়, বাক্য থাকিতেও বাক্যহীনের ন্যায়, মনসত্ত্বেও মনরহিতের ন্যায়, এবং প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণের ন্যায় নিঃস্বার্থ হইয়া বিচরণ করেন। দর্শন, শ্রবণ, বাক্য কথন, মনন, এবং প্রাণন প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়া করেন তাহা সাংসারিক সঙ্কল্প-বর্জিত হইয়া করিয়া থাকেন। কেননা তখন তিনি একমাত্র ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, সুতরাং সাংসারিক ভোক্তৃত্ব, ভোগায়তন, ও ভোগ্য পদার্থ সমুদয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এতাদৃশ অবস্থায় যে ব্রহ্মভাব প্রকাশ পায় তাহা কখন কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। তাহা যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার ফল বা অঙ্গ হইতে পারে না এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ কোন ক্রিয়ারও বিষয় হইতে পারে না। তাহা একমাত্র বস্তুতন্ত্র জ্ঞান এবং তাহার প্রকাশ সমস্ত প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের বিনাশক। পরমাত্মাস্বরূপ সেই পরম বস্তুই জ্ঞানস্বরূপে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলেরও পরম্পরা তাঁহাতেই উদ্দেশ্য। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ, জগৎকারণ, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা এবং মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ, সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সমন্বয় দ্বারা তাহাই জানা যায়। তন্মধ্যে নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতি সমূহ যাহা তাঁহার পরমাত্মীয় বস্তুস্বরূপত্বকে প্রতিপন্ন করে তাহারই প্রাধান্য। কেননা তাঁহাকে এক মাত্র পরমাত্মা রূপে জানিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান; আর তাঁহার জগৎকারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, ফলদাতৃত্ব প্রভৃতি ভাব শ্রুতি ও যুক্তিসঙ্গত পরোক্ষজ্ঞান মাত্র। বেদশাস্ত্র কামধেনু।

অধিকারী বিশেষে তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই এক ব্রহ্মকেই নানা প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। নতুবা কেবল ঈশ্বরশূন্য ক্রিয়া বা কর্ম্মফল মাত্রে বেদের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। সমস্ত বেদ কেবল ব্রহ্মপর।

ইতি চতুর্থাধিকরণে চতুর্থ সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রেরিত।

এক্ষণে দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি জন্য কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্থানে স্থানে সভাও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমরা দেশীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী। দেশীয় চিকিৎসার যাহাতে উন্নতি হয় আমরা কায়মনোবাক্যে তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ঐরূপ একটী আয়ুর্ব্বেদীয় সভায় যে বক্তৃতা পাঠ করেন আমরা তাহা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"নিরবচ্ছিন্ন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি-সাধন-জন্যই যে এই আয়ুর্ব্বেদীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারা এখনই যে বিজ্ঞাপনী পঠিত হইল, তৎশ্রবণে তাহা সকলেরই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে এতদ্দেশীয় জনগণের নিতান্ত প্রকৃতির উপযোগী এবং একান্ত অবস্থার অনুকূল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তাহা সকলেই প্রতিদিনের পরীক্ষাতেই সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ যদি যথার্থই আমারদের প্রাণদ ও কল্যাণ-প্রদ না হইত, তাহা হইলে ভারতের দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মধ্যে কোন-রূপেই ইহা বর্ত্তমান থাকিত না। আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্বই, তাহার সারবত্তার একমাত্র অমোঘ প্রমাণ। এই বঙ্গভূমিতে——এই ভারতবর্ষে যত দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, যত বিজাতীয় চিকিৎসার বহুল প্রচার হইতেছে, ততই আয়ুর্ব্বেদের অতুলন প্রভা দীপ্তি পাইতেছে। সত্য কখনই প্রচ্ছন্ন থাকে না; বৈজ্ঞানিক-সত্যপ্রিয় অনুসন্ধিৎসু ইংরাজজাতি আপনাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রকে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় চিকিৎসকগণের সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদ হইতে অনেক সত্যই সংহরণ করিয়াছেন। ভারত-ভূমির অনেক খনিজ উদ্ভিদ পদার্থকে ঔষধ-উপাদান-রূপে ব্যবহার করিতেছেন, তথাচ আয়ুর্ব্বেদ-রূপ অশেষ-রত্ন-খনি এখনও রত্ন-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদানুমত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এমনই সহজ এবং এমনই অল্পব্যয়-সাধ্য যে, কলিকাতার প্রধানতম জনৈক চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিৎ ইংরাজ অধ্যাপক বলিয়াছেন যে "আমার ইচ্ছা হয়, যে এতদ্বিষয়ে আমি বিশেষ শিক্ষা লাভ করি।" শুদ্ধ ইনিই কেন, অনেকানেক নিরপেক্ষ চিকিৎসক উদরাময়-প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ কয়েক বৎসর অতীত হইল, আয়ুর্ব্বেদ হইতে বিজাতীয় আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাচ সেই সেই রোগের দেশীয় ঔষধ সকল যেমন অব্যর্থ ও ফলপ্রদ, অদ্যাপিও অন্য চিকিৎসা দ্বারা তদনুরূপ ফল লাভ হইতে দৃষ্ট হইতেছে না। আয়ুর্ব্বেদের এই জীর্ণাবস্থায় সকল প্রকার-চিকিৎসকগণ-পরিত্যক্ত মৃতকল্প রোগী সকল যথা তথা যেমন আশ্চর্য্য কৌশলে দেশীয় চিকিৎসকগণ দ্বারা রোগ-মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সম্পদ্ লাভ করত আয়ুর্ব্বেদের জয়-পতাকা উড্ডীন করিতেছে, এমন আর অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে না। বস্তুতঃ প্রকৃতির বিধান-অনুসারে দেশীয় জল বায়ু, দেশীয়

অন্ন বস্ত্র, দেশীয় ঔষধ-পথ্য যেমন দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ হিতকর কল্যাণকর, এমন বিজাতীয় উপাদান-উপকরণ সকল, কোন রূপেই বিদেশীয় লোকের পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইত্যাদি নানা-কারণে এই আয়ুর্ব্বেদীয় সভা, আয়ুর্ব্বেদের বহুলপ্রচার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। অনেকেই আয়ুর্ব্বেদকে কেবল বৈদ্য-জাতির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া, সাধারণের শিক্ষণীয় করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন। অনেকেই আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, অনেকেই ভৈষজ্য উদ্যান-প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, অবশ্য এসকল সাধু ইচ্ছা নিতান্তই প্রশংসনীয়, তাহার আর সংশয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা-প্রভাবে আমরা কার্য্য হইতে ভাবে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছি, অধিকার হইতে আশাতে সবিশেষ উন্নতি-লাভ করিতেছি, শক্তি-সামর্থ্য-যোগ্যতা হইতে প্রার্থনা বিষয়ে বিলক্ষণ সুপটু হইয়া উঠিয়াছি, অনুষ্ঠান হইতে বাক্য-জল্পনায় আমরা বিশেষ পারদর্শী হইয়াছি! আমরা আমাদের নিজ নিজ বল-বুদ্ধি, এবং জন-সমাজের উৎসাহ-অনুরাগ ও ধন-সম্পদের বিষয় যদি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রাগুক্ত আশা সকল যে, আমারদের পক্ষে নিতান্ত দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষা, তাহা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারি। ইহা কাহার না ইচ্ছা, যে একদিনেই জ্ঞান গিরির শিরোদেশে উত্থিত হই, ইহা কাহার না আশা, যে এককালে ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করি, ইহা কাহার না অভিলাষ, যে অত্যল্প কাল-মধ্যেই দেশের জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করি। ইচ্ছা, আশা, অভিলাষ একরূপ, আর তাহা কার্য্যে, অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া সিদ্ধি-লাভ করা অন্য প্রকার। আমরা যদি আমারদের শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গতি-সমাবেশ অনুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলেই সহজে সিদ্ধি লাভ করিতে পারি। আর কেবল ভাব-আশায় উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিতে গেলেই পুনঃ পুনঃ নিরাশ ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। আমারদের মধ্যে এরূপ উদাহরণ ও দৃষ্টান্তেরও নিতান্ত অসম্ভাব নাই। আমারদের দেশে ধনীর সংখ্যা তত অধিক নহে, যে কয়েকটী ধনকুবের বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারদের হয় তো তাদৃশ অনুরাগ উৎসাহ নাই। রাজার সাহায্যেই প্রজাবর্গের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে, আমারদের আয়ুর্ব্বেদীয় উন্নতি-সাধন-জন্য যে রাজ-ভাণ্ডার প্রমুক্ত হইবে, ইহা কোন-রূপেই আশা করা যায় না। এমত অবস্থায় প্রাগুক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সেই জন্য বলিতেছি, যে আমারদের যেমন শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গতি-সমাবেশ তদনুসারেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই এই আয়ুর্ব্বেদীয়-সভা বর্ষে বর্ষে সিদ্ধি-লাভ করিতেছে। আমারদের যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়ের অভাব, তেমনি এই সকল মহামহোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ, উপস্থিত ছাত্রবৃন্দকে আপনাপন আলয়ে অন্ন-বস্ত্র দিয়া পোষণ করত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। আমারদের যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের অপ্রতুল, তেমনি অধ্যাপকগণ সঙ্গে সঙ্গে করিয়া রোগী-গৃহে গমন করত শিক্ষিত বিষয়-সকল কার্য্যে পরিণত করিবার নৈপুণ্যলাভের উপদেশ দিতেছেন; আমারদের যেমন ভৈষজ্য-উদ্যানের অসম্ভাব তেমনি কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ যথা তথা খনিজ উদ্ভিদ্ পদার্থাদির রূপ গুণের

পরিচয় নিয়া, তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ঔষধ প্রস্তুত করণে প্রবৃত্ত করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয় শাখার সুশিক্ষা প্রদান-পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় স্বতন্ত্র বিদ্যালয়াদির অভাব অনেক পরিমাণে নিরাকৃত করিতেছেন; অথচ ইহার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় সভাকে হয় তো কিছুই ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না। ছাত্রগণের শিক্ষা-পটুতা ও শিক্ষিত বিষয়ের অভ্রান্ততা সপ্রমাণ জন্য বিভিন্ন অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের পরীক্ষা পরিগৃহীত হইয়া পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদত্ত হইতেছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ জন্য কতকগুলি মুদ্রাও পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ সমুদয় উদ্যোগ আয়োজন এবং সাহায্য বৈদ্য-সমাজ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় সভা সাধারণের সাহায্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, আয়ুর্ব্বেদ-প্রচার সমুদায় আর্য্য-জাতির একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইলেও দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপিও কোন উদারচিত্ত ভারত-সন্তান এতদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য-দানে অগ্রসর হন নাই। এই জন্যই পূর্ব্বতন আর্য্য-সমাজ-পতি দূরদর্শী মহোদয়গণ আর্য্য-সমাজের এক একটী শাখার প্রতি এক একটী জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ভার অর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীন-শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মতত্ত্ব, বৈদ্যেরা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-বিদ্যা, বৈশ্যেরা কৃষি-বাণিজ্যের আলোচনায় ও উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা কাহারও উন্নতির ব্যাঘাত বা ব্যবসায়-বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে নাই। প্রত্যুত প্রত্যেক শাখাই স্ব স্ব অবলম্বিত বিষয়ের যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া ভারতের পুনঃ পুনঃ সমাজ-বিপ্লব ও রাজ্য-বিপ্লবের মধ্যেও অবলম্বিত বিষয়-সকল স্ব স্ব সম্পত্তি বোধে বহু আয়াসে বহু-কষ্টে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই এখনও ভারতে বেদ-উপনিষৎ, পুরাণ-তন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই কারণেই অদ্যাপিও ক্ষত্রিয়-সৈন্য-সকল সর্ব্বোপরি উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেছে। সেই হেতু বৈশ্য-জাতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে উন্নতি-লাভ করিতেছেন।

আপনাপন শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গতি-সমাবেশ অনুসারে কার্য্য করা যে কেবল নীতিজ্ঞ পণ্ডিতদিগেরই উপদেশ, তাহা নহে; প্রকৃতি হইতেও প্রতিনিয়ত ইহার অভ্রান্ত নিদর্শন আমরা সন্দর্শন করিতেছি। ঊর্ণনাভ আপনার শক্তি-সামর্থ্য অনুসারেই কেমন জাল-বয়ন-ক্ষেত্র অবধারণ করিয়া লয়। কেমন অপ্রতিহত উৎসাহে সুকৌশল সম্পন্ন জাল বয়ন করিয়া নিরুদ্বেগে জীবিকা লাভ করে। আমারদের যেমন অবস্থা, যেমন বিদ্যা বুদ্ধি, তদনুসারে কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তেমনি নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ করিতে পারি। কেবল মাত্র পরকীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে—অন্যের কৃপাপাত্র হইয়া কার্য্য করিতে গেলে মনোমত উন্নতি-লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। এই আয়ুর্ব্বেদীয়-সভা এই গুরুতর কল্যাণতর কার্য্য-সাধনের জন্য কয়েক বৎসর সমগ্র হিন্দু-সমাজের নিকট উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, সকলকেই এই মহত্তর কার্য্যের আনন্দভাগী হইবার নিমিত্ত বিনয়-সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কথা দূরে থাকুক, যে বৈদ্য-জাতি নিরবচ্ছিন্ন আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করিয়া এই বঙ্গ-ভূমিতে ধন-সম্পদ্ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, তাঁহারাও সকলে এখানে

—সাধারণ বৈদ্য-জাতির ঐক্য স্থল রূপ এই আয়ুর্ব্বেদীয়-সভায় এক-ঘণ্টা-কালের জন আগমন করত এই অল্প-পরিসর গৃহকে শোভিত, এই ঘটনাটীকে আরো উৎসাহকর করিয়া তুলিতে পারিলেন না। সেই জন্যই বোধ হয়, যেন সাধারণের অর্থ-সাহায্যে এবং সমবেত যত্ন চেষ্টায় কোন-কার্য্য সাধন করা যেন আর্য্য-জাতির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য!! অথচ এই মহদ্ব্যাপার রাশীকৃত অর্থ এবং বহু লোকের সাহায্য ভিন্ন সুনিস্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেই কারণেই আয়ুর্ব্বেদীয় সভার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদের উপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্য মাসিক-নিয়মে "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দর্পণ" নামক এক খানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহাতে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক নানাস্থানে যে সকল রোগী দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধি-মুক্ত হইয়াছেন বা হইতেছেন তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত হউক, এবং সেই পত্রিকায় যথা নিয়মে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন-গ্রন্থাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হউক, তাহা হইলে তৎপাঠে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। সত্যের প্রতি মানব-আত্মার এমনই অনুরাগ, যে কোন উজ্জ্বল সত্য সম্মুখে পড়িলে কোন-রূপেই কেহ তৎপ্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। সহজে সকলেরই মন তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য কিছু অভ্রান্ত নহে, কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রই কিছু উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে নাই। এই পত্রিকায় প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে সহজেই চিকিৎসা-সংক্রান্ত ভ্রম-প্রমাদ-সকল নিরাকৃত হইতে পারিবে। তদ্দ্বারা আর্য্য-চিকিৎসা ক্রমে নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ আকারে পরিণত হইবে,ক্রমে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার অভাব-অনটন সকল সহজেই বিদূরিত হইবে এবং নবতর কল্যাণতর সত্য সকলও উপার্জ্জিত হইতে থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দ্বারা যে অর্থাগম হইবে, তাহা আয়ুর্ব্বেদীয়-সভার সম্পত্তি-রূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে।

আয়ুর্ব্বেদ-সংক্রান্ত বহুতর গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য; ক্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় সভা হইতে সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের যুগান্তর উপস্থিত হইবে এবং তদ্দ্বারা বহু-অর্থও লব্ধ হইবে। এইরূপে কিছু দিন কার্য্য করিতে পারিলে, হয় তো আয়ুর্ব্বেদীয়-সভা অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপরাপর গুরুতর কার্য্য করিতে সামর্থ্য লাভ করিবে।

প্রস্তাবিত-কার্য্য-সাধনের জন্য লেখকের অপ্রতুল নাই। যে সকল মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহারা শিক্ষা-উপদেশ দান দ্বারা এবং অর্থ-সাহায্য দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয়-সভাকে পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা যত্নবান্ হইলে উপস্থিত সঙ্গতি-সমাবেশ দ্বারাই প্রস্তাবিত বিষয়-দ্বয় সুচারু-রূপে সুসম্পাদিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাগুক্ত বিষয়টী আর্য্য-সমাজের একটী গুরুতর গভীরতর অভাব। ইহার দ্বারা যেমন আয়ুর্ব্বেদের ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগোৎপত্তি ও স্বাস্থ্য-লাভাদি বিষয়ে বিচক্ষণ জনগণের স্বাধীন-চিন্তার ফলাফলও প্রচারিত হইতে পারিবে।

যে আয়ুর্ব্বেদ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম-সাধনে মনুষ্যকে নিরাময় ও নীরোগ করিবার জন্যই এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনে মনুষ্য-শরীরকে সুপটু ও সমর্থ করাই যে আয়ুর্ব্বেদের লক্ষ্য, মঙ্গলময় ঈশ্বর, সেই আয়ু-

ব্রৈদেশিয়-সভাকে চিরস্থায়ী করুন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

Sermons of Maharshee Debendra nath Tagore
Chief minister of the Brahmo Samaj.

SERMON 1.

11th Sravana, 1782 Sakabda.

तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथाः ॥

"Know that everlasting Being who is worthy to be known and adorable of all, and take refuge in Him, so that death may not afflict you." Of all the calamities in this world Death is the most terrible. The grim figure of Death is ever present before us. The world is but an image of Death. Here whatever is born is subject to death; whatever grows decays. The unsteady and fleeting things of this world, and the everchanging vicissitudes of life remind us only of death. How can we be delivered from this fear and pain of death? Everywhere is to be seen the image of death. But we may become free from the fear of death by taking refuge in Him who is Immortality itself. In this world only is the fear of death, but beyond it is that Eternal Mansion. Here we are oppressed by such fears, but here again we become fearless by taking refuge in the Immortal. Strange: Living in the midst of death we can know the Immortal Being! Although we are very insignificant beings we can still obtain the shelter of that King of kings and God of gods. Living in the midst of these multifrom events we are accomplishing His benevolent purposes. Many are the quadrupeds, birds, acquatic animals and other kinds of creatures that are here! They cannot know their Creator and Preserver although they are living happily through His mercy, but they cannot feel it. They are performing His work, but without knowing it. Of man only is the broad and high privilege that he can consciously and willingly co-operate with His benevolent purposes. Living amidist death men only can attain to Immortality. Living in this fearful place he only can take shelter under the feet of the Lord, which alone can deliver us from fear. He only can establish relationship with Him. Being the offspring of Immortality he becomes free from all fear by depending on that Immortality. If we depend upon God, a new life is born in us, and our joy never dies. Our body and mind may be distressed, we may fall into danger or be afflicted by disease, but the joy of the spirit never grows less. If we take refuge in that Abode of Immortality, Death terrible as he is, can frighten us no more.

Therefore, living in this dreadful world do not forsake thy God. "माहं ब्रह्म निराकुर्य्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु ॥" "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him." Let me not live and forsake Him. Let us not forsake Him, from whom we have obtained all objects of enjoyment and all happiness and who forgets us not—no, not even for a single moment. Consider for a while what our fate would have been if He had forsaken us. Where would we have been? We would by this time, have met with destruction. को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् "Who could have moved, who could have breathed if the blissful God had not existed in all space and with us." He awards joy to all. Shall we forsake Him, by whose love we have been reared up from the moment of our birth, and under whose protection we hope to live through all eternity? He is not forgetful of us; may we not forget Him; Let Him for ever remain unforsaken by us. Shall we forsake Him who is ceaselessly sending us righteousness, wealth and happines? Is it an act worthy of a *man*? And why shall we forsake Him? Will that do us good? Have we not to suffer pain in this life, is there no danger or difficulty for us in this world, is not our body distressed, is not our mind cast down, that we can live without His protection? Is there no fear here that we shall not have to take shelter under those feet that deliver us form fear? Are there not sin and sorrow here that you will not take refuge in that Saviour of the fallen? Who will cool us when our heads burn with affliction? Who will give us courage when we become frightened in a world beset with many causes of fear? It is only worldly infatuation that comes and estranges us from Him. Does good attend us on our forsaking Him? Without Him our virtuous acts become acts of selfishness, and our enjoy-

ments evince ingratitude. Those who are here, listening to this sermon, must have come here in vain, if they only hear it and go away. What will it avail them, if they forget God on returning home? What is the use of their coming here, if their hearts be not elevated there by, if their love of God be not kindled and if they do not remember Him when engaged in worldly pursuits? Have they come here only to recite holy texts in unison and listen to sermons? Have they notcome here to establish a stronger union with God? What have they done, if in prosperity they do not remember His mercy; when nourished by food and drink they do not remember the giver thereof? Separated from that fountain of pur[illegible] ere will you get purity? Forsaking [illegible] ho is the fountain of righteousness [illegible] l you profess yourselves to be [illegible] Abandoning that Abode of [illegible] ill you be worthy of the [illegible]? Surrender yourselves [illegible] ay, and you will receive [illegible] ay.

Is [illegible] the way how G[illegible] s instruction ne[illegible] Him from whom [illegible], knowledge and intel[illegible] the worship of Him whose mercy we enjoy from the day of our brith, and under whose protection we shall live for ever, require teaching? Distressed by sin, will you not try to remove the impurity of your minds by placing yourselves under His shelter? Will you not worship that Teacher of teachers and Father of fathers? Will you not pray to him for spiritual strength? There [illegible] be no disinclination to worship Him unless one's nature be perverted? Bring yoursoul into its natural condition. Begin to worship Him from this very night. There is no use in mere hearing. Where indeed can there be any good for our country if we do not take refuge in Him. The country where God is not worshipped, the family in which His Holy Name is not uttered, the heart in which there is no seat for Him—that country, that family, that [illegible] is but a desert—the abode only of [illegible] sorrow and pain. From this very day make [illegible] your place of shelter and worship Him. [illegible] ere is [illegible] of opportunities for you to [illegible] of Him. you have understood much about [illegible] with the aid of your intellect, why not then join knowlege to work and faith to practice? Commence to worship Him from this very day and you shall reap the fruits of your act immediately. Through His mercy you are enjoying all the pleasures of life; bow down to Him with gratitude. In times of fear and danger make Him your place of shelter, and ye shall be as fearless as the child is in its mother's lap. When sin distresses you, repent and with tears in your eyes place yourselves under His protection. He loves those who take refuge in Him, and He will save you from sin. Worship Him who is the Lord of the universe, the King of kings and the God of gods. Let such who, know this all and feel no inclination to worship Him, purify their inward self, let them pray to God with an open heart, let them exert themselves and they will surely feel His mercy and fully realise the meaning of the text "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him,"

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে ১৮০৫ শকের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা খানি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ শুক্রবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি মনিঅর্ডার ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য প্রদান করেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক চৈত্রমাস মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন। না পাঠাইলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে অর্থাৎ বৎসর ৩৷০ হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

মফস্বলস্থ যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দুই বৎসরের বাকি আছে তাঁহারা শীঘ্র টাকা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। টাকা না পাঠাইলে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা রহিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইতে হইবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৬৮২॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৪৯৷৷৵৩
সমষ্টি	৪৫৩২ ৵৯
ব্যয়	১৬৫৮৷০
স্থিত	২৮৭৩৸৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ৩৩০৷৴০

দান প্রাপ্তি

শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২১৷৩
" বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর তুষভাণ্ডার ...	২৫৲
" " তারকনাথ দত্ত ...	১০৲
" " কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিব্রুগড় ...	৩৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ...	৩৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২৲
" " শ্যামলাল সুর ...	২৲
" " কৈলাশচন্দ্র সিংহ ...	১৲
" " বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...	১৲
" " প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১৲
" " গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী ...	১৲
" " রাধামোহন বসু ...	১৲
" " [illegible]লাল [illegible]াহাল ...	১৲
" " [illegible]চন্দ্র বিশ্বাস ...	৷০
দুইটি স্ত্রীলোকের দান ...	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন রায় (আনুষ্ঠানিক দান) ...	৫৲
" " [illegible]কলাল রায় ([illegible] দান) ...	১৲
" " [illegible] ...	১৲
	২৮৩৸৵৩
পরলোকগত পণ্ডি[illegible]	
প্রদত্ত গবর্ণমেণ্ট কা[illegible]	
দানাধারে প্রাপ্তি	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	
	৩৩০৷৴০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৬৭৷৶৬
পুস্তকালয় ...	১৩০৷৵৬
যন্ত্রালয় ...	৬৫০৸ ৬
গচ্ছিত ...	১২৩৷৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন	৮০৲
সমষ্টি	১৬৮২॥

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৩৭ ৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪১৩৷৴৬
পুস্তকালয়	১৩৯৷ ৬
যন্ত্রালয়	৫৫২ ৴৩
গচ্ছিত	১০০৷৵৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন	১৬[illegible]
সমষ্টি	১৬৫৮৷০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক